শয়তান

শয়তান

বিক্রমাদিত্য

সুপ্রকাশনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

মাঝ সমুদ্রে ছোট দ্বীপ।

বন আর জল — জন্তু আর রাজবন্দী নিয়ে তার বসতি।

ইংরাজদের আমলে দ্বীপের নাম শুনলে সবাই আঁতকে উঠতো। বাজারে কথা ছিলো যারা এই দ্বীপে আসতো তারা কেউ আর ফিরে যায় না।

যাঁরা সাহেবদের হুকুমের বিরোধিতা করতেন তাঁদেরই এই দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তখন এই দ্বীপে কোন শহর ছিলো না — কোন লোকালয় ছিলো না। শুধু ছিলো বড়ো এক জেলখানা-- রাজবন্দীদের কারাগার। এই দ্বীপে সম্রাটের প্রতিনিধি চীফ কমিশনার।

নীরব নির্জন ছিলো এই দ্বীপ। সূর্যি ডুবে যাবার আগে দ্বীপের সবাই ঘুমিয়ে পড়তো। শুধু মাঝে মাঝে রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে শোনা যেতো বন্য পশুর চীৎকার আর সমুদ্রের গর্জন।

কিন্তু ভোর হলেই দ্বীপের রূপ পাল্টে যেতো। জগমগিয়ে উঠতো রাজবন্দীদের কারাগার। ওদের কণ্ঠে শোনা যেতো প্রভাতসঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'।

আর রাজবন্দীদের এই সব গান চীফ কমিশনারকে বিচলিত করতো। তিনি আতঙ্কিত হতেন। বলা তো যায় না এরা কখন কী করে বসে। রাজবন্দী --- এরা দুর্গম পথের যাত্রী — স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক। জীবনের প্রতি এঁদের কোন মায়া মমতা নেই। এঁরা হলেন মৃত্যুর সহযাত্রী।

চীফ কমিশনার মৃদু সুরে পাল্টা গান গাইতেন: গড সেভ দি কিং...

এমনি রূপ আর জীবন ছিলো এই ছোট দ্বীপের।

সবাই বলতো নির্বাসিতের দেশ...বাজবন্দী, জন্তু --- আর চীফ কমিশনার নিয়ে তার বসতি।

এই ছোট দ্বীপের নাম হলো আন্দামান।

তারপর দিন কেটে বছর গেলো। দেশে স্বাধীনতা এলো, বইতে শুরু কবলো নতুন যুগের হাওয়া।

রাজবন্দীরা দেশে ফিরে গেলেন আর তাঁদের জায়গায় ছোট দ্বীপে এলো এক নতুন সম্প্রদায় -- এঁরা হলেন এক নতুন বিজনেসম্যান। এঁদের কণ্ঠে শোনা গেলো এক নতুন গান — জাতীয় সঙ্গীত নয় — ব্যবসায়ের মন্ত্র : রূপেয়া — রূপেয়া --- রূপেযা...

নির্জন নীরব আন্দামান দ্বীপ হলো মুখরা, 'চঞ্চ ল'।

নতুন বসতি বসলো।

বসলো হাট — বাজার — তৈরী হলো স্কুল কলেজ হাসপাতাল।

আন্দামানের অপবাদ ঘুচলো। আজকাল দ্বীপের নাম শুনলে আর কেউ ভয় পায় না।

আন্দামান হলো 'ট্যুরিস্ট প্যারাডাইজ'। সন্ধেহলে শহর ঘুমিয়ে পড়ে না। বরং রাতের অন্ধকাবে দ্বীপে যেন জীবন ফিরে আসে।

চীফ কমিশনারের জীবনে পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আর রাজবন্দীদের নিয়ে কোন চিন্তা --- ভাবনা করেন না। করবার প্রয়োজন হয় না। কারণ আন্দামান আর নির্বাসিতের দেশ নয় --- নতুন জগৎ। আর এই নতুন জগৎকে গড়ে তোলাই হলো চীফ কমিশনারের কাজ।

প্রতিদিন আন্দামানে বিবিধ ধরনের উন্নতি করা হচ্ছে। বন কেটে গ্রাম তৈরি করা হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে রাস্তা ঘাট।

সমুদ্রের ধারে তৈরি করা হয়েছে বন্দর। ঐ বন্দরে প্রতিদিন দেশ — বিদেশ থেকে জাহাজ আসে। আর দ্বীপের সওদা নিয়ে চলে যায় কলকাতায়--বোম্বাই, লন্ডনে।

আর সওদা বেচাকিনি করে গরীব বড়লোক হলো --- মানুষ শয়তান হলো। লোকের হাতে মুঠো মুঠো টাকা এলো।

আর টাকা দিয়ে মানুষ কিনে নিলো আর একটি জীবন...। সে হলো পাপ — দি ক্রাইম।

আন্দামানের এই নতুন জীবনে দিল্লীর কর্তারা বিচলিত হলেন। কী করে দ্বীপ থেকে পাপকে দূর করা যায় সে নিয়ে চিন্তা — ভাবনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু আন্দামানের কয়েকজন দেশের কর্তাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করলেন।

দ্বীপের ভেতর জেগে উঠলো এক নতুন দ্বন্দ্ব — ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই।

পোর্টব্লেয়ার।

এ শুধু আন্দামানের বড়ো শহর নয়। এ হলো আন্দামানের জন-কোলাহল মুখরিত বড়ো বন্দর — বিমানঘাঁটির আড্ডা।

প্রতিদিন পোর্টব্লেয়ার জাহাজ --- বন্দরে নতুন জাহাজ আসে। কলকাতা থেকে জাহাজগুলো মাল নিয়ে আসে। আর ফিরে যাবার সময় নিয়ে যায় দ্বীপের বনজঙ্গলের কাঠ আর সমুদ্রের ঝিনুক, কোরাল..।

আন্দামানে নতুন কলকারখানা বসাতে হবে। কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে যন্ত্রপাতি আসে।

রাস্তা তৈরি করবার জন্যে মাল মশলা চাই, এলো শ্রমিকের দল --- কন্ট্রাক্টর, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার।

নতুন লোকের আগমনে পোর্টব্লেয়ার হলো ব্যস্ত শহর।

শহরের বুকে নতুন কোম্পানী গজিয়ে উঠলো। টমসন অ্যান্ড টমসন, জেনসন অ্যান্ড নিক্সন, রতনলাল সুন্দরলালের কোম্পানীদের বড়ো বড়ো অফিস বসলো পোর্টব্লেয়ারের সদর রাস্তায়। এসব কোম্পানী শুধুমাত্র সওদাগরি অফিস নয়, এরা হলো আন্দামানের অক্টোপাস। পোর্টব্লেয়ার এবং অন্যান্য গ্রামগুলোর জীবনযাত্রার প্রতিটি রন্ধ্রের সঙ্গে এরা জড়িয়ে পড়লো।

কোন কোম্পানী জাহাজ থেকে মাল নামায়। এদের সাহেবী পদবী হলো স্টিভাডোর কোম্পানী। কেউবা বন কেটে কাঠ বিদেশে রপ্তানি করে। কেউবা সমুদ্র থেকে ঝিনুক, কোরাল তুলে আনে। কেউবা দ্বীপের রাস্তাঘাট বানাবার জন্যে কন্ট্রাক্টের কাজ করে।

সবাই দিনরাত চিন্তা করে রাতারাতি কী করে বড়োলোক হওয়া যায়.. রূপেয়া --- রূপেয়া হলো কোম্পানীর কর্তাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র চিন্তা, ধ্যান।

আন্দামানের সম্পদ বিক্রি করে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মালিক মহেন্দ্রনাথ বিস্তর পয়সা কামিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র আন্দামানের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আন্দামান --- পোর্টব্লেয়ার শহরের একজন গণ্যমান্য নাগরিক। তিনি দ্বীপের ব্যবসায় সামাজিক এবং

নাগরিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বাজারে মুখরোচক প্রবাদ ছিলো : মহেন্দ্রনাথ — দি টাইকুন, দি অক্টোপাশ অব আন্দামান। তার কোম্পানী, টমসন অ্যান্ড টমসন শুধু মাত্র জাহাজঘাটার কন্‌ট্রাক্টর ছিলো না। মহেন্দ্রনাথের আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছিলো। আন্দামান দ্বীপের বিভিন্ন ধরনের উন্নতির কাজের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন। সরকার তাঁকে বন থেকে কাঠ কেটে আনবার ইজারা দিয়েছিলেন। নতুন রাস্তাঘাট বানাবার বিস্তর কন্‌ট্রাক্টও মহেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। দিল্লির কর্তারা মহেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করতেন। তাই সমুদ্র থেকে ঝিনুক আর মুক্তো তুলে আনবার কন্‌ট্রাক্টও মহেন্দ্রনাথকে দেয়া হয়েছিলো। মহেন্দ্রনাথের শত্রুরা অবশ্যি আড়ালে বলতেন যে, মহেন্দ্রনাথ বিদেশে মুক্তোর চোরাচালানের কাজ কারবার করেন। কিন্তু আজ অবধি কেউ অভিযোগের প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি।

কিছুদিন পবে মহেন্দ্রনাথ চাষের কাজ--কারবার শুরু করলেন। আবার সবাই ভুরু তুলে হাজার রকমের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কী ধরনের চাষ মহেন্দ্রনাথ করছেন? প্রকাশ্যে সরকারের খাতায় লেখা ছিলো যে, তিনি ধান ও সব্জীব চাষ করছেন। কিন্তু শত্রুরা বলতে শুরু করলেন যে, মহেন্দ্রনাথ লুকিয়ে একটি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করছেন। আর সেই মাদক দ্রব্যটি হলো : হেরোন। আফিমের গাছ থেকে মরফিন পাওয়া যায়। আর মরফিন থেকে পাওয়া যায় হেরোন। বাজাবে অভিযোগ করা হলো যে, এ ব্যবসা শুধুমাত্র মহেন্দ্রনাথ করছেন না, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীরাও আজকাল হেরোনের ব্যবসা শুরু করেছেন। বর্মা, ইন্দোনেশিয়ার আফিমেব চোরাচালান ছোট জাহাজ এবং ডিঙি করে দ্বীপে নিয়ে আসা হয়। মাঝেরাত্রে দ্বীপের সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন জাহাজ থেকে মাল নামানো হয। আন্দামানের কাছেই হলো আব একটি ছোট দ্বীপ। আর এই ছোট দ্বীপে আফিম থেকে হেরোন বানাবার ফ্যাক্টরী তৈরি করা হয়েছে। ফ্যাক্টরীর বাইরে থেকে এর কাজকর্ম বোঝবার যো নেই। ছোট ছোট বাড়ি। বাড়ির একটি ঘরে আছে চুল্লি আর বড়ো কড়াই। এই কড়াইতে আফিমের রসকে জ্বাল দেয়া হয। রসের সঙ্গে মেশানো হয় ওষুধ। তৈরি হয় মরফিন.. তারপব মরফিনকে আবার জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হয় হেরোন... পরে ছোট প্যাকেটে করে হেরোন বিদেশে পাচার করা হয।

মহেন্দ্রনাথ জাহাজঘাটের কন্‌ট্রাক্টর। জাহাজে কী মাল ওঠানো হচ্ছে তার হিসেব তিনি রাখেন। কখনও বা কাঠের বাক্সের ভেতর কিংবা ঝিনুকের বাক্সের ভেতর হে.্রানের প্যাকেট ভরা হয়। বহুবার আবগারী বিভাগের পুলিশের কর্তারা জাহাজের মালগুলোকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কেস করবার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মহেন্দ্রনাথ পুলিশদের কাছে হেসে বলেন : বাজারের সবাই আমাকে হিংসে করে। আমার নামে নিন্দে রটায়। সব অভিযোগ মিথ্যে।

তারপর মহেন্দ্রনাথ বিদেশে হেরোন পাঠাবার আর এক নতুন পথ ধরলেন। দেশের সরকার সমুদ্র থেকে ঝিনুক, কোরাল এবং মুক্তো তুলে আনবার ইজারা মহেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। কলকাতা বোম্বাই থেকে ব্যবসায়ীরা আন্দামানে এসে মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ঝিনুক কোরাল মুক্তো কিনে নিতেন। আর প্রতিটি মাল আবগারী আর পুলিশ বিভাগ সযত্নে পরীক্ষা করে দেখতেন। ঝিনুক মুক্তোর ব্যবসা লাভজনক ব্যবসা। প্রতিটি জিনিস রপ্তানির উপর সবকার ট্যাক্স বসিয়েছিলেন। ট্যাক্স

ফাঁকি দেয়া বে-আইনী। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ কখনও ট্যাক্স ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেন নি। আবগারী বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো। ওঁরা এক টাকা ট্যাক্স চাইলে মহেন্দ্রনাথ দু' টাকা ট্যাক্স দিতেন। আবগারী বিভাগের কর্তারা নিয়মিতভাবে ট্যাক্স পেয়ে কখনও সন্দেহ করেন নি যে, এইসব ঝিনুকের বাক্সের ভেতর কী ধরনের মাল পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা চোখ বুজে, নিশ্চিন্ত মনে মহেন্দ্রনাথের মালগুলোকে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু একদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। আন্দামানের আবগারী এবং পুলিশ বিভাগ মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক বেনামী চিঠি পেলেন। চিঠিতে লেখা ছিলো: ঝিনুক এবং কোরালের বাক্সের ভেতর হেরোন পাঠান হচ্ছে। আর যেসব ঝিনুকের ভেতর মুক্তো আছে সেগুলো মহেন্দ্রনাথ অবৈধ উপায়ে বিদেশে পাচার করছেন।

আবগারী বিভাগের কর্তারা এই উড়ো চিঠি পেয়ে বিচলিত হলেন। তাঁদের চিন্তা হবার কারণ ছিলো বৈকি! কারণ ঝিনুক এবং কোরাল বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিছু ঝিনুক কোরালের ভেতর মুক্তো থাকে। ইজারার সর্তানুযায়ী সব ঝিনুকই সরকারী বিভাগের দপ্তরে বিক্রি করা দরকার। সরকারী বিভাগ ঝিনুকগুলো পরীক্ষা করে দেখতেন। যেসব ঝিনুকের ভিতর মুক্তো থাকতো না কিংবা ঝিনুক থেকে মুক্তো বের করে নেবার পর খালি ঝিনুকগুলো মহেন্দ্রনাথের কাছে বিক্রি করা হতো। মহেন্দ্রনাথ এই সব ঝিনুক সরকারী বিভাগ থেকে কিনে বিদেশে রপ্তানি করতেন। কিন্তু ঝিনুকের ভেতর হেরোন ভরে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে এবং যেসব ঝিনুকে মুক্তো আছে সেগুলো বিদেশে পাঠানো হচ্ছে, এ খবর পেয়ে আবগারী বিভাগ মহেন্দ্রনাথের প্রেরিত বাক্সগুলোর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কারণ মহেন্দ্রনাথ তার এক এজেন্টের কাছ থেকে এই উড়ো চিঠির খবর আগেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব তিনি ঝিনুক — কোরালগুলি বাইরে পাঠাবার সময় সর্তক হলেন। আবগারী বিভাগ প্রতিটি বাক্স খুলে ঝিনুকের ভেতর কিছুই পেলেন না। মহেন্দ্রনাথ আবার হেসে আবগারী কর্তাদের বললেন : শত্রুর কাজ। আমার ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বাল্যজীবনের বন্ধু রামকুমার আমার সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে। রামকুমার বহুদিন ধরে সমুদ্র থেকে ঝিনুক তোলবার ইজারা পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইজারা না পাবার দরুন সরকারের কাছে আমাকে বেইজ্জতি করবার চেষ্টা করছে।

এই ঘটনার পর মহেন্দ্রনাথ আন্দামানে দুটো স্কুল, একটি হাসপাতাল খোলবার জন্য বিস্তর টাকা দান করলেন। আবগারী বিভাগের কর্তাদের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিলো তাঁদের সে সন্দেহ দূর হলো। মহেন্দ্রনাথ দয়ালু, তিনি মুক্ত হাতে দান খয়রাত করে থাকেন। বহুবার তিনি প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে অনেক টাকা দিয়েছেন। এবং দিল্লীর বড়ো কর্তারা তাঁর উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আন্দামানের প্রতিটি বেসরকারী কাজের জন্যে তারা নিয়মিতভাবে শলা-পরামর্শ করে থাকেন। মহেন্দ্রনাথ যে চোরাকারবার করে থাকেন একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারলেন না। এরপর তাঁরা মহেন্দ্রনাথকে আন্দামানের কাছে আর একটি দ্বীপের উন্নয়নের কাজের কনট্রাক্ট দিলেন। দ্বীপটি আন্দামানের কাছেই, ছোট স্পীড বোটে করে যাওয়া যায়। আর এই দ্বীপে মহেন্দ্রনাথ তাঁর অফিস খুললেন। প্রকাশ্যে সবাই জানতে পারলো যে, মহেন্দ্রনাথ দ্বীপের উন্নয়নের কাজ করছেন কিন্তু মহেন্দ্রনাথ এবং শাগরেদরা জানতো, এই দ্বীপে মহেন্দ্রনাথ কী ধরনের পাপ কাজ করছেন। প্রথমত সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে এনে তার ভেতব থেকে মুক্তো বার করা হতো। মুক্তোগুলো বের করে

নবার পর ঝিনুকগুলো আন্দামানে সরকারী বিভাগের কাছে বিক্রি করা হতো। দ্বিতীয়ত খেত চাষ রবার নাম করে মহেন্দ্রনাথ আফিমের চাষ শুরু করেছিলেন। আর শুধু তাই নয়। প্রতি সপ্তাহে কটি নির্দিষ্ট দিনে আন্দামানের আবগারী বিভাগের কর্তারা ঘুমিয়ে পড়বার পর একটি বড়ো ডিঙি-নৌকা দ্বীপে এসে ভিড়তো। প্রকাশ্যে সবাই জানতো যে নৌকাটি হলো জেলে-নৌকা। সমুদ্রে মাছ বতে বেরিয়েছে। তাই কারুর মনে জেলে-নৌকার কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় নি। কিন্তু জলে-নৌকো বর্মা থেকে প্রচুর পরিমাণে আফিম নিয়ে আসতো। আর মহেন্দ্রনাথ এই আফিম থকে হেরোন বানাতেন। আর হেরোন বানাবার জন্যে, দ্বীপের ভেতর দু -তিনটে ফ্যাক্টরী মহেন্দ্রনাথ ানিয়েছিলেন।

আফিম থেকে হেরোন। আর ঝিনুকের ভেতর হেরোন ভরে বিদেশে পাচার করা হতো।

এতো গোপনে মহেন্দ্রনাথ এইসব অবৈধ কাজ করতেন যে, কারুর মনে একবারও সন্দেহ য় নি মহেন্দ্রনাথ হলেন এক বিরাট পাপচক্রেব নেতা।

বচিত্র মানুষ মহেন্দ্রনাথ।

কবে কোন বছরে তিনি আন্দামান দ্বীপে এসেছিলেন তার আসল খবর কেউ জানে না। কেউ লেন যে, মহেন্দ্রনাথ ইংরাজ আমলে আন্দামানের জেলখানায় সামান্য ওয়ার্ডারের কাজ নিয়ে সেছিলেন। বাজারে আরো একটি কানাঘুষো ছিলো যে মহেন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন অপরাধী। একটি ময়েকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। শুধু তাই নয়। যৌবনে মহেন্দ্রনাথ ক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে মহেন্দ্রনাথ পার্টির ফান্ডের টাকা চুরি করে আন্দামানে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সময়ে আন্দামানে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের কান খোঁজখবর নেয়া সম্ভব ছিলো না। আর শুধু তাই নয়। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন আন্দামানের জেলখানায়। তবে বেশীদিন মহেন্দ্রনাথকে জেলখানায় কাটাতে হয় নি। কারণ ইংরাজ সরকার মহেন্দ্রনাথের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শুধু তাঁকে বলা হয়েছিল যে, আন্দামান দ্বীপে থাকতে হবে এবং সরকারের ইনফর্মার হিসাবে কাজ করতে হবে। মহেন্দ্রনাথের কাজ ছিলো রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের আলাপ-আলোচনার খবরাখবর জেলখানার কর্তৃপক্ষকে দেয়া। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজবন্দীরা দেশে ফিরে গেলেন কিন্তু মহেন্দ্রনাথ আর কলকাতায় ফিরে যান নি। যখন মহেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে আন্দামান এসেছিলেন তখন তাঁর নাম ছিলো দুর্গাপ্রসাদ। কিন্তু তিনি যখন আন্দামানে পৌঁছুলেন তখন তিনি তাঁর নাম পাল্টে মহেন্দ্রনাথ রাখলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই অতীতের দুর্গাপ্রসাদকে ভুলে গেলো। ভুলে গেলো যে মহেন্দ্রনাথ ওরফে দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন — ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর ইনফর্মার। শুধু একজনের কাছে মহেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় গোপন রইলো না। তিনি ছিলেন মহেন্দ্রনাথের বন্ধু রামকুমার। রামকুমার জানতেন যে মহেন্দ্রনাথ ক এবং কী তার পরিচয়।

ইংরাজের সুপারিশে মহেন্দ্রনাথ জাহাজঘাটার স্টিভাডোর কোম্পানী টমসন অ্যান্ড টমসন-এ ঠিকেদারের চাকুরি পেয়েছিলেন। আর এই কোম্পানীর বড়ো অংশীদার ছিলেন রায়সাহেব কেদারনাথ। দেশ স্বাধীন হবার পর রায়সাহেব কেদারনাথ টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর পুরো

স্বত্ব কিনে নেন। আর সেই সময় থেকে মহেন্দ্রনাথ হলেন কেদারনাথের ডান হাত। ঠিকেদার থেকে তিনি কোম্পানীর সুপার-ভাইজার হলেন, সুপারভাইজার থেকে হলেন কোম্পানীর ম্যানেজার। মহেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতায় তুষ্ট হয়ে কেদারনাথ তাঁকে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথ রায়সাহেব কেদারনাথের একমাত্র সন্তান লীলা দেবীকে বিয়ে করে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন।

মহেন্দ্রনাথের পরিচালনায় টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানী কিছুদিনের মধ্যে আন্দামান দ্বীপের একটি বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হলো। প্রথমে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানী জাহাজঘাটায় মাল ওঠাবার এবং নামাবার কাজ করতো। অর্থাৎ টমসন অ্যান্ড টমসন ছিলো স্টি ভাডোর কোম্পানী। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ এবার থেকে আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা শুরু করলেন। রাস্তা বানাবার কন্ট্রাক্ট, কাঠের ব্যবসা এবং সর্বশেষে সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে আনবার ইজারাও মহেন্দ্রনাথের কোম্পানী পেলো।

ঝিনুকের ব্যবসা থেকে মহেন্দ্রনাথ প্রচুর টাকা অর্জন করতে লাগলেন। কিছুটা সরকারের জ্ঞাতসারে অর্থাৎ বিদেশে ঝিনুক রপ্তানি করে, কিছুটা সরকারের অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ যেসব ঝিনুকের ভেতর মুক্তো পাওয়া যেতো সেগুলো তিনি সরকারের কাছে জমা দিতেন না। এখানে বলা দরকার যে আন্দামানের সমুদ্রের কাছ থেকে যেসব ঝিনুক পাওয়া যেতো তার ভেতর মুক্তো থাকতো। সরকারের ইজাবার শর্ত ছিলো যে মহেন্দ্রনাথ সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলে সেগুলো সরকারের মাইন্স-মিনারেল্স দপ্তরে জমা দেবেন। ঝিনুক থেকে মুক্তোগুলো বের করে নেবার পর সেই ঝিনুকগুলোকে মহেন্দ্রনাথকে দেয়া হতো। আর মহেন্দ্রনাথ সেই ঝিনুক বিদেশে রপ্তানি করতেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ তাঁর লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। আর যেসব ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকতো তার কিছুটা তিনি সরকারের দপ্তরে জমা দিতেন। আর কিছু ঝিনুক থেকে মুক্তো বের করে তিনি সেই মুক্তোগুলোকে গোপনে বিদেশে পাচার করতেন।

মুক্তোর চোরাচালানের ব্যবসা থেকে মহেন্দ্রনাথ যে লাভ করতেন তার চাইতে অনেকগুণ বেশী লাভ তিনি আফিমের ব্যবসা করে পেতেন। কিন্তু অতো ছোট দ্বীপে আফিমের বড়ো চাষ করা সম্ভব ছিলো না। এই সময়ে মহেন্দ্রনাথের কতগুলো জেলেডিঙির মালিকদের সঙ্গে আলাপ হলো। আসলে এইসব জেলেডিঙি মাছ ধরবার নাম করে বর্মা থেকে প্রচুর পরিমাণে আফিম নিয়ে আসতো। মহেন্দ্রনাথ বিদেশী মুদ্রা দিয়ে জেলেডিঙির কর্তাদের কাছ থেকে আফিম কিনে নিতেন।

এই ধরনের বিপজ্জনক কাজ করবার জন্যে মহেন্দ্রনাথকে বহু সর্তকতা অবলম্বন করতে হতো। দেশের সবকারের এবং জনতার চোখে ধুলো দেবার জন্যে মহেন্দ্রনাথ হলেন দেশপ্রেমিক। মহেন্দ্রনাথ যে এককালে ইংরাজের কাছে রাজবন্দীদের কাজকর্মের গোপন খবর বিক্রি করেছেন এ কথা সবাই ভুলে গেলো। আন্দামানেব উন্নতিব জন্যে তিনি মুক্ত হস্তে দান-খয়রাত করতে লাগলেন।

জনতার কাছ থেকে বিলিফ ফান্ডেব জন্যে কী করে চাঁদা তুলতে হয় তার কায়দাকানুন মহেন্দ্রনাথ বেশ ভালো করে জানতেন। আন্দামান নির্জন এলাকা। এখানে কয়েক ঘর সিনেমা হল ছাড়া আনন্দ বিনোদনের জন্যে আর কিছুই ছিলো না। মহেন্দ্রনাথ রিলিফ ফান্ডের চাঁদা তোলবাব অজুহাত দিয়ে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করে আনলেন। প্রকাশ্যে সবাই জানলো যে,

মহেন্দ্রনাথ রিলিফ ফান্ডে এবং জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্যে এইসব গান বাজনা জলসার আয়োজন করছেন। কিন্তু পুলিশ ও মহেন্দ্রনাথের বন্ধুরা যদি ব্যাপারটি আর একটু তলিয়ে দেখতেন তাহলে জানতে পারতেন যে রিলিফ ফান্ডের চাঁদা তোলাটা ছিলো বাহানা --- অজুহাত। মহেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শিল্পী নিয়ে আসবার কারণ দিয়ে সম্প্রতি দ্বীপে কিছু ক্যাবারে ড্যান্সার আমদানি করতে শুরু করছিলেন। এইসব নর্তকীরা গোপনে মহেন্দ্রনাথের আড্ডায়, তার জেলেডিঙির বন্ধুদের আমোদের জন্যে নাচগান হৈ-হল্লা করতো। নর্তকীরা কলকাতা থেকে আসবার সময় গোপনে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসতো। আর এইসব বিদেশী মুদ্রা মহেন্দ্রনাথ আফিমের দাম হিসেবে জেলেডিঙির কর্তাদের দিতেন। শুধু তাই নয়। নর্তকীরা আন্দামান থেকে কলকাতায় চলে যাবার সময় আবগারী বিভাগের কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কখনও মুক্তো কখনও হেরোনের প্যাকেট নিয়ে যেতেন। মহেন্দ্রনাথের এই গোপন কাজকর্মের খবরাখবর কেউ জানতো না।

রায়সাহেব কেদারনাথের মেয়ে লীলা দেবীকে মহেন্দ্রনাথ বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বিবাহিত দাম্পত্যজীবন সুখের ছিলো কিনা সেকথা কেউ জানতো না। বিবাহের প্রথম দিন থেকে স্বামী স্ত্রী পৃথক পৃথক থাকতেন। লীলা দেবী ছিলেন অতি ধর্মপরায়ণা। তিনি স্বামীর আসল কাজকর্মের কোন খবরাখবর রাখতেন না। রাখবার প্রয়োজন মনে করতেন না। কারণ তাঁর সময় কাটতো পুজো এবং আরাধনা নিয়ে। স্ত্রীকে ব্যস্ত রাখবার জন্যে মহেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি ছোট মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই মন্দিরের আরাধনায় দ্বীপের অনেক ভক্ত আসতো। মাঝে মাঝে মন্দিরে গীতা পাঠ করা হতো।

মহেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান তাঁর ছেলে অতুল দিল্লীতে রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সের বেশ বড়ো কর্মচারী ছিলো। অতুল পরীক্ষায় পাস করে এই কাজ পেয়েছিলো এবং মহেন্দ্রনাথের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে তাঁর ছেলে হবে ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। না, ছেলেকে তিনি তাঁর ব্যবসায় ঢোকাতে চান না। ব্যবসা বড়ো নোংরা কাজ। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের শত্রুরা বলতো যে মহেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন শুধু গোপনে অবৈধ ব্যবসা করবার জন্যে। আর পুলিশ রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্স বিভাগে তাকে ঢোকাবার উদ্দেশ্য ছিলো যেন বিপদে পড়লে অতুল তার বাবাকে সাহায্য করতে পারে।

অতুল অল্প বয়েস থেকে উত্তরপ্রদেশে কনভেন্ট স্কুলে পড়াশুনা করেছে। হোস্টেলেই তার সারা জীবন কেটেছে। ছুটির সময় অতুল আন্দামানে আসতো এবং দ্বীপের চারদিকে মহেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত কর্মচারী তারাপদকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। কখনও ডিঙি করে তারাপদর সঙ্গে সমুদ্রে ঝিনুক তোলা দেখতে যেতো। দু' একবার বড়ো ঢেউতে তার ডিঙি উল্টে গিয়েছিলো বটে কিন্তু তারাপদ ঢেউর হাত থেকে তার জীবন রক্ষা করেছিলো। অতুল প্রকাশ্যে তারাপদকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা না জানালেও মনে মনে তারাপদর সাহস বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করতো। কলেজ থেকে বেরিয়ে অতুল প্রথমে ঠিক করেছিলো সে কোন কমার্শিয়াল কোম্পানীর পাইলট হবে। দিল্লীর ফ্লাইং ক্লাবে কিছু দিন ট্রেনিং নিয়েছিলো এবং বেশ কয়েক ঘন্টা প্লেন নিয়ে আকাশে ওড়বার পর অতি সহজে অতুল 'এ' লাইসেন্স পেলো। এবার অতুল ' বি ' লাইসেন্স নেবার জন্যে একটি প্রাইভেট ফ্লাইং কোম্পানীতে যোগ দিলো। আর এই কোম্পানীর প্লেনে অতুল 'কো' পাইলট হিসেবে কাজ করতো।

লীলা দেবী প্রথমে জানতে পারেন নি যে, তাঁর ছেলে প্লেনের পাইলট হবার চেষ্টা করছে। তিনি যখন তাঁর একমাত্র সন্তান অতুলের পাইলট হবার কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি কান্নাকাটি এবং ঠাকুরের কাছে মানত করতে শুরু করলেন। অতুল তার মাকে কষ্ট দিতে চায় নি। তাই প্লেনেব পাইলট হবার সংকল্প ত্যাগ করে সরকারী চাকুরির প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সের দপ্তরে যোগ দিলো। অতুলের কাজ ছিলো যারা কাস্ট মসকে ফাঁকি দেয়, স্মাগলিং কাজ করে কিংবা বিদেশী মুদ্রা নিয়ে চোরাকারবার করে তাদের গ্রেফতার করা। অতুল সরকারী চাকুরি পাবার পর লীলা দেবী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মহেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুটা গর্ববোধ করলেন। তাঁর ছেলে অতুল যে কৃতিত্বের সঙ্গে সর্ব ভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এইটে সত্যি গৌরবের কথা।

কিন্তু যখন অতুলের কাজকর্মের পুরো ফিরিস্তি জানলেন তখন তাঁর মনে কিছুটা ভয় আতঙ্ক হলো। অতুল কী তার কাজকর্মের আভাস পাবে। অসম্ভব, অতুল দিল্লীতে কাজ করে। মহেন্দ্রনাথ আন্দামান দ্বীপে বসে অবৈধ কাজ করছেন। তার কাজের আভাস অতুল কখনই পাবে না। বরং অতুল পুলিশ দপ্তরে কাজ করলে তিনি বহু সরকারী গোপন তথ্য জানতে পারবেন এবং যদি কখনও বিপদের সম্মুখীন হন তাহলে অতুল নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। হাজার হোক অতুল তাঁর ছেলে।

আন্দামান দ্বীপে মহেন্দ্রনাথের সব চাইতে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর যৌবনের বন্ধু রামকুমার। মহেন্দ্রনাথের ভাষায় রামকুমার শুধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না — বরং রামকুমার ছিলেন তাঁর পরম শত্রু। অথচ প্রকাশ্যে মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমার কখনও ঝগড়া বিবাদ করেন নি এবং তাঁদের আলাপ — আলোচনা শুনলে বোঝা যেতো না যে তাঁদের মধ্যে অহি — নকুল সর্ম্পক রয়েছে।

মহেন্দ্রনাথের মতো রামকুমারও ইংরেজ আমলে আন্দামান দ্বীপে এসেছিলেন। তাঁর এই দ্বীপে আসবার কারণ ছিলো। রাজনৈতিক কাজ করবার সময় মহেন্দ্রনাথ পার্টির যে টাকা নিয়ে ভেগে পড়েছিলেন রামকুমার বন্ধুর কাছ থেকে সে টাকার ভাগ চাইতে এসেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ আন্দামানে চলে আসার পর বেশ কিছুদিন রামকুমার তাঁর বন্ধুর কোন খবর পান নি। অনেক অনুসন্ধান করবার পর তিনি জানতে পারলেন যে, একটি মেয়েকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে মহেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে। কিন্তু রামকুমার মহেন্দ্রনাথের চরিত্র বেশ ভালো করে জানতেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মহেন্দ্রনাথ তাঁর পার্টির সহকর্মীদের এবং রামকুমারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। কারণ আন্দামান দ্বীপে এসে কেউ মহেন্দ্রনাথের নাগাল পাবে না। আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে চোদ্দ বছরের জন্যে নির্জন দ্বীপে নির্বাসন। চোদ্দ বছর পরে মহেন্দ্রনাথ আবার সভ্যসমাজে ফিরে আসবেন। পার্টির ফান্ডের যে টাকা মহেন্দ্রনাথ চুরি করেছেন সেই টাকা তিনি উপভোগ করবেন। অথচ পার্টির টাকা রামকুমারই চুরি করে মহেন্দ্রনাথের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে তার সঙ্গে প্রতারণা করবে এ কথা রামকুমার কখনও কল্পনা করেননি।

মহেন্দ্রনাথ একটি মেয়েকে খুন করে আন্দামানে গিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করতে রামকুমারের মন চাইলো না। রামকুমার ব্রিটিশ সবকারের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে কেউ তাঁকে ধরতে

পারবে না। রামকুমার মনে মনে ঠিক করলেন যে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে চুরির টাকা নিয়ে বোঝাপড়া করবার জন্যে তিনিও আন্দামানে যাবেন।

কিন্তু ইংরেজদের আমলে আন্দামানে ট্যুরিস্ট হিসাবে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। আন্দামানে যাবার একমাত্র উপায় ছিলো ইংরেজের রাজ-অতিথি হয়ে। রামকুমার আন্দামানে যাবার একটি পথ খুঁজে বাব করলেন। তিনি এক রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে ব্রিটিশ সরকারেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন। ইংরেজের পুলিশ এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে জানতে পারলেন যে রামকুমার এবং তার দলের কর্মীরা কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করবাব পরিকল্পনা করেছেন। আদালতের জজের কাছে দাঁড়িয়ে রামকুমার তাঁর দোষ স্বীকার করলেন। বিচারে বামকুমাবের সাজা হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব।

রামকুমার রাজ-অতিথি হয়ে আন্দামানে এলেন।

তাঁর আন্দামানে আসবার একমাত্র নেপথ্য উদ্দেশ্য হলো মহেন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করা।

প্রথমে জেলখানায় রামকুমার তাঁর বন্ধুর অনুসন্ধান কবলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথকে খুঁজে পেলেন না। দু'তিন বছর পবে একদিন যখন অন্যান্য বাজবন্দীদেব সঙ্গে কাজ কবতে বাইবে গিযেছিলেন তখন দেখতে পেলেন যে মহেন্দ্রনাথ তাদের কাজকর্মেব তদ্বির তদারক কবছেন।

রামকুমার বেশ কিছুক্ষণ মহেন্দ্রনাথের মুখেব পানে তাকিযে ছিলেন। তাঁর চোখে কৌতূহল বিস্ময়ের দৃষ্টি দেখে তাঁর সহকর্মী এক বন্ধু জিজ্ঞেস কবলো : কী ব্যাপাব! অমনভাবে লোকটাব মুখের পানে তাকিয়ে আছো কেন? লোকটাকে চেনো নাকি?

চিনি -- নিজেব মনেব বাগ চাপতে চাপতে বামকুমাব জবাব দিলো। ওব নাম দুর্গাপ্রসাদ।

সহকর্মী বন্ধু খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো : তাহলে তুমি ওকে চিনতে ভুল করেছ। লোকটার নাম মহেন্দ্রনাথ। লোকটি কর্তৃপক্ষের খুব পেয়ারের।

তারপর গলার স্বর নীচু করে বললো : তাহলে ও লোকটা হলো সাক্ষাৎ শযতান। ও হলো ব্রিটিশ সরকারের ইনফর্মার। আমাদের কতো কমরেডকে যে, ও কর্তৃপক্ষেব কাছে ধবিযে দিযেছে তাব হিসেব দিতে পারবো না। আমি জানি জেলের বন্দীদের গোপন আলাপ -- আলোচনাব খবর কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে।

সেদিন মহেন্দ্রনাথও রামকুমারকে চিনতে পেরেছিলেন। রামকুমাবকে তিনি যে আন্দামানে দেখতে পাবেন এ ছিলো তাঁর কল্পনা এবং চিন্তাশক্তির বাইরে। কী করে রামকুমার আন্দামানে এলো? অবশ্যি রামকুমাব যে তাঁরই সন্ধানে আন্দামানে এসেছে এ কথা আন্দাজ অনুমান করতে তাঁর একটুও অসুবিধে হলো না। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ জানেন যে আজ রামকুমার তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ রামকুমার আন্দামানে সামান্য রাজবন্দী। আর মহেন্দ্রনাথ হলেন কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র সুপারভাইজার। তবু সর্তক হওয়া ভালো।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্রনাথ বেশ বিচলিত মন নিয়ে ফিরছিলেন। ভাবছিলেন কী করবেন? তিনি কী কলকাতায় ফিরে যাবেন? অসম্ভব। জেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছে যে চোদ্দ বছর তিনি আন্দামানে কাটাবেন। তবে এ কয়েকটা বছর তিনি জেলখানার বাইরেই জীবন কাটাতে পারবেন। আর আন্দামানে তাঁর থাকবার আর একটি বিশেষ গৌণ কারণ ছিলো। আর সেই গৌণ কারণটি হলো রমা।

রমা জেলখানার মাল সাপ্লাই-এর কনট্রাক্টর ব্রজমাধবেব মেয়ে। দেখতে সুন্দরী আকর্ষণীয়া। তার দেহসৌন্দর্য মহেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ এবং দগ্ধ করেছিলো, মহেন্দ্রনাথ বমা এবং তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি রমাকে বিয়ে করবেন।

কথাটা মহেন্দ্রনাথ হয়তো লঘুমনে বলেছিলেন। কারণ সামান্য এক জেল কনট্রাক্টরের মেয়েকে বিয়ে করবার তাঁর কোন ইচ্ছে বা অভিপ্রায় ছিলো না। শুধু এই নির্জন নির্বাসিতের দেশে সময় কাটাবার জন্যে ব্রজমাধবের বাড়িতে যেতেন। সেখানে রমার সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। দু'একবার রমার সরল মনের সুযোগও নিয়েছেন। রমার মনে একবারও সন্দেহ আসে নি যে মহেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে প্রতারণা করবেন।

একদিন রাত্রিবেলায় মহেন্দ্রনাথ কনট্রাক্টর ব্রজমাধবের বাড়িতে গেলেন। আন্দামান দ্বীপে তিনি শুধু ব্রজমাধবেব সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেন। ব্রজমাধবকে তিনি বলেছিলেন যে রাজনৈতিক হত্যা করবাব জন্যে তাকে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তিনি যে অন্য কারণে আন্দামানে এসেছিলেন এ কথাটি ব্রজমাধব এবং রমাব কাছ থেকে গোপন বেখেছিলেন।

কী ব্যাপার দুর্গাপ্রসাদ ? তোমার মুখ অতো গোমড়া কেন? কৌতূহলী হযে ব্রজমাধব মহেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন। ব্রজমাধবের কাছে মহেন্দ্রনাথ তার আসল নাম বলেছিলেন।

আজ ব্রজমাধবেব মুখে দুর্গাপ্রসাদ নাম শুনে মহেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। তার মনে হলো তিনি যেন বামকুমারেব কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন।

কী বলছো বামকুমাব --- অন্যমনস্ক হযে মহেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন।

রামকুমার ? তুমি কাব নাম বলছো দুর্গাপ্রসাদ। ধুরন্ধর ব্রজমাধব বুঝতে পাবলেন যে আজ মহেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হযে তাব কোন পরিচিত লোকের নাম উচ্চাবণ করেছে। লোকটি কে? নিশ্চয় এই লোকটির সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক আছে?

ব্রজমাধবের প্রশ্ন শুনে মহেন্দ্রনাথ যেন চেতনা ফিবে পেলেন। বুঝতে পারলেন যে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে একটি বেফাঁস কথা বলেছেন। ব্রজমাধবের মনের ঔৎসুক্য মেটাবার জন্যে তার কাছে কিছুটা [illegible] গোপন কথা বলতে হবে। শুধু তাই নয়, তিনি ব্রজমাধবেব সাহায্য নিয়ে বামকুমারের আন্দামানে আসল গূঢ় উদ্দেশ্য জেনে নেবাব চেষ্টা করবেন।

ব্রজমাধব তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। এব আগে কখনও কাউকে একথা বলিনি। আমার এক বাজনৈতিক বন্ধু সম্প্রতি আন্দামানে এসেছেন।

কী নাম?

বামকুমার। আজ যখন রাজবন্দীরা বাইরে মাঠে কাজ করছিলো তখন আমি তাকে দেখতে পেয়েছি।

তোমার পুবানো পার্টি কমরেড। তাহলে তুমি চিন্তা করছো কেন? বরং পুরানো বন্ধু এসেছে। বড়ো আনন্দেব কথা।

রামকুমারকে আমি আন্দামানে দেখে খুশী হই নি। আমি জানি রামকুমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই দ্বীপে এসেছে।

সেই অন্য উদ্দেশ্য কী? ব্রজমাধব তার মনের কৌতূহল ব্যক্ত করলেন।

লোকটি আমাব সন্ধানে এই দ্বীপে এসেছে। তুমি জানো ব্রজমাধব, ব্রিটিশ শাসনেব যুগে ান্দামানে সবকাবি কাজ কিংবা বাজবন্দী না হলে আসা সম্ভব নয। তাই বামকুমাব কোন গুরুতব াজনৈতিক অপবাধেব অজুহাতনিযে আন্দামানে এসেছে। কিন্তু আমি জানি বামকুমাব আমাব সন্ধানে খানে এসেছে। পুবানো বাজনৈতিক ঝগডাব মীমাংসা কববাব জন্যে।

বাজনৈতিক ঝগড়া।

এবাব মহেন্দ্রনাথ পার্টিব ফান্ডেব টাকা চুবিব কথা গোপন কবে গেলেন। ব্রজমাধবেব মনেব কৌতূহল মেটাবাব জন্যে একটি মিথ্যে কথা বললেন . হ্যাঁ, আন্দামানে আসবাব আগে আমাব বামকুমাব বং ওব পার্টিব সদস্যদেব সঙ্গে নীতি নিযে ঝগডা বিবাদ হয। ওদেব মনেব সন্দেহ ছিলো যে আমি ার্টিব গোপন খববাখবব ব্রিটিশ সবকাবেব পুলিশেব কাছে দিচ্ছি। ওদেব কযেকজন বড়ো বড়ো াতা গ্রেফ্তাব হবাব পব ওদেব এই সন্দেহ আবো দৃঢ হলো। ওবা কলকাতায আমাকে খুন কবতে চযেছিলো। কিন্তু আমাব নাগাল পাযনি। ওবা আমাকে ধববাব আগে ইংবেজ পুলিশ বাজনৈতিক 'পবাধে আমাকে গ্রেফ্তাব কবে এবং আন্দামানে নির্বাসিত কবে। তাবপব থেকে পার্টিব বন্ধুবা ামাকে খুঁজে বাব কববাব চেষ্টা কবছে। আমি সন্দেহ কবছি আমাকে খুঁজে বাব কববাব জন্য ামকুমাব এই আন্দামান দ্বীপে এসেছে।

বেশ, বলো আমাকে কী কবতে হবে? ব্রজমাধব জিজ্ঞেস কবলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা কবলেন মহেন্দ্রনাথ। তাবপব বললেন - জেলেব কন্‌ট্রাক্টব হিসেবে জেলখানায যাবাব এক্তিযাব তোমাব আছে। তুমি জেলখানায গিযে বামকুমাবকে জিজ্ঞেস কববে ান্দামানে কী উদ্দেশ্যে এসেছে?

ামকুমাবেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবতে বেশ কিছুদিন সময নিলো। ইতিমধ্যে ব্রজমাধবেব মেযে মাব সঙ্গী মহেন্দ্রনাথেব প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ হযেছিলো। তাদেব বন্ধুত্ব নিযে পাড়ায খবোচক আলোচনা শুরু হযেছিলো। একদিন ব্রজমাধব মহেন্দ্রনাথেব সঙ্গে বমাব বিযেব প্রস্তাব বলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ চুপ কবে বইলেন। বললেন ভেবে দেখবো।

এই ঘটনাব কিছুদিন পবে আবাব ব্রজমাধব মহেন্দ্রনাথেব সঙ্গে দেখা কবলেন। বললেন াড়ায বমাব সঙ্গে তোমাব মেলামেশা নিযে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আমাব মনে [illegible] আব দে ব বা উচিত হবে না।

মহেন্দ্রনাথ ম্লান হাসলেন। বললেন ঃ বিযে। তুমি বলছো কী ব্রজমাধব। আন্দামানে থাকাকালীন ামাব পক্ষে বিযে কবা অসম্ভব।

এবাব ব্রজমাধবেব ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি চীৎকাব কবে বললেন — বমাকে তোমাব বিযে বতে হবে। নইলে পাড়ায আমি এবং বমা মুখ দেখাতে পাববো না।

মহেন্দ্রনাথেব মুখ গম্ভীব হলো। তিনি বেশ একটু ধমকেব সুবে বললেন আমাকে তুমি র্গাপ্রসাদ বলে ডেকো না। দুর্গাপ্রসাদ মবে গেছে। আন্দামানে আমি মহেন্দ্রনাথ নামে পবিচিত। আব মাকে আমি বর্তমানে বিযে কবতে পাবি না। আমাব কর্তাবা মানে ইংবেজ সবকাব এ বিযেতে াপত্তি কববেন। ওঁবা আমাকে স্পষ্ট বলেছেন যতদিন আমি আন্দামানে থাকবো ততদিন আমাব

কাজকর্মের ব্যাঘাত যেন না হয়। আর বর্তমানে বিয়ে করলে আমার কাজে ব্যাঘাত হবে। বিয়ে অসম্ভব।

তুমি শয়তান দুর্গাপ্রসাদ। তুমি আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছ। তুমি জানো রমা অন্তঃসত্ত্বা ব্রজমাধব কিছুটা উত্তেজিত, কিছুটা হতাশার সুরে বলে উঠলেন।

এর জন্যে তোমার মেয়ে দায়ী। আমি নই। এক্ষুনি বিয়ে করে আমি আমার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিতে পারি না।

ব্রজমাধবের মুখ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বেরুলো না। মহেন্দ্রনাথ তার মেয়ের জীব নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলবে কখনই তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। রমা অন্তঃসত্ত্বা। এখন তিনি ক করবেন। হঠাৎ তাঁর রামকুমারের কথা মনে পড়লো। কিছুদিন আগে রামকুমারের সঙ্গে তাঁর জেলখানা দেখা হয়েছিলো। রামকুমারের কাছে তিনি দুর্গাপ্রসাদের অতীত জীবনের আভাস পেয়েছেন। দুর্গাপ্রসা অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ পার্টির ফান্ডের টাকা চুরি করে আন্দামানে এসে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। দুর্গাপ্রসা আসলে ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ইনফরমার। রাজনৈতিক দলের গোপন খবরাখবর ইংরেজ পুলিশে কাছে বিক্রি করতেন।

দুর্গাপ্রসাদ --- তুমি কে আমি জানি। রামকুমার আমাকে বলেছে যে তুমি ওদের দলে পার্টির ফান্ড চুরি করেছ। শুধু তাই নয়, দুর্গাপ্রসাদ। তুমি হলে ব্রিটিশ সরকারের ইনফরমার এজেন্ট কলকাতায় থাকাকালীন তুমি পার্টির খবর পুলিশের কাছে বিক্রি করেছ। আন্দামানের জেলখানা বন্দীদের খবর তুমি জেলারকে দিচ্ছো। শেষের খবরটি আমি জানি। যদি তুমি রমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার না করো তাহলে রামকুমার এবং রাজবন্দীদের কাছে তোমার মুখোশ খুলে দিতে হবে। আর তার পরিণাম কী হবে তুমি জানো?

মহেন্দ্রনাথের মুখে শয়তানের হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছো। না, আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছুই করাতে পারবে না। রমার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। আমার মনে হয় ডাক্তার ডেকে অ্যাবরশন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

স্কাউনড্রেল, শয়তান, তুমি বেরোও আমার বাড়ি থেকে। গেট-আউট, গেট-আউট — ব্রজমাধব চীৎকার করে বললেন।

মহেন্দ্রনাথ বিপদের আশঙ্কা করলেন। পরিস্থিতি আরো গুরুতর হবার আগেই তিনি ব্রজমাধবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন মহেন্দ্রনাথ সর্তক রইলেন। তার মন বলতে লাগলো ব্রজমাধব প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। আজ ব্রজমাধব তার জীবনের অনেক গুপ্ত রহস্য জানেন। শুধু তাই নয়, আর মহেন্দ্রনাথের জন্য ব্রজমাধবের কন্যা রমা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে --- আর কুমারী কন্যার বিবাহের আগে সন্তান হওয়ার কী পরিণাম হবে একথা কল্পনা করতে মহেন্দ্রনাথের অসুবিধে হলো না। পাড়া রমার দুর্নাম হবে। কিন্তু যদি ব্রজমাধব পাড়া প্রতিবেশীদের বলেন তার কন্যার সর্বনাশের জন্য মহেন্দ্রনাথ দায়ী তাহলে আন্দামান শহরে আর এক মুহূর্তও মহেন্দ্রনাথ টিকতে পারবেন না --- সম

াকতে সাবধান হওয়া ভালো। ব্রজমাধবের মুখ বন্ধ করতে হবে। ব্রজমাধব যেন রামকুমার এবং ন্যান্য রাজবন্দীদের কাছে না বলতে পারে যে মহেন্দ্রনাথ আন্দামানের জেনারেল ইনফরমার।

আর ব্রজমাধবের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হলো তাকে পৃথিবী থেকে বানো। কী করে এই কাজটি করা যায় এইটি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন রাত আটটার পর ব্রজমাধব সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরছিলেন। মেয়ে মার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মন চিন্তা-মগ্ন ছিলো। তিনি কী করবেন? রমার কী অ্যাববশন করাবেন- । তিনি মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করাবেন। ব্রজমাধব জানতেন যে মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিশ কেস করে কোন ফল হবে না। কারণ মহেন্দ্রনাথ হলেন ব্রিটিশ সরকারের পোষ্যপুত্র। পুলিশ কস ধামাচাপা দেবে।

হঠাৎ ব্রজমাধবের চিন্তায় বাধা পড়লো। তিনি দূর থেকে একটি ট্রাকের তীব্র আলো দেখতে পলেন। ট্রাকটি যে তার পানে এগিয়ে আসছে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছে এটা বুঝতে জমাধবের কোন অসুবিধে হলো না। ট্রাকটি তাকে নিশ্চয় খুন করবার চেষ্টা করবে।

ব্রজমাধবের সন্দেহ অমূলক ছিলো না। কারণ ব্রজমাধব ট্রাকের হাত থেকে রেহাই পাবার ন্যে সমুদ্রের ধার দিয়ে দৌড়ুতে লাগলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তিনি দৌড়ুতে পারলেন না। মাটিতে মড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। ট্রাকটি তার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেলো।

সেদিন অন্ধকারে যদি কেউ ট্রাকের ড্রাইভারটিকে দেখতে পেতো তাহলে তাকে চিনতে সুবিধে হতো না।

ট্রাকের ড্রাইভার ছিলেন মহেন্দ্রনাথ। যদিও মহেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে সেদিনকার ঘটনাব কান সাক্ষী ছিলো না তবু আন্দামান শহরের আর একজন লোক এই ট্রাকের ড্রাইভার এবং কী করে জমাধবকে হত্যা করা হলো তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিলো: উদয়চাঁদ। তিনি ইলেন আন্দামান শহরের একজন অখ্যাতনামা উকীল। জেলেব কন্‌ট্রাক্টর এবং মহেন্দ্রনাথ দুজনেই াব পরিচিত ছিলো।

উদয়চাঁদ পুলিশের কাছে গিয়ে কোন বক্তব্য পেশ করেন নি কিংবা এই খুনের সঙ্গে যে হেন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছেন সে কথা বলেন নি। এমনকি তার মনে কখনও জাগে নি যে ব্রজমাধবকে যভাবে খুন করা হলো সে কাহিনী পুলিশের কাছে বলে কিংবা বাজারে প্রচার করে কোন অর্থলাভ রবতে পারবেন।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর মহেন্দ্রনাথ যখন আন্দামান দ্বীপের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হিসেবে গণ্য হলেন সেদিন তিনি বুঝতে পারলেন যে সেই রাত্রের ঘটনার মূল্য হলো াঁচ লাখ টাকা। তিনি পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথের কাছে এই খবর পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করতে চয়েছিলেন। কিন্তু উদয়চাঁদের মুখবন্ধ করবার জন্যে তাকে তার কোম্পানীর অংশীদার হিসেবে াহণ করেন।

আর একজন লোক ব্রজমাধবের হত্যার কারণ আন্দাজ অনুমান করতে পেরেছিলো। তিনি ইলেন রামকুমার।

জেলখানায় থাকাকালীন ব্রজমাধব গোপনে রামকুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তার

কাছে মহেন্দ্রনাথের সব কথা খুলে বলেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ যে তার মেয়ে রমার সর্বনাশ করেছে একথা বলতে ব্রজমাধব সংকোচ বোধ করেন নি। রামকুমার ব্রজমাধবের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছিলেন যে জেলের কনট্রাক্টরের সাহায্য নিয়ে তিনি পালিয়ে যাবেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা সফল হয় নি কারণ রামকুমারের সঙ্গে আলোচনার কিছুদিন পরেই ব্রজমাধবকে হত্যা করা হয়। রামকুমার আর কখনও ব্রজমাধবকে দেখতে পান নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে রামকুমার ব্রজমাধবের অনুসন্ধান করেছিলেন। খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলেন যে, বেশ কয়েক বছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে ব্রজমাধবের মৃত্যু হয়। মোটরগাড়ির ড্রাইভারকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আর বাবার মৃত্যুর পর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রমা আন্দামান ত্যাগ করে নিকোবর দ্বীপে চলে গিয়েছিলো। সেইখানে তার একটি সন্তান হয়।

রামকুমার নিকোবর দ্বীপে গিয়ে ব্রজমাধবের কন্যার অনুসন্ধান করেন। লোক পরম্পরায় তিনি শুনতে পেলেন যে ছেলে জন্মাবার পর রমাকে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছে। সবাই প্রশ্ন করছে ছেলের বাবার নাম কী? রমার বাবা কোথায়? সরলা ভীরু রমা এইসব জটিল প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে নি কিংবা জবাব দেবার চেষ্টা করে নি। কিছুদিন পরে পাড়ার এক দুষ্কৃতিকারী রমার বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে রমা এবং তার ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিলো না। ছেলের বয়স ছয় কিংবা সাত। লোকটি নির্জনতার সুযোগ পেয়ে রমাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলো। রমার চীৎকার শুনে তার ছেলে দৌড়ে আসে। মার বিপদ দেখে ছেলে শয়তান লোকটির হাত থেকে মাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সহজে পারে নি। কিন্তু যখন দেখতে পেলো লোকটি তার মার মুখ চেপে ধরেছে তখন রমার সাত বছরের শিশু একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে শয়তান লোকটিকে খুন করে। খুনের পর রমার শিশুসন্তান দৌড়ে পালিয়ে যায়। অনেক্ষণ রমা সে জায়গায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলো। যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে দেখতে পেলো যে একটি রক্তাক্ত দেহের পাশে শুয়ে আছে।

এ ঘটনার পর আর কেউ রমার হদিস পায় নি। রমার শিশুসন্তানও নিখোঁজ হলো।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। দেশের শুধু রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হলো না ..সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে নতুন ঢেউ এলো। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা অগ্রগামী ছিলেন কিংবা যারা দেশ-সেবার জন্যে আন্দামান দ্বীপে কর্কশ কঠোর জীবন অবলম্বন করেছিলেন তাদের দান, সেবার কথা প্রায় সবাই ভুলতে চললো। দেশে এলো নতুন পলিটিসিয়ান নতুন সমাজসেবী ... আর বিজনেসম্যান, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার।

আন্দামান দ্বীপে এ নতুন দলের নেতা হলেন মহেন্দ্রনাথ। আর মহেন্দ্রনাথের ডান হাত হলেন উদয়চাঁদ।

রামকুমার দেশে ফিরে এসেছিলেন। বাস্তব কর্কশ জীবনে ধাক্কা সামলে নিতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। কিন্তু পরে ব্যবসা করে তিনি কিছু পয়সা করেছিলেন। তাঁর ব্যবসা যখন জমজমাট হয়ে উঠলো তখন কনট্রাক্টরীর কাজ নিয়ে তিনিও আন্দামান দ্বীপে এলেন।

কিন্তু আন্দামান দ্বীপে ফিরে আসবার একটা অন্য উদ্দেশ্য ছিলো। যৌবনেব বন্ধু দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করা।

আন্দামান ছোট দ্বীপ।

• এখানে মহেন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করা কষ্টকর কাজ ছিলো না। রামকুমার মহেন্দ্রনাথের সন্ধান পেলেন বটে কিন্তু তিনি তাকে তার হাতের নাগালের কাছে পেলেন না। কারণ মহেন্দ্রনাথ দ্বীপের একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। দেশের নতুন সরকারের কাছে মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন অস্পষ্ট, অজ্ঞাত। বরং সরকার তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বড়ো সবকারী সমিতি জনকল্যাণ কমিটির পৃষ্ঠপোষক। অনেক চিন্তা-ভাবনাব পব রামকুমার ঠিক কবলেন যে প্রবঞ্চক অর্থলোভী মহেন্দ্রনাথের মুখোশ সমাজে দশজনার কাছে খুলে দিতে হবে। আন্দামান দ্বীপে তিনি হবেন মহেন্দ্রনাথেব ব্যবসাব প্রতিদ্বন্দ্বী।

রামকুমার আন্দামান দ্বীপে জেনসন অ্যান্ডনিক্‌সন কোম্পানী নামে একটি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা খুললেন। তাঁর ব্যবসার ডান হাত হলো জেলখানার প্রাক্তন ওয়ার্ডার আব্দুল।

রামকুমার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মেয়ে ছবি ইউনিভারসিটিতে পড়ে। আব একটি ছেলে দুলাল স্কুলে পড়তো। রামকুমার তাঁর পরিবারকে আন্দামানে নিয়ে আসেন নি। কারণ তাঁর বক্তব্য ছিলো যে আন্দামানের জীবন অতি কঠোর। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা কববাব মতো ভাল স্কুল কলেজ নেই। তাই ছবি, তার ভাই এবং বামকুমারের স্ত্রী কলকাতায় থাকতো। মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজকর্ম নিয়ে তিনি কলকাতায় আসতেন। প্রাক্তন বাজনৈতিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁব দেখা হতো। অনেকে তাঁকে মহেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞেস কবেছে। কিন্তু রামকুমাব এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। তিনি বন্ধুদের কাছে বলেন নি যে মহেন্দ্রনাথ আজও বেঁচে আছেন। না মহেন্দ্রনাথ শুধু জীবিত নন তিনি আন্দামান দ্বীপেব একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আব দ্বীপেব এই গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কী করে জালে ফেলা যায় এইটে ছিলো বামকুমারেব স্বপ্ন, ধ্যান চিন্তা .. বিশ্বাসঘাতক মহেন্দ্রনাথ। পার্টির ফান্ডের চাঁদা আর রিলিফ ফান্ডের টাকা চুবি করে যে আজ সমাজে বড়ো হয়েছে তাব আসল রূপ চরিত্রকে সবার কাছে তুলে ধবতে হবে। শুধু তাই নয় রামকুমার জানেন যে ইংবেজেব শাসনকালে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারেব ইনফবমার। জেলখানার রাজনৈতিক বন্দীদের গোপন শলাপরামর্শ আলোচনার খবব তিনি ব্রিটিশ জেলারের কাছে দিতেন। আর একটি রহস্য সমাধানেব জন্য রামকুমার উদ্‌গ্রীব ছিলেন। জেলের কনট্রাক্টর ব্রজমাধবকে হত্যা কবেছিলো কে ? হত্যার আগের দিন ব্রজমাধব এসে তার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলো যে মহেন্দ্রনাথ ওবফে দুর্গাপ্রসাদ তার মেয়েব সর্বনাশ করেছিলো। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে নিকোবর দ্বীপে পালিয়ে গিয়েছিলো। অবৈধ সন্তান প্রসবের জন্যে তাকে পাড়ায় বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিলো।

আন্দামান দ্বীপে পৌঁছে রামকুমার ব্রজমাধবের মেয়েব খোঁজ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোন খোঁজখবর তিনি পান নি। শুধু একটি খবর পেয়েছিলেন যে, পাড়ায় একজন লোক তাকে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু পরে দেখা গেলো যে লোকটির মৃতদেহ পড়ে আছে। হত্যাকারী কিংবা ব্রজমাধবের মেয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমনকি ব্রজমাধবের নাতিব খবর কেউ রামকুমারকে দিতে পারলো না। বামকুমার সন্দেহ করলেন নিজের কলঙ্ককে চাপা দেবার জন্যে

মহেন্দ্রনাথ হয় ব্রজমাধবেব মেয়েকে এবং নাতিকে খুন করেছেন কিংবা কোথাযও লুকিয়ে রেখেছেন। তাদের খুঁজে বার করবার জন্যে রামকুমার এবং আব্দুল আন্দামান নিকোবর দ্বীপের সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে তল্লাসী করেছেন কিন্তু তাদের কোন হদিশ পাওয়া গেলো না।

এই অনুসন্ধান সময় রামকুমার জানতে পারলেন যে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির মুখোশ পরে মহেন্দ্রনাথ চোবাকারবার কবছেন। আর এই চোবাকারবাব হলো ঝিনুক থেকে মুক্তো বার করে সরকারের অজ্ঞাতসারে সেই মুক্তো বিদেশে পাচাব করা, আর বর্মা থেকে আফিম স্মাগল করে নিয়ে এসে কলকাতায় পাচার করা। শুধু তাই নয়। মহেন্দ্রনাথ আজকাল আন্দামানের কাছের একটি ছোট দ্বীপে আফিমের চাষ করছেন।

কিন্তু রামকুমার তার মনের সন্দেহ প্রমাণ করবার জন্যে কোন তথ্য বা প্রমাণ খুঁজে পেলেন না। কারণ দু'একবার তিনি উড়ো চিঠি লিখে পুলিশকে মহেন্দ্রনাথেব গোপনীয় কাজকর্মের আভাস দিয়েছিলেন। প্রথমে পুলিশ এইসব উড়ো চিঠিতে বিশ্বাস করে নি। কারণ তারা জানতেন যে মহেন্দ্রনাথ হলেন দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভ্য। তিনি দেশের হিতের জন্যে অজস্র টাকা দান --- খয়রাত কবেছেন। আর শুধু তাই নয়। তাঁর ছেলে অতুল রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সরকারী মহলে ন্যায় এবং সততার জন্যে অতুল যথেষ্ট সুনাম কিনেছিলো। দিল্লীর বড়োকর্তারা অতুলকে বিশ্বাস করতেন। কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে কাউকে দরকার হলে তাঁরা অতুলকে সেই কাজের ভার দিতেন।

কিছুদিন পরে রামকুমারের লেখা বেনামী চিঠি দিল্লীব কর্তারাও পেতে শুরু করলেন। চিঠিতে লেখা ছিলো যে আন্দামান দ্বীপে শযতানেব স্মাগলাবদের আড্ডাখানা তৈবি হচ্ছে। বিদেশ থেকে আফিম স্মাগল করে সেই মাল বিভিন্ন উপায়ে কলকাতায় পাচাব করা হচ্ছে। আর স্মাগল করছেন মহেন্দ্রনাথ।

বেনামী চিঠিতে মহেন্দ্রনাথের কাজকর্মের আভাস পেয়ে দিল্লীর কর্তারা বিচলিত হলেন। আন্দামানকে সরকার একটি সুন্দর দ্বীপে পবিণত করতে চান। দ্বীপের অধিবাসীদেব উন্নতিব জন্যে দেশের সবকার অনেক জনহিতকর পরিকল্পনার কাজ শুরু কবেছেন। তাঁরা আন্দামান দ্বীপে পাপের আড্ডাখানা তৈরি করতে চান না। যেমন করে হোক আন্দামান দ্বীপের আইনবিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে। সবকার রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সের কর্তাদের আন্দামান দ্বীপের পাপ --- কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ সরকারের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিলেন।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর ইনফরমারদেব কাছ থেকে এইসব উড়ো চিঠির খবর পেয়েছিলেন। তিনি এই খবর পেয়ে আতঙ্কিত হলেন না। কারণ দেশের জনসাধারণ এবং সরকারকে কী কবে হাতের মুঠোয় রাখতে হয় তার কলাকৌশল মহেন্দ্রনাথের জানা ছিলো। উড়ো চিঠির খবর পাওয়া মাত্র তিনি প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে মোটা টাকা চাঁদা দিলেন। স্কুল হাসপাতাল বানাবার জন্যে টাকা দিলেন। আর শুধু তাই নয়। তিনি কাগজে এক বিবৃতি দিলেন যে সম্প্রতি আন্দামানে একদল ব্যবসায়ী এসেছে যাদের কাজ হলো স্মাগলিংএর ব্যবসা কবা। তিনি সরকারকে সর্তক হতে বললেন। আর এইসব স্মাগলারদের ধরবার জন্যে তিনি একটি বেসরকারী কমিটি গঠন করলেন। বলা বাহুল্য এই কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ছিলো মহেন্দ্রনাথের অনুগত লোক।

নিজের দপ্তরে বসে মহেন্দ্রনাথ ভাবছিলেন কী করে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধু রামকুমারকে জব্দ করা যায়। তিনি জানেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে রামকুমার এই দ্বীপে এসেছে। রামকুমার তাঁব অতীত জীবনের স্মৃতি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান। তিনি বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে বেইমানী করেছেন। আন্দামানে ব্যবসা করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য নয় তাঁর মুখোশকে খুলে ধরাই হলো প্রধান কাজ। মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করলেন যে কোনপ্রকারে তিনি রামকুমাবেব উদ্দেশ্যকে সফল হতে দেবেন না। রামকুমারকে ঘায়েল করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে খুন করতে কোন আপত্তি কিংবা সঙ্কোচ তাঁর নেই।

আর রামকুমারকে খুন করতে পারে তাঁর অতি বিশ্বস্ত অনুগত সহচর তারাপদ।

তারাপদর কথাতেই মহেন্দ্রনাথেব পুবানো স্মৃতি মনে পড়লো। বেশ কযেক বছ্ব আগের কথা। স্থানীয় সংবাদপত্রে তিনি একটি খুনের সংবাদ পড়েছিলেন। একটি বারো বছবেব ছেলে জুযাখেলাব এক সর্দারকে খুন করেছিলো। সংবাদটি পড়ে মহেন্দ্রনাথ তাঁর উকীল এবং ব্যবসাজীবনের অংশীদার উদয়চাঁদকে স্মরণ করলেন।

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে উদয় --- হাতের কাগজটি দেখিয়ে মহেন্দ্রনাথ বললেন।

সংবাদটির উপর চোখ বুলিয়ে উদয়চাঁদ মনের খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা কবলেন: কী ব্যাপার মহেন্দ্রনাথ ? হঠাৎ খুনী আসামীর কাহিনী পড়ে তুমি বিচলিত হলে কেন ?

ছেলেটিকে আমি বাঁচাতে চাই উদয। আর এই কাজটি তোমাকে করতে হবে।

কী করে করবো শুনি ? উদয়চাঁদ আবার মনের বিস্ময় প্রকাশ কবে প্রশ্ন কবেন।

তুমি ঝানু উকীল। আসামীকে কাঠগড়া থেকে কিভাবে বাঁচাতে হয তাব আইনকানুন তোমার জানা আছে। যেমন করে হোক আমি ছেলেটিব জীবন রক্ষা করতে চাই।

উদয়চাঁদের প্রশ্ন শুনে মহেন্দ্রনাথ কী যেন ভাবলেন। তাঁর অংশীদাবকে কী জবাব দেবেন? সত্যি কথা বলবেন। হ্যাঁ, উদয়চাঁদের কাছে সত্যি কথা বলা ভালো। উদয়চাঁদও তো তাব জীবনেব অনেক রহস্য জানে।

কিন্তু সে যে খুন করেছে এবং খুনের সাজা যে মৃত্যুদন্ড একথা তুমি ভালো কবে জানো উদয়চাঁদের জবাবে খানিকটা ব্যঙ্গেব সুব ছিলো। মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পাবলেন যে উদযচাঁদ কী কথা বলতে চাইছে ! তাবাপদর মতো মহেন্দ্রনাথও খুনী। আজ তারও বিচার হওয়া উচিত ছিলো এবং মহেন্দ্রনাথ এবং উদয়চাঁদ দুজনেই জানে যে সেই বিচারের সাজা হতো মৃত্যুদন্ড। কিন্তু সেদিন উদযচাঁদ তাঁর মুখ খোলেন নি। তাই মহেন্দ্রনাথের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

উদয়চাঁদ, এই ছেলেটির কাছে আমি ঋণী। তাই আমি ওর জীবন বাঁচাতে চাই।

মহেন্দ্রনাথের কথা শুনে উদয়চাঁদ বিস্মিত হলেন। একটি অল্পবয়স্ক খুনী ছেলের কাছে মহেন্দ্রনাথ ঋণী। কী ব্যাপার ?

তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না --- উদয়চাঁদ তাঁব মনেব বিস্ময প্রকাশ করেন।

হ্যাঁ উদয়, ছেলেটি আমার উপকার করেছে। কয়েক বছর আগে আমাব ছেলে অতুল সমুদ্রে স্নান করছিলো। স্রোতের টানে তার পা ফস্কে যায়। ছেলেটি অতুলেব সঙ্গে স্নান কবছিলো। সে সাতাঁব দিয়ে অতুলের জীবনকে রক্ষা করে। আজ সে বিপদে পড়েছে। তাই তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য।

উদয়চাঁদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না। হয়তো জবাব দেবার কোন ভাষা তিনি খুঁজে পেলেন না।

মহেন্দ্রনাথ আবার বলতে শুরু করলেন : উদয়, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে লোকটিকে খুন করা হয় নি। তার স্বাভাবিক ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে। যদি কোন প্রকারে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে তার মৃত্যুর কারণ হলো হার্ট ফেলিওর তাহলে ছেলেটিকে বাঁচানো আমাদের পক্ষে অনেক সহজ কাজ হবে।

উদয়চাঁদ হাসলেন।

তুমি আমাকে অসাধ্য সাধন করতে বলছো মহেন্দ্র।

ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্যে আমি পয়সা খরচ করতে রাজী আছি। বলো পোস্টমর্টেমের রিপোর্টকে অদলবদল করতে কতো টাকা লাগবে ...? হাজার . দুহাজার...না আরো বেশী। দশ হাজার...

একটি অপরিচিত খুনী ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি দশ হাজার টাকা দেবে...উদযচাঁদের বিস্মিত কন্ঠস্বরে এবার উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেলো।

মহেন্দ্রনাথ ম্লান হাসলেন।

প্রয়োজন হলে আমি এ কাজ হাসিল করবার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দেবো...

মহেন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বরে বললেন। উদযচাঁদ আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে ছেলেটির জীবন রক্ষার পেছনে আর কোন গৌণ উদ্দেশ্য মহেন্দ্রনাথের আছে।

কয়েকদিন পরে কোর্টে কেস ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে উদয়চাঁদ হাকিমের কাছে জামিনের দরখাস্ত করলেন। পুলিশ এই আবেদনে আপত্তির সুর তুললো। কিন্তু দুদিন পরে পুলিশ তার আপত্তি প্রত্যাখ্যান করলো। তারাপদকে জামিনে ছাড়া হলো।

জজ সাহেব এবং জুরীদের কাছে উদযচাঁদের প্রমাণ করতে অসুবিধে হলো না যে কোন অস্বাভাবিক কারণে লোকটির মৃত্যু হয়নি। মৃত্যুর কারণ অতি স্বাভাবিক ন্যাচারাল ডেথ...হার্ট ফেলিওর। ডাক্তার এবং পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট থেকে এ খবর জানা গেছে।

তারাপদ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলো।

জজ সাহেবের রায় যখন বেরুলো তখন মহেন্দ্রনাথ কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে তারাপদ তাঁর পা ছুঁয়ে বললো : আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি আপনার কাছে চিরঋণী, গোলাম হয়ে রইলুম...

মহেন্দ্রনাথ ম্লান হাসলেন। আজ ছেলেটির শুকনো মুখদেখে তাঁর আর একটি ম্লান মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো...। সেই মুখটি ছিলো তাঁর কাছে অতি পরিচিত ও প্রিয়।

মহেন্দ্রনাথের মনে হলো তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর কাছে স্বপ্ন হলো নিরলস জীবনের একটি অঙ্গ। তিনি কঠিন কঠোর বাস্তব জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত...।

মহেন্দ্রনাথ তারাপদর হাত ধরে বললেন : না, আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। কাল থেকে তুমি স্টি ভাডোর কোম্পানীতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করবে...।

উদয়চাঁদ সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তারাপদ চলে যাবার পর কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জিজ্ঞেস

করলেন : মহেন্দ্র আজ আমি তোমার জীবনের আর একটি রূপ দেখতে পেলুম। আমি কখনও ভাবিনি যে তোমার জীবনে স্নেহ মমতা আছে। কিন্তু আজ আমাকে মত পবিবর্তন করতে হলো। আমাকে স্বীকার করতে হলো যে তুমি সত্যিই একজন দয়ালু , মহাপুরুষ।

মহেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। কোন জবাব দিলেন না। উদয়চাঁদকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

উদয়চাঁদের মনে শুধু একটি খটকা লেগে রইলো ... মহেন্দ্রনাথ তারাপদর জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? না এই জীবন রক্ষার পেছনে আর একটি রহস্য আছে। আর সেই গোপন রহস্য তাঁকে জানতে হবে .. যদি এই গোপন রহস্য তিনি জানতে পারেন তাহলে তিনি মহেন্দ্রনাথকে পুরোপুবি হাতের মুঠোয় পাবেন।

তারপর আরো কয়েক বছর কেটে গেলো।

এই কয়েক বছরের মধ্যে মহেন্দ্রনাথের ব্যবসাব আরো উন্নতি হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি হয়েছে তারাপদর।

এই কয়েক বছরে তারাপদ হয়েছে মহেন্দ্রনাথের ডান হাত। তারাপদ কোনদিন নিজের জীবনের পরোয়া করে নি। দাঙ্গাবাজি খুন সবকিছুই সে হাসিমুখে করতে পারতো। বহুবার মহেন্দ্রনাথ তাকে বিবিধ ধরনের নোংরা কাজে ব্যবহার করেছেন। স্মাগলিং ব্ল্যাকমার্কেটিং — এর কাজকর্মের পরিচলনার ভার তিনি তারাপদর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তারাপদ মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করে তাঁর আসল কাজের কিছুটা আভাস, ইঙ্গিত পেয়েছিলো। কিন্তু তবু তাব মনে মহেন্দ্রনাথের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিলো। তারাপদব মন বিশ্বাস করতে চায় নি যে মহেন্দ্রনাথ কোন অন্যায় কাজ করতে পারে।

কিন্তু যেদিন তারাপদ শুনতে পেলো যে মহেন্দ্রনাথের ছেলে অতুল পুলিশ বিভাগে বড়ো চাকুবি নিয়েছে সেদিন তার মনে কিছুটা আতঙ্ক কিছুটা ভয় হলো। অতুল তাবাপদব কাছে অপবচিত নয়। ছুটিতে অতুল যখনই আন্দামানে বেড়াতে আসতো তখনই তারাপদ এবং অতুল একসঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে যেতো। দুজনে কিছুটা বন্ধুত্ব হয়েছিলো। তারাপদ কখনও কল্পনা কবে নি যে অতুল পুলিশ বিভাগে চাকুরি নেবে। মহেন্দ্রনাথের বড়ো ব্যবসা, অগাধ সম্পত্তি। আর ছেলে সরকারী চাকুরি করবে এ যেন চিন্তার বাইরে। আর বিশেষ করে পুলিশ বিভাগে। অতুল কী জানে যে তাব বাবা কী ধরনের বেআইনী কাজকর্ম করছে। আর আজ মহেন্দ্রনাথের নোংরা কাজ --- কারবারের সঙ্গে তারাপদও জড়িয়ে আছে। তারাপদ বুঝতে পারলো যে আজ নয় কাল, মহেন্দ্রনাথ এবং তাকে অতুলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

পোর্টব্লেয়ার বন্দর।

জাহাজঘাটায় চারপাঁচটা বড়ো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দুটো জাহাজ মাঝসমুদ্রে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন বন্দর খালি হবে, আর ওরা বন্দরে ঢুকবে।

বন্দরের এক নম্বর জেটিতে 'জলসমুদ্র' জাহাজে মাল তোলা হচ্ছিলো। জলসমুদ্র বিকেলবেলা কলকাতায় যাবে। তাই বড়ো বড়ো দুটো ক্রেনে করে বড়ো বড়ো বাক্স জাহাজে ভরা হচ্ছিলো।

চারদিকে কুলীর চীৎকার --- ক্রেনের শব্দ বন্দরকে মুখরিত করে রেখেছিলো।

জাহাজঘাটার সামনেই টমসন অ্যান্ডটমসন কোম্পানী। চেয়ারম্যান মহেন্দ্রনাথের ঘর থেকে কোন জাহাজে কী মাল তোলা হচ্ছে স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রনাথ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার হাতে নিয়ে কুলীদের কাজকর্ম দেখেন। তারাপদ কুলীদের কাজ --- কারবার সুপারভাইজ করে। কোন মাল কখন তুলতে হবে কোন মালের ভেতর অবৈধ স্মাগল্ড গুডস আছে সবই তারাপদ জানে। আর তারাপদ বিশ্বস্ত লোক। কোনদিন তার কাজকর্মে কোন ভুলত্রুটি হয় নি। তারাপদ জাহাজের নাবিকদের ক্যাপ্টেনের বন্ধু। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিশ্রী মন্তব্য করে, নোংরা ছবি দেখে।

আজও মহেন্দ্রনাথ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে জলসমুদ্রে মাল ওঠানো নামানোর কাজকর্ম বাইনোকুলার দিয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখে ছিলো চিন্তার রেখা। তিনি ইনফরমারের মারফত খবর পেয়েছিলেন যে পুলিশ উড়ো চিঠি পেয়েছে যে মহেন্দ্রনাথ ঝিনুকের বাক্সে মাদক দ্রব্য বিদেশে পাচার করছেন। উড়ো চিঠির কথা মনে করতেই মহেন্দ্রনাথের হাসি পেলো। বুঝতে পারলেন এই উড়ো চিঠির লেখক কে ? রামকুমার তার অতীতের বন্ধু। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ জানেন যে রামকুমারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর বাইনোকুলারটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিটি আরো স্পষ্ট করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে তারাপদ হাতে ছড়ি নিয়ে জাহাজের নাবিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে --- হাসছে।

সত্যি আজ তারাপদ হাসছিলো। জাহাজের সেকেন্ড অফিসার একটা বিশ্রী নোংরা কথা বলছিলো। তারপর পকেট থেকে একতাড়া নোংরা ছবি বের করে তারাপদকে দেখালো।

কিনবে ? সেকেন্ড অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

তারাপদ অফিসারের হাত থেকে ছবির তাড়াগুলো নিয়ে দু'চারবার নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর ছবিগুলো অফিসারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো : দরকার নেই কাপ্তান। আমাদের আন্দামানে এর চাইতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। বরং এর চাইতে দুপ্যাকেট বিলেতি সিগ্রেট দাও।

অফিসার পকেট থেকে একটি প্যাকেট বিলেতি সিগারেট বের করে তারাপদের হাতে দিলো। তারপর বললো : আচ্ছা তারাপদ, আমাকে তো কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলে না...

তারাপদ সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে মুখে পুরলো। তারপর দেশলাই দিয়ে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বললো : তুমি অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন কাপ্তান। আবার তো পোর্টব্লেয়ারে আসছো। নেক্স্ট টাইম।

তারাপদ ইংরাজী জানে না। কারণ জীবনে লেখাপড়া করবার বিশেষ সুযোগ পায়নি। দু'চারটে ইংরাজী শব্দ জাহাজের নাবিকদের কাছে শিখেছিলো। সময় অসময়ে সেই শব্দগুলো সে ব্যবহার করতো।

পুলিশ গাড়ির সাইরেনের তীব্র আর্তনাদে আলোচনায় বাধা পড়লো। তারাপদ এবং জাহাজের সেকেন্ড অফিসার তাকিয়ে দেখতে পেলো এক ঝাঁক পুলিশ জীপ গাড়ি করে জলসমুদ্র জাহাজের পানে এগিয়ে আসছে। জাহাজের অফিসার পুলিশের আগমনের উদ্দেশ্য না বুঝতে পারলেও তারাপদ

জানতো পুলিশ তাদের কাছে কী চায় ? পুলিশ আর কাস্টমস এর আগে আরো দু'চারবাব টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মালগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু কোন সন্দেহজনক মাল পায়নি। প্রতিবারই তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। এবারও খালি হাতে ফিরে যাবে। একথা ভাবতেই তারাপদ নিজের মনে হাসলো।

ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং কাস্টমস এপ্রাইজার গোয়েল জীপ থেকে নামলেন। তারাপদ ওদের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইন্সপেক্টর — তারাপদের প্রশ্নে ব্যঙ্গের সুর ছিলো।

গুডমর্নিং ইন্সপেক্টর। আজ হঠাৎ আবার এদিকে এলেন ? আশাকরি সীরিযাস কিছু হয নি -- তারাপদর কথায় খানিকটা ব্যঙ্গের সুর ছিলো।

ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং এপ্রাইজার গোয়েল তারাপদর মুখের পানে বেশ তীক্ষ্ণ কর্কশ দৃষ্টিতে তাকালেন। তাদের দৃষ্টির ভাষা ছিলো : শয়তান, আমরা তোমাকে চিনি। অনেকবার তুমি আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছ — এবার পারবে না —

তারাপদ ইন্সপেক্টর রেড্ডীকে চুপ থাকতে দেখে আবার বললো : বলুন আপনার খেদমত - এব জন্যে কী করতে পারি। স্পেশাল সার্ভিস। সিগারেট খাবেন ইন্সপেক্টর। বিলেতি মাল —

আমরা অন ডিউটি তারাপদ --- এপ্রাইজার গোয়েল জবাব দিলেন।

আমি দুঃখিত গোয়েল। ভেবেছিলুম আপনারা জাহাজঘাটায় বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু আপনারা যে এখানে কাজ করতে এসেছেন একথা কখনই কল্পনা করি নি। ইন্সপেক্টর সাহেব যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনারা কী ধরনের কাজ করতে এসেছেন জিজ্ঞেস কবতে পারি কী? এই প্রশ্ন করবার সময় তারাপদর চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠলো।

অনেকদিন ধরে তার মনে একটা গোপন বাসনা ছিলো যে ইন্সপেক্টর রেড্ডীকে সে খুন করবে। রেড্ডী তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। রেড্ডী বলে -- তারাপদ খুনী মার্ডারার। ওকে আমি একদিন ধরবোই ধরবো। তারাপদও জানে যে একদিন তাকে রেড্ডীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সেইদিনটির জন্যে সে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ প্রতিবারই তারাপদকে হুঁশিয়ার করে বলেছে : তারা, পুলিশ হলো সাপ, আর আমরা হলুম বেজী। ওরা কখনই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি ধৈর্য ধরো। আমরা শিগ্‌গিরই জাল গুটাবো --- আর ঐ জালে রেড্ডী, গোয়েল সবাইকে ধরবো। তাড়াহুড়োয় কাজ করলে বিপদ বাড়বে।

মাটির উপর অনেকগুলো কাঠের বাক্স পড়েছিলো। গোয়েল বাক্সের কাছে গিয়ে বললো: তারাপদ আমরা জানতে চাই এই বাক্সের ভেতর কী আছে ?

যদি দেখতে চান তাহলে বাক্সগুলো খুলুন — গোয়েল সাহেব --- তারপর গলার স্বর নীচু করে বললো : গোয়েল সাহেব, টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর কর্তারা বেআইনী কোন কাজ করে না, এইসব বাক্সের ভেতর ঝিনুক আছে। আর এই দেখুন ঝিনুক এক্সপোর্টের লাইসেন্স।

তারাপদ তার পকেট থেকে একটি সরকারী চিঠি খুলে ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং গোয়েলকে দেখালো।

গোয়েল দু'চারবরে কাগজটার উপর চোখ বুলালো। তারপর কাগজটি তারাপদর হাতে দিয়ে বললো : বেশ, বাক্সগুলো খোল।

কথাবার্তায় বাধা পড়লো। সবাই তাকিয়ে দেখলো যে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মালিক মহেন্দ্রনাথ ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

মহেন্দ্রনাথকে দেখে ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং গোয়েল বেশ সমীহ করে দাঁড়ালো। আজ আন্দামানে মহেন্দ্রনাথ বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি, বড়ো কর্তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যে কোন সময়ে তিনি ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং গোয়েলের বিরুদ্ধে নালিশ করে ওদের বদলীর বন্দোবস্ত করতে পারেন। তবু ওরা জানে যে কর্তব্য করে যেতে হবে। সরকারী কাজের এইটে হলো সবচাইতে বড়ো বিপদ। বড়ো বড়ো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অসন্তুষ্ট করে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়।

কী খবর ইন্সপেক্টর, হঠাৎ আজ সকালে আপনি জাহাজঘাটায় এলেন। কী ব্যাপার ? কোন খবর কিছু পেয়েছেন ? ক্যান আই হেল্প ইউ — মহেন্দ্রনাথ মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলেন। তিনি জানেন কী করে সরকারী কর্মচারীদের মন তুষ্ট করতে হয়।

বিশেষ কিছু নয় স্যার। আমরা শুধু মালগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই — ইন্সপেক্টর রেড্ডী ছোট জবাব দিলেন।

আহা, এর মধ্যে আপত্তির কী আছে ? নিশ্চয় নিশ্চয় মাল ইন্সপেক্ট করা তো আপনাদের ডিউটি --- ওহে তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন ? মালগুলো খোল --- শেষের কথাগুলো মহেন্দ্রনাথ কুলী এবং তারাপদকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

টমসন অ্যান্ডটমসন কোম্পানী কোন বেআইনী কাজ করে না ইন্সপেক্টর। ন্যায় এবং সততার দরুন আমি আজ এতো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পেরেছি। যাক্, আজ আমাদের কাছে প্রায় একশো বাক্স আছে। সবগুলো খোল --- আবার মহেন্দ্রনাথ বেশ ঢালাও হুকুম দিলেন।

ইন্সপেক্টর রেড্ডী বাধা দিলেন। বলেন : না, না, সব বাক্সগুলো খোলবার দরকার নেই। আমরা দু'চারটে বাক্স খুলে দেখতে চাই এর ভেতর কী আছে। আপনাকে বিরক্ত করলুম স্যার, কিছু মনে করবেন না।

না, না, এ তো আপনাদের ডিউটি। আপনারা ডিউটি করবেন এতে আমার আপত্তি করবার কী আছে ? বরং আমি খুশী যে আপনারা দক্ষ পুলিশ অফিসারের মতো আপনাদের কাজ করেন মহেন্দ্রনাথ স্মিত হেসে জবাব দিলেন।

ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং এপ্রাইজার গোয়েল আর বৃথা সময় নষ্ট করলেন না। তাড়াতাড়ি দু'তিনটে বাক্স খুলে মালগুলো পরীক্ষা করলেন। ঝিনুক বোঝাই বাক্স, আপত্তি করবার কিছু নেই।

বাক্সের মাল দেখে ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং এপ্রাইজার গোয়েল নিরাশ হলেন। যদিও তারা মনে মনে বুঝতে পারলেন যে মহেন্দ্রনাথ তাদের চোখে ধুলো দিয়েছে তবু প্রকাশ্যে তারা দুঃখ প্রকাশ করলেন।

মহেন্দ্রনাথ আবার হেসে একটু ভারিক্কী উপদেশের সুরে বললেন : ইন্সপেক্টর, আপনারা ভুল জায়গায় মাছি মারতে এসেছেন --- যারা জিনিস স্মাগল করে তারা আপনাদের কাছে ভুল খবর দিয়ে আপনাদের বৃথা সময় নষ্ট করেছে। অবশ্যি এ সময়টা নষ্ট করবার প্রয়োজন ছিলো। কারণ এ সময়ের মধ্যে ওরা ওদের জিনিস পাচার করে নিয়েছে। ঐ দেখুন জলতরঙ্গ জাহাজ ছাড়তে শুরু করেছে। আর ঐ জাহাজে সব চাইতে বেশী মাল কে পাঠিয়েছে জানেন ? জেনসন অ্যান্ড নিক্সন

কাম্পানীর কর্তা রামকুমার। আপনারা যদি ওর জিনিসগুলো পেতেন তাহলে আপত্তিকর কিছু য়তো পেতেন।

ইন্সপেক্টর রেড্ডী আবার লজ্জা প্রকাশ করে বললেন : মাপ করবেন স্যার। আমরা আপনাব ঃডসের বিরুদ্ধে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছিলুম। এখন বুঝতে পারছি যে আমাদের ধোঁকা দেবার জন্যে কেউ এ উড়ো চিঠি লিখেছে।

এবাব মহেন্দ্রনাথ ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন : কেউ নয় হে — ঐ ব্যাটা রামকুমার -- মামার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি লিখেছে। আসল কথা কী জানেন ? আমি তো বিস্তর সরকারী কন্ট্রাক্ট পাচ্ছি। রামকুমার আমার ঐশ্বর্য এবং ভারত সরকার যে আমাকে খাতিব করেন এইটে সহ্য করতে পারছে না।

এপ্রাইজার গোয়েল মুখ খুললেন। বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : হয়তো আপনি ঠিক কথা বলেছেন স্যার। কিন্তু বাজারে সবাই জানে যে রামকুমার আপনার পুরানো বন্ধু। এমনকি আপনারা দুজনে না কি আন্দামানে একসঙ্গে জেলে ছিলেন। কিন্তু উনি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করছেন কেন বুঝতে পারলুম না।

নিশ্চয় একটা কারণ আছে — বেশ একগালহেসে মহেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন। এপ্রাইজার গোয়েল কথা বলে ভালো। মহেন্দ্রনাথ ওর কথায় খুশী হলেন। আব কারণটা কী জানেন ?

ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবং এপ্রাইজার গোযেল এবার কানখাড়া করলেন। মহেন্দ্রনাথ কী বললেন সেইটে জানবাব ইচ্ছে ওদের হলো। আসল কারণ হলো বয় অ্যান্ড গার্ল। রামকুমার চেয়েছিলো আমার ছেলে অতুলেব সঙ্গে ওব মেয়ে নীতুর বিয়ে দেয়। আমি এ বিযেতে মত দিই নি। হাজাব হোক আমার অতুল সোনার টুকরো ছেলে। ঐ ছেলের সঙ্গে কী আমি রামকুমারের মেয়ের বিয়ে দেবো? অসম্ভব!

ইন্সপেক্টর রেড্ডী এবার মুখ খুললেন। বললেন: স্যাব আপনি যখন মিস্টাব অতুলেব কথা তুললেন তখন একটা কথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে কবি। আমরা দিল্লীব কাছ থেকে খবব পেয়েছি যে মিস্টার অতুল আজ সকালেব প্লেনে করে আন্দামানে আসছেন।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন : প্রায় এগারটা বাজে। উনি নিশ্চয় এতোক্ষণ এসে পৌঁছেছেন। আচ্ছা, আমরা চললুম স্যার। সরি ফর ট্রাবল।

ইন্সপেক্টর বেড্ডী এবং এপ্রাইজার গোয়েল আবার জীপে করে চলে গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ এবং তাবাপদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্রেনের আওযাজ আরো তীব্র হলো। মহেন্দ্রনাথ আব তারাপদ নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো।

নিস্তব্ধতা তারাপদ ভাঙালো।

তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, রাগের আভাস ছিলো।

আপনাকে আমি বলছি স্যার, একদিন যদি আমি ঐ ইন্সপেক্টর রেড্ডীকে শাযেস্তা না কবি তাহলে আমার নাম তারাপদ নয়। না, মানুষ খুন করতে আমার দ্বিধা সংকোচ নেই।

মহেন্দ্রনাথ কোন জবাব দিলেন না। তারাপদব কথাগুলো যেন তাঁব কানে গেলো না। তাঁর

কানে শুধু বাজছিলো ইন্সপেক্টর রেড্ডীর কথা। আমরা দিল্লী থেকে খবর পেয়েছি মিস্টার অতুল অ সকালের প্লেনে আন্দামানে আসছেন। হয়তো এতোক্ষণে উনি এসে পৌছেছেন।

অতুল আন্দামানে আসছে। আশ্চর্য? কৈ একবার তো অতুল তাঁকে কোন খবর দেয়নি সে আন্দামানে আসছে। এ খবর যদি মহেন্দ্রনাথ পেতেন তাহলে উনি নিজেই গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দ যেতেন। কিন্তু অতুল তাঁর কাছ থেকে এ খবরটি গোপন করে গেলো কেন?

তাহলে কী অতুল কোন সরকারী কাজে আসছে?

সরকারী কাজ ?

অতুল হলো রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সের অফিসার। তার কাজ হোল স্মাগলার --- ব্ল্য মার্কেটিয়ার্সদের গ্রেপ্তার করা ... তার সঙ্গে আন্দামানের কী সম্পর্ক?

আছে, আছে, মহেন্দ্রনাথ বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করে বললেন। আজ আন্দাম দ্বীপে হয়েছে পাপের আড্ডাখানা। স্মাগলিং—এর কাজকর্ম প্রতিদিন বাড়ছে। হয়তো অতুল এই নোংরা কাজ নিয়ে তদন্ত করতে আসছে। অসম্ভব! তাঁর আদরের প্রিয় অতুল তার মাকে দেখ আসছে। মহেন্দ্রনাথ জানে যে অতুল তার মায়ের আদরের ছেলে। আর ছেলেও মার ভক্ত।

না, অফিসে সময় কাটিয়ে লাভ নেই। হয়তো অতুল এতোক্ষণে বাড়িতে এসে পৌছে অতুলের মুখ থেকে শোনা ভালো অতুল হঠাৎ বিনা খবরে আন্দামানে এলো কেন?

মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে চলে এলেন।

আন্দামান ... আন্দামান . .

আজ দ্বীপের চারদিকে তাকিয়ে অতুলের মন খুশীতে ভরে গেলো। আজ পোর্টব্লেয়ারে বিমানবন্দরে নেমে অতুলের মনে হলো সে যেন এক স্বর্গপুরিতে এসেছে। কী সুন্দর শহর। সাম সমুদ্র, আর পেছনে সবুজ ঘন বন। এই সমুদ্রে সাঁতার কেটে আর ঐ বনজঙ্গলের ভেতর দৌড়ঝাঁ করে অতুল মানুষ হয়েছে। কতোবার অতুল আন্দামানে এসেছে কিন্তু আজ পোর্টব্লেয়ারের সবকি তার চোখে নতুন লাগলো।

বাড়িতে কে আছেন?

মা আর বাবা। মা তো সবসময়ে পুজোআর্চা নিয়ে থাকেন। আর বাবা তো ব্যবসা অ রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকেন। বাড়িতে গেলে অতুল দেখতে পায় যে বৈঠকখানায় একদল লে বসে আছে। তার বাবার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে। আর অফিসে গেলে অতু দেখতে পায় তার বাবা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করছেন। অতুলের স মহেন্দ্রনাথ কথা বলবার সময় পান না।

আজ অতুল তার বাবা মাকে না জানিয়ে আন্দামানে এসেছে। না জানাবার প্রধান কা হলো অতুল ওদের বিস্মিত করতে চায় কিন্তু এই দ্বীপে অতুলের আসবার প্রধান কারণ হলো স্মাগলি এর কাজকর্ম বন্ধ করা।

দিল্লীর কর্তারা আন্দামানের চীফ কমিশনারের কাছ থেকে একটি রিপোর্টে জানতে পেরেছে যে সম্প্রতি আন্দামান দ্বীপে চোরাই কারবার বেড়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি সপ্তাহে বর্মা থেকে কতগুলো জেলেডিঙি আসে। আর এই সব জেলেডিঙি মাদক দ্রব্য নিয়ে আসে। স্মাগলাররা এইস

ডিঙি থেকে কয়েকজন লোক দিয়ে মাল তুলে আনে। পরে কলকাতার বোম্বাইর জাহাজে এইসব মাল পাঠানো হয়। পুলিশ আরো সন্দেহ করছে ঐ সব ডিঙি-নৌকার ভেতর ইলেকট্রনিক যন্ত্র বসানো আছে। আর এই যন্ত্রের কাজ হলো আন্দামানে যে নতুন সামরিক বিমানঘাঁটি তৈরি হচ্ছে তার খবরাখবর সংগ্রহ করা। চীফ কমিশনার বলেছেন যে এইসব নৌকাগুলোর খবর নেয়া অবিলম্বে দরকার। এইসব ডিঙিগুলো বিদেশী শক্তির এ বিষয় চীফ কমিশনারের মনে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই বিদেশী শক্তিকে জানা দরকার।

চীফ কমিশনারের কাছ থেকে রিপোর্ট পাবাব সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর কর্তারা অতুলকে আন্দামানে পাঠালেন। অতুলকে সতর্ক করে বলা হলো : মনে রেখো অতুল ভারত সরকার আন্দামান দ্বীপকে এক নতুন দ্বীপ করতে চায়। আমরা ঐ দ্বীপে পাপের বীজ ছড়াতে চাই না। আমরা জানতে চাই আন্দামানে এইসব স্মাগলিং—এর কাজ কারবার কে করছে? আর ঐ সব জেলেডিঙি কোন্ বিদেশী শক্তির? অবশ্যি অতুলকে আন্দামানে পাঠাবার আর একটি গৌণ কারণ ছিলো। দিল্লীর কর্তাবা জানেন যে অতুলের বাবা মহেন্দ্রনাথ এই দ্বীপের একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি — তার কাছ থেকে সাহায্য পেলে অতুল সহজে স্মাগলারদের ধরতে পারবেন। আর একবার স্মাগলাবদেব ধরতে পারলে জেলেডিঙিগুলো কোন্ বিদেশী শক্তির সহজে জানা যাবে —।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে অতুল বাড়িতে ঢুকলো।

অতুলকে দেখে বাড়ির সবাই অবাক হলো। কী ব্যাপার? অতুলবাবু হঠাৎ আন্দামানে এলেন —ন বাড়ির দরোয়ান চাকরেবা বলাবলি করতে শুরু কবলো।

লীলা দেবী মন্দিরে ছিলেন। ছেলের আগমনের খবর পেয়ে ছুটে বাড়িতে চলে এলেন। বেশ কিছুদিন পরে অতুলকে দেখে তাঁর মন ভারী খুশী হলো। অতুল এসেছে, ভালোই হলো। এবার তিনি অতুলের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। অতুল দিল্লীতে বড়ো চাকুরি করে। এছাড়া অতুলের দাদু রায়সাহেব কেদারনাথ নাতির জন্যে বেশ মোটা টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছেন। আব মহেন্দ্রনাথের বিশাল সম্পত্তি তো আছেই ...।

লীলা দেবী কিছুটা বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ রে অতুল, আমাদের খবর না দিয়ে ই চলে এলি? যদি আগে জানতুম তাহলে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতুম।

অতুল হাসলো। মাকে জড়িয়ে ধরে বললো : আমার জন্যে তুমি চিন্তা করো না মা। আমি বড়ো হয়েছি। আজকাল আমার চলাফেরা করতে অসুবিধে হয় না।

বেশ এবার তাহলে বল বিয়ে কবে করবি? লীলা দেবী মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

বিয়ে? সত্যি মা, তুমি তো চিঠিতে কতোবার একথা লিখেছ? আর আমি কী জবাব দিয়েছি? এখন নয়। কারণ ....।

কী আবার কারণ থাকতে পারে? লীলা দেবী জিজ্ঞাসু কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন।

কারণ একটা আছে। আর সেই কারণ সমাধান করতে আমি আন্দামানে এসেছি। আব কাজের জন্যে আমার কার সাহায্য দরকার হবে জানো? বাবার — অতুল একটানা সুরে অনেকগুলো কথা বললো।

লীলা দেবী অতুলের কথা শুনে খুশি হলেন। ছেলেবেলা থেকে অতুল তার বাবাকে এড়িয়ে

গেছে। মহেন্দ্রনাথ নিজেও ব্যবসার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আজ অতুল যদি তার বাবার সাহায্য নেয় তাহলে হয়তো দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু ....।

লীলা দেবীর মনে আর একটি প্রশ্ন জাগলো। সম্প্রতি কানাঘুষোয় তিনি শুনতে পেয়েছে যে দ্বীপে বিবিধ ধরনের অসৎ কাজ হচ্ছে। দু'তিনটে খুনের খবরও পেয়েছেন। তাই তাঁর মনে চিন্ত জাগলো। অতুল কী কোন নোংবা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে?

কী কাজ করবি রে অতুল? অতুল কী ধরনের কাজ করবে তা জানবার জন্য লীলা দেবী আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অতুল চুপ করে রইলো। কোন জবাব দিলো না। সরকারী কথা নিয়ে সে তার মা'র সঙ্গে কথা বলতে চায় না। শুধু বললো ঃ টমসন অ্যান্ড স্টিভাডোর কোম্পানী বন্দরে কোন্ জাহাজ আসছে যাচ্ছে তার খবর জানে। আমি শুধু জাহাজঘাটার খবর চাই।

লীলা দেবী অতুলের কথা শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। যাক অতুল তাহলে কোন নোংবা কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: তোর তারাপদকে মনে আছে?

কোন্ তারাপদ? অতুল তার চিন্তাশক্তিকে প্রখর করবার চেষ্টা করে। তারাপদ? হ্যাঁ, এবার তারাপদকে মনে পড়লো। তারাপদ তার বাবার কর্মচারী। বাজারে সবাই বলে তারাপদ হলে মহেন্দ্রনাথেব ডান হাত। অতুল এবং তাবাপদ একসঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতো। কতোবার সমুদ্রের ঢেউতে অতুলের ডিঙি উল্টে গেছে। আর তারাপদ তাকে ঢেউ থেকে বাঁচিয়েছে।

তাবাপদকে তুই ভুলে গেলি? আমাদের তাবাপদ। তারাপদ তোর বাবার কোম্পানীতে সুপারভাইজারের চাকুরি করে। তারাপদ এই দ্বীপের সব কিছু জানে। আর বন্দরে কোন্ জাহাজ আসছে যাচ্ছে --- কোন্ জাহাজে কী মাল পাঠানো হলো তার পুরো খবর তারাপদ তোকে দিতে পাববে।

অতুল কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলো। মা'র কথার ভেতর যুক্তি আছে। পুলিশ তাকে যে খবর না দিতে পারবে তারাপদ সে খবর সংগ্রহ করতে পারবে। অতুল মনে মনে ঠিক করলো যে আজ বিকালে সে তারাপদর সঙ্গে দেখা করবে এবং তার কাছ থেকে সাহায্য চাইবে।

অতুল কী উদ্দেশ্যে আন্দমানে এসেছে তার আভাস মহেন্দ্রনাথও পেলেন। তাঁর চিন্তা বাড়লো শুধু চিন্তা নয়, মহেন্দ্রনাথ মনে মনে আতঙ্কিত হলেন। অতুল জাহাজঘাটার খবর জানতে চায় কেন তিনি বুঝতে পারলেন দিল্লীর কর্তারা আন্দামানের গোপন চোরাচালানের খবর পেয়েছেন। আর এই দ্বীপে কী ধরনের নোংবা কাজ হচ্ছে সে খবর জানবার জন্যে অতুলকে এই দ্বীপে পাঠিয়েছেন মহেন্দ্রনাথের চিন্তার আর একটি প্রধান কারণ হলো রামকুমার। যদি রামকুমার অতুলের আগমনের খবর পায় তাহলে সে নিশ্চয় অতুলকে তার বাবার নোংরা কাজকর্মের আভাস দেবে। মহেন্দ্রনাথের মন বলতে লাগলো : বী কেয়ারফুল মহেন্দ্রনাথ। আজ তোমার ছেলে জানতে চায় তুমি এই দ্বীপে কী ধরনের কাজ করছো? মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করলেন যে রামকুমারের মুখ বন্ধ করতে হবে নইলে তার বিপদ হবে।

কী করে তিনি রামকুমারের মুখ বন্ধ করবেন? খুন? না আজ পথের কাঁটাকে সরাতে কাউকে খু

করতে তাঁর মনে কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ নেই। রামকুমার যতোদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন মহেন্দ্রনাথকে অতীত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তিনি বিগত দিনের স্মৃতিগুলোকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চান।

মহেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে তিনি অতুলের আগমনের কথা তাঁর ব্যবসার অংশীদার উদয়চাঁদকে বলবেন। আরো একটু সর্তক হয়ে কাজ করতে হবে। নইলে অতুল জানতে পারবে যে তার বাবাই এই দ্বীপে যতোসব নোংরা কাজ করছে। আর শুধু তাই নয়। যতোদিন অতুল দ্বীপে থাকবে ততোদিন চোরাচালানের কাজকর্মের কিছুটা উদয়চাঁদ, কিছুটা তারাপদর হাতে তুলে দেবেন। তাহলে অতুল জানতে বা বুঝতে পারবে না যে আন্দামানের নোংরা কাজকর্মের পেছনে মহেন্দ্রনাথের কোন হাত আছে।

অতুলের আগমনের খবর উদয়চাঁদও পেয়েছিলেন। ডক থেকে বেড়িয়ে গিয়ে তারাপদ তাঁর কাছে গিয়েছিলো। উদয়চাঁদ হঠাৎ অসময়ে তারাপদকে দেখে বিস্মিত হলেন।

কী ব্যাপার তারাপদ? ডকের খবর কী? মাল যাচ্ছে — উদয়চাঁদ প্রশ্ন করলেন।

ডকের খবর মন্দ নয়। আজ পুলিশ এসেছিলো খানাতল্লাসী করতে। কিন্তু আমরা আগে থেকে জানতুম যে পুলিশ আসবে। তাই ওরা আমাদের মালের ভেতর থেকে কিছু পায় নি। কিন্তু আর একটি দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ? বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন উদয়চাঁদ। ধূর্ত শেয়াল উদয়চাঁদ। তিনি মহেন্দ্রনাথের জীবনের গোপন কথা জানেন। তাই মহেন্দ্রনাথ আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি আজো মহেন্দ্রনাথের কাজকর্মের খবর রাখতে চান।

উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করেন না। করা সম্ভবও নয়। কাবণ সুবিধা পেলে মহেন্দ্রনাথ তাঁর জন্যে বিপদ সৃষ্টি করবেন। সাপকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু মহেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করছেন। আর এই কয়েক বছরে তিনি মহেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন : মহেন্দ্রনাথ তাঁর শত্রু কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কাজ যারা করেন তাঁদের জীবিত রাখেন না। তাই বেশ কয়েক বছর যাবৎ উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের জীবনের প্রতিটি দুর্বলতা এবং তাঁর অপকর্মের বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহ করছিলেন। উদয়চাঁদ জানেন যে প্রয়োজন হলে মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে। আর শুধু তাই নয়। তিনি মহেন্দ্রনাথের ব্যবসায় তার হিস্যা বাড়াতে চান। এইসব বিবিধ কারণে কিছুদিন যাবৎ উদয়চাঁদ তারাপদর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছিলেন। খুনী তারাপদকে তাঁর হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। হয়তো একদিন তাঁকে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হবে আর সেই সময়ে তারাপদকে তাঁর দরকার হবে।

তারাপদও বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলো যে উদয়চাঁদ তার সঙ্গে বেশ মিষ্টি গলায় কথা বলছেন। অথচ কয়েক বছর আগে উদয়চাঁদ তারাপদকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। আজ উদয়চাঁদের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস পেয়ে তারাপদ বুঝতে পারলো যে তার সংবাদ উদয়চাঁদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

কী দুঃসংবাদ ? উদয়চাঁদ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

মনিবের ছেলে অতুল আজ সকালে পোর্টব্লেয়ারে এসেছে — তারাপদ নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলো।

তারাপদর এই খবরে উদয়চাঁদ বাইরে কোন বিস্ময় কিংবা আতঙ্ক প্রকাশ করলেন না। কিন্তু মনে মনে তিনিও চিন্তিত হলেন। অতুল হঠাৎ কেন আন্দামানে এলো?

অতুল একজন গণ্যমান্য পুলিশ কর্মচারী --- তার কাজ হলো স্মাগলিং, চোরাকারবার বন্ধ করা। হয়তো অতুলের দপ্তর খবর পেয়েছে যে আন্দামান থেকে হেরোন এবং মুক্তো --- সরকারের অজ্ঞাতসারে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। কারা এই ধরনের অবৈধ কাজ করছে সেইটে খুঁজে বার করবার জন্যে অতুল আজ আন্দামানে এসেছে। হাজার হোক মহেন্দ্রনাথ অতুলের বাবা। বাপের বিপদ দেখলে ছেলে নিশ্চয় তাকে রক্ষা করবে কিন্তু উদয়চাঁদকে বিপদ থেকে কে রক্ষা করবে?

উদয়চাঁদ কী জানি ভাবলেন। তারপব মৃদুস্বরে বললেন: আমি অনেক আগেই অনুমান করেছিলুম তারাপদ। আমরা যে কাজ করছি এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ তদন্ত করতে শুরু করবে। মহেন্দ্রনাথ আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। আমি জানি তারাপদ, বিপদে পড়বো তুমি আর আমি। দলের সর্দার ছেলের সাহায্য নিয়ে ঠিক জাল থেকে বেরিয়ে পড়বে।

তারাপদ কোন জবাব দিলো না। কারণ মহেন্দ্রনাথের প্রতি তার এক অগাধ বিশ্বাস ছিলো। মহেন্দ্রনাথ যে তারাপদকে বিপদে ফেলবেন একথা বিশ্বাস করতে মন চাইলো না। কারণ মহেন্দ্রনাথই তার জীবন রক্ষা করেছেন। প্রয়োজন হলে আবার তারাপদকে সাহায্য করবেন। আজ উদয়চাঁদের কথার কোন ভিত্তি নেই। তারাপদকে সে মহেন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চায়।

আমি ভাবছিলুম কী জানেন উদয়বাবু ? অতুল সরকারী স্মাগলিং নিয়ে তদন্ত করতে আসে নি। সে তাব মা'কে দেখতে এসেছে।

কয়েকদিন আগে তুমি এ কথা বললে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতুম। কিন্তু আজ তোমার যুক্তি স্বীকার করে নিতে আমার মন চাইছে না। কারণ আজ সকালে মহেন্দ্রনাথ আমাকে বললো যে আন্দামানে তাঁর সবচাইতে বড়ো শত্রু হলো রামকুমার। বামকুমার ওঁর বিরুদ্ধে প্রতিদিন দিল্লীর এবং আন্দামানের কর্তাদের কাছে চিঠি লিখছে। আর সেইসব চিঠির সূত্র ধরে অতুল আজ আন্দামানে এসেছে এ দ্বীপের স্মাগলিং---এর কাজ কারবার জানবার জন্যে।

তারাপদ বুঝতে পারলো উদয়চাঁদের কথার ভেতর যুক্তি আছে। কারণ আজ সকালে ইন্সপেক্টর রেড্ডী চলে যাবার পর মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন : তারাপদ --- রামকুমার মাস্ট্ গো। ও বেঁচে থাকলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

শুধু তাই নয়। মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে বলেছিলেন কী করে রামকুমারকে খুন করতে হবে। আর এ খুন শিগ্গিরই করতে হবে। দেরি করলে চলবে না.. ।

তারাপদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে --- উদয়চাঁদ তারাপদকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলতে শুরু করলেন।

কী কাজ স্যার ---

অতুল তোমার বন্ধু...

বন্ধু নয় স্যার। অতুল যখন স্কুল কলেজে পড়তো তখন আন্দামান দ্বীপে এলে আমি ওর সঙ্গে সাঁতার কাটতুম।

বেশ, তাহলে তোমার কাজ হবে অতুলের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। অতুল মহেন্দ্রনাথের ছেলে হতে পারে কিন্তু মনে রেখো অতুল হলো পুলিশের লোক। পুলিশের লোক আর আমরা কখনই একসঙ্গে চলাফেরা করতে পারিনে।

তারাপদ বুঝতে পারলো যে উদয়চাঁদ অতুলকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। যে কোন মুহূর্তে অবৈধ স্মাগলিং—এর কাজকারবার করবার অপরাধে অতুল তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। তারাপদ একবার মৃত্যুর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। আর একবার সে মৃত্যুর হাতে ধরা দিতে চায় না।

তারাপদ উদয়চাঁদের প্রস্তাবের ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলো। উদয়চাঁদকে প্রতিশ্রুতি দিলো যে সে অতুলের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।

তারাপদ চলে যাবার পর উদয়চাঁদ নিজের মনে মনে বললেন : মহেন্দ্রনাথ, আমি জানি যে তুমি আমাদের সবাইকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছো। আর এ কাজের জন্যে তুমি অতুলকে দিল্লী থেকে ডেকে এনেছ। আমরা হলুম তোমার পথের কাঁটা। আমাদের জেলখানায় পুরে তুমি বাকী জীবনটা আরামে কাটাবে। মহেন্দ্রনাথ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে না...।

অতুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো তারাপদের খোঁজে।

তারাপদর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে তারাপদর কাছ থেকে জানতে হবে কোন্ জাহাজে কী ধরনের মাল পাঠানো হচ্ছে। তারাপদ মহেন্দ্রনাথের ডান হাত। পোর্টব্লেয়ার-জাহাজঘাটার খবর তারাপদর চাইতে আর কেউ বেশী জানে না। কিন্তু কাজটা খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে। সে কী উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দামানে এসেছে।

অতুল তারাপদর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

সমুদ্রের কাছেই তারাপদ থাকে। বাড়িটা খুঁজে নিতে তার কোন অসুবিধে হবে না।

ডাঙা আর জল।

এ নিয়ে আন্দামান দ্বীপ।

পোর্টব্লেয়ারের জাহাজঘাটা ছাড়িয়ে গেলে শুধু দেখা যায় বালির রাজ্য আর উত্তাল উদ্দাম সমুদ্র।

বালির উপর দিয়ে অতুল হাঁটছিলো। আর ভাবছিলো কোন সূত্র ধরে সে তার কাজের ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে। তারাপদ কী তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে? অনেকদিন আগে অতুল লোক মারফত খবর পেয়েছিলো যে তারাপদ হলো তার বাবার ডান হাত। কারণ ভালো কিম্বা নোংরা কাজ করতে সে কোন কুণ্ঠা সঙ্কোচ বোধ করে না। তারাপদর হাতে কাজের ভার দিয়ে মহেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত বোধ করেন। অতুল তারাপদকে কিছুটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে চায়।

অতুলের চিন্তায় বাধা পড়লো। হঠাৎ পেছন থেকে সে মেয়েলি কণ্ঠস্বরে তারাপদর নাম শুনতে পেলো। কে যেন তারাপদকে ডাকছে..।

তারা...তারা...তারাপদ — অতুল বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকলো।

দেখতে পেলো সমুদ্রের পাশ দিয়ে একটি মেয়ে তার পানে দৌড়ে ছুটে আসছে। মেয়েটি

হয়তো দূর থেকে অতুলকে চিনতে পারে নি। ভেবেছিল তারাপদ হেঁটে যাচ্ছে।

তারাপদ ...

মেয়েটি অতুলের কাছে এলো।

মেয়েটিকে দেখে অতুল বিস্মিত হলো।

অপূর্ব অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটি যেন রূপসাগরের আলোর ঝলকানি। মেয়েটি যতোই তাব কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই সে দুচোখ ভরে দেখতে লাগলো।

এ যেন বনহংসী — তার দেহের যৌবন উদ্দামতা মানুষের মনকে উচ্ছৃঙ্খল করে , দগ্ধ করে। মেয়েটি এমনি লেপটে শাড়িটা তার দেহে জড়িয়ে রেখেছে যে বোঝা যায় সভ্যতার কর্কশতা কিংবা পঙ্কিলতা মেয়েটিকে স্পর্শ করে নি।

অতুলের কাছে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো। বুঝতে পাবলো সে ভুল করেছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর মেয়েটি খুব মৃদুকণ্ঠে বললো : ওঃ তুমি ?

তুমি কে ? অতুল বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞেস করলো। আজ এই অপরিচিতা মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তাব কণ্ঠে বেশ জড়তা এসেছিলো।

অতুলেব প্রশ্ন শুনে মেয়েটি বেশ জোবে হেসে উঠলো। একটানা হাসি থামতেই যেন চায় না।

আমি ! তুমি আমাকে অবাক করলে। এ দ্বীপে সবাই আমাকে চেনে। আমার নাম বাতাসী।

বাতাসী ! বেশ মৃদুকণ্ঠে অতুল নামটি পুনরুচ্চারণ করলো। সত্যিই আন্দামান দ্বীপে বাতাসী হলো বনফুল। তার রূপ হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে না --- দগ্ধ করে।

হ্যাঁ, আমার নাম বাতাসী। তুমি এ দ্বীপে নতুন এসেছ বুঝি...

অতুল হাসলো। বললো : ঠিক নতুন এসেছি বলবো না। তবে অনেকদিন আসিনি।

বাতাসী কিছুক্ষণ অতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো : আমি যাই। তারাপদকে খুঁজছিলুম। দূর থেকে তোমাকে দেখে ভুল অনুমান কবেছিলুম। ভেবেছিলুম তারাপদ যাচ্ছে।

বাতাসী এ কথা বলে আরো জোরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু অতুল বাধা দিলো। বললো : তারাপদকে খুঁজছো। তারাপদ তোমার কে হয় ?

বাতাসী তাব ঘাড় বেঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অতুলেব দিকে তাকিয়ে থেকে বললো : তোমাব অতো খবরের কী দরকার বাপু। তুমি তো পরদেশী। আজ আছো, কাল চলে যাবে। আমি কে, তাবাপদ আমার কে হয়, অতো প্রশ্ন করছো কেন ?

কারণ আমিও তারাপদকে খুঁজে বেড়াচ্ছি --- অতুল বাতাসীর কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করলো। তারাপদ তোমার ভাই ?

বাতাসী এবার জবাব দিতে গিয়ে অভিমান প্রকাশ করলো। বললো : বারে, তারাপদ আমার ভাই হবে কেন ? তারাপদ আমার কে হয় জানো না ?

কে ? বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে অতুল প্রশ্ন করলো।

বাতাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কোন জবাব দিলো না। তারপর মুখটি অতুলের খুব কাছে এনে বেশ একটানা বাঁশীর সুরে বললো : তারাপদ হলো আমার নাগর।

কথাটি বলে বাতাসী দুরন্ত সমুদ্রের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বাতাসীর কথা, তার দৌড়ে যাবার ভঙ্গী দেখে অতুল বিস্মিত না হয়ে পারে না। তাব চোখের ামনে ভেসে উঠলো এক নিষ্পাপ সরল নারী, দুরন্ত তার উচ্ছৃঙ্খল যৌবন। দেহের রূপ লতাপাতা িযে ঢেকে রাখা হয় নি। সে রূপ দেহের প্রতিটি অঙ্গে হাবভাবে উপচে পড়ছে।

তারাপদ হলো বাতাসীর নাগর...প্রেমিক। তারাপদ কী এই দুরন্ত পশুকে তার হাতের মুঠোয় াখতে পারবে !

অতুল সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালো। বাতাসী জলের ভেতর সাঁতার কাটছিলো। মাঝে মাঝে লে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনছিলো।

কিন্তু বেশীক্ষণ অতুল বাতাসীর দিকে তাকিয়ে থাকতে পাবলো না। কারণ হঠাৎ তার মনে লো কে যেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাতাসী ঢেউর সঙ্গে সাঁতার কাটছিলো। হঠাৎ সে অতুলের দিকে তাকিয়ে চীৎকার কবে ললো : তারাপদ!

বিস্মিত অবাক হয়ে অতুল পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো তারাপদ তাব পেছনে এসে াড়িয়েছে। তার মুখে আছে খানিকটা বিরক্তির ভাব। জলের ধারে দাঁড়িয়ে অতুল কী দেখছে ? াতাসীকে --- না তার বন্যরূপ। তারাপদকে দেখে অতুল একটু অপ্রতিভ হলো। ওঃ তুমি তারাপদ। নেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। আমি তোমার খোঁজেই বেবিয়েছিলুম। এমনি সময় --

বেশ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে তারাপদ বললো : এমনি সময় কী হলো ? বাতাসীকে দেখলে ?

না ঠিক তা নয় --- অতুল একটা জবাব দেবার চেষ্টা কবে। কিন্তু তার কণ্ঠে এমন একটা ুব ছিলো যে সুব থেকে বোঝা যায় যে অতুল মিথ্যে বলছে। তারাপদও এই কথাটি বেশ সহজে বুঝে ালো।

অতুল কথার মোড় ঘুরিয়ে বললো : যাক, অনেকদিন পরে দেখা। কেমন আছো বলো তো। াজ এসেই মাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম।

কী জিজ্ঞেস করছিলে ? তারাপদ প্রশ্নটি কবে জলের ধাবে এগিযে গেলো। ইতিমধ্যে বাতাসী জল থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো। তার সমস্ত শাড়ি ভিজে দেহের সঙ্গে চুপসে গেছে। তার প্রতিটি অঙ্গ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বিশেষ করে তার স্ফীত বক্ষ। বেশ কয়েক মুহূর্তের জন্যে অতুলেব চোখ দুটি াতাসীর বুকের উপর গিয়ে পড়লো। বাতাসীর সঙ্গে তাব দৃষ্টি বিনিময় হলো। কিন্তু অতুল দেখতে পেলো যে শহরের মেয়ের মতো অতুলের প্রলোভনীয় দৃষ্টি দেখে বাতাসী একটুও লজ্জা পেলো না। তারাপদর দিকে তাকিয়ে বললো : তোর খোঁজে বেরিয়েছিলুম। সেই যে সকালে তোর সঙ্গে দেখা হলো আর তোর পাত্তাই নেই। আমি গিযে তোর খোঁজ করছিলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম তুই অফিসে গেছিস। আচ্ছা তুই সাহেবদের মতো অফিস করিস।

আমি কী করি না করি সে দিয়ে তোর কী দরকার ? তোকে কতোবার বলেছি তুই জাহাজঘাটায যাবিনে --- বেশ ধমকের সুরে তাবাপদ বললো।

কেন তোর ভয় হচ্ছে তোর নাবিক বন্ধুবা আমাকে চুবি কবে নেবে। বাতাসীকে চুরি কেউ করতে পারবে না।

তারপর অতুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো : লোকটা কে রে ? আমাকে বললো তারাপদকে চাই।

কথা বলে বক্‌বকম করিসনে। বাড়ি যা — আবার ধমকের সুরে তারাপদ বললো।

তার আগে দেখ না আমি কী এনেছি —

কী ? তারাপদ কিছুটা বিরক্তির সুরেই প্রশ্ন করলো।

হাতের দুমুঠো খুলে বাতাসী প্রায় চীৎকার করে বললো : ঝিনুক, আর এ ঝিনুকের ভেতর কী আছে জানিস। মুক্তো...তোর সাহেবকে বলিস — এই কথা বলে বাতাসী সমুদ্রের পাড় দিয়ে দৌড়ুতে লাগলো। তার মিষ্টি সুর সমুদ্রের বাতাসে প্রতিধ্বনি করতে লাগলো।

এবার তারাপদ যেন অতুলের সঙ্গে কথা বলবার সময় পেলো , বাতাসীর কথা বিশ্বাস করো না। পাগলী মেয়ে। ঝিনুক কুড়িয়ে পেলেই বলে মুক্তো পেয়েছে...।

অতুল মৃদু হাসলো। কিন্তু তারাপদর মন্তব্যকে সে হেসে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলো না।

বাতাসী কিন্তু একটা সত্যি কথা বলেছে — অতুল তারাপদর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করে। ততক্ষণে বাতাসী অনেক দূরে চলে গেছে।

কী? তারাপদ খুব ছোট প্রশ্ন করে তার মনের বিস্ময় প্রকাশ করলো।

শুনেছি এই আন্দামানের ঝিনুকের ভেতর মুক্তো পাওয়া যায়। তারাপদ কিছুক্ষণের জন্য অবাক হয়ে অতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাহলে কী এই মুক্তো চোরা-চালানের কাজকারবার নিয়ে তদন্ত করতে এসেছে? মিথ্যে কথা বলে নি উদয়চাঁদ। কোন এক দুরভিসন্ধি নিয়ে অতুল আন্দামান দ্বীপে এসেছে। হয়তো ওরা সবাই অতুলের সৃষ্ট বেড়াজালে ধরা পড়বে। কিন্তু তারাপদ ভাবুক নয়। কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করে না। তার কাজ হলো মহেন্দ্রনাথের হুকুম তামিল করা। তারাপদ লক্ষ্য করেছে সম্প্রতি উদয়চাঁদ তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। এই খাতির করবার পেছনে নিশ্চয় কোন গৌণ গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদয়চাঁদ শয়তান।

অতুলের প্রশ্নটাকে তারাপদ এড়িয়ে গেলো। অতুল পুলিশের লোক। তার কাছে বেশী কথা বলা ভালো নয়।

মহেন্দ্রনাথ কিংবা উদয়চাঁদকে এ প্রশ্ন করো। তারা তোমার মনের কৌতূহল মেটাতে পারবেন। যাক, আমার একটা কথার জবাব দাও।

কী?

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই আন্দামানে চলে এলে কেন?

অতুল তারাপদর প্রশ্ন শুনে রাগ প্রকাশ করলো না। বরং একগাল হাসলো। বললো : আমি এই দ্বীপের ছেলে। আমার বাল্যকাল আন্দামানেই কাটিয়েছি। আমি এ শহরে আসবো না তো কে আসবে? তারাপদ কিছুক্ষণ অতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনের সন্দেহ ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। অতুল কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দামান দ্বীপে এসেছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি তাকে জানতে হবে।

অতুল, আজকাল তুমি কী করো ? তারাপদর এই বেমাক্কা প্রশ্নে অতুল খানিকটা হকচকিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো : সরকারী চাকরি।

কী ধরনের সরকারী চাকরি ? এবার অতুল ভাবতে লাগলো কী ধরনের জবাব দেবে ? অতুল কী মিথ্যে কথা বলবে ? বলবে যে পুলিশের দপ্তরের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু অতুল মিথ্যে কথা বলার পক্ষপাতী নয়। তাই সে কথা গোপন না করে সোজাসুজি বললো : তারাপদ, তুমি যখন জানতে চেয়েছ তখন তোমাকে সবকথা খুলে বলা দরকার। আমি পুলিশ অফিসার। বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সে কাজ করি। আমার কাজ হলো চোরাকারবারের খবর সংগ্রহ করা।

আবার বাঁকা চোখে তারাপদ অতুলের মুখের দিকে তাকালো। তাহলে উদয়চাঁদ মিথ্যে বলে নি। অতুল এই দ্বীপে স্মাগলিং--এর খবর সংগ্রহ করতে এসেছে। কিন্তু অতুল কী জানে যে তার বাবা ছিলেন এই স্মাগলিং দলের সর্দার। ছেলে কী কখনও তার বাবাকে গ্রেফ্‌তার করবে ? না, বরং যারা সর্দারের সঙ্গে কাজ করছে তাদের হাজতে পুরবে। বাজারের সবাই জানবে যে সরকার স্মাগলিং--এর কাজ কারবার বন্ধ করেছে, স্মাগলারদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কেউ জানবে না যে স্মাগলারদের সর্দারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজটা বিপজ্জনক। বিশেষ করে আন্দামান দ্বীপে। অনেক রকম দুষ্টু লোক এই দ্বীপে কাজ করে — তারাপদ জবাব দিলো।

তুমি ওদের চেনো ?

না। আমি জাহাজঘাটায় কাজ করি। স্মাগলার কিংবা দুষ্টু লোকের সঙ্গে আমার কোন কাজ-কারবার নেই।

আমি তোমার কাছে কিছু খবর জানতে চেয়েছিলুম তারাপদ।

কী ধরনের খবর ?

আন্দামানের জাহাজে কোন মাদকদ্রব্য বেআইনীভাবে পাচার করা হয় কিনা ?

মানে ? তারাপদর এই ছোট প্রশ্নে উত্তেজনা বিস্ময় এবং বিরক্তির রেশ মেশানো ছিলো।

তারাপদ, আমরা জানতে পেরেছি যে বর্মা থেকে নিয়মিতভাবে মাদকদ্রব্য আন্দামানে আসে। আর সেই মাদকদ্রব্য জাহাজে করে কলকাতা বোম্বাইতে পাচার করা হয়। কী করে এই জিনিস স্মাগল করা হয় সেইটে আমি জানতে চাই।

তোমার বাবা মহেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন --- আবার তারাপদ এই অপ্রিয় আলোচনা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

রামকুমারকে চেনো ? অতুলের প্রশ্ন ছিলো অতি ছোট সংক্ষিপ্ত।

তারাপদ চুপ করে রইলো। তার এই মৌনতা দেখে অতুল বুঝতে পারলো যে রামকুমারের নামটি তারাপদর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।

শুনেছি রামকুমার এই দ্বীপের একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী। স্মাগলিং--এর কাজ-কারবারের অনেক খবর উনি রাখেন।

রামকুমার ব্যবসায়ে এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে তোমার বাবার প্রতিদ্বন্দ্বী। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না...

আমি পুলিশের কর্মচারী, সত্যকে খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ। দলাদলি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই --- অতুল ছোট রুক্ষ জবাব দিলো।

তাহলে তুমি বিপদকে টেনে আনবে অতুল। তোমার বাবা মহেন্দ্রনাথকে এবং তাঁকে ডিঙিয়ে এই দ্বীপে কেউ কোন কাজ করতে পারবে না। তুমি মহেন্দ্রনাথের ছেলে হতে পারো বটে কিন্তু মহেন্দ্রনাথ পথের কাঁটা দূর করতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবে না। যাক তোমাকে সর্তক করে দেয়া আমার কর্তব্য ছিলো।

তারাপদ আর কোন কিছু বললো না। হনহন করে চলে গেলো। অনেক দূরে বাতাসী সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছিলো। তারাপদ বাতাসীর কাছে গেলো। বাতাসী সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছিলো। তারাপদ বালির উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো অতুল কী তার বাবার বিরুদ্ধে কাজ করবে ? অসম্ভব, ছেলে কখনই বাপের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে না। মহেন্দ্রনাথ বেঁচে যাবেন --- উদয়চাঁদ এবং তারাপদর হাতে হাতকড়া পড়বে। আর একটা কথা জানবার প্রবল ইচ্ছে তারাপদর হলো। অতুল রামকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ? আর মহেন্দ্রনাথ কী জানেন যে তাঁরই ছেলে তাঁর পরম শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করছে!

তারাপদর চিন্তায় বাধা পড়লো। দূর থেকে বাতাসীর মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনতে পেলো

তারা...তাকিয়ে দেখ। একমুঠো ঝিনুক তুলে এনেছি। তরপর গলার স্বর উঁচু করে বললো এই ঝিনুকের ভেতর কী আছে জানিস। মুক্তো...আর তোর কর্তা একথা শুনতে পেলে ভারী খুশী হবেন। এ এলাকায় কেউ ঝিনুক তুলতে আসে না।

এই কথা বলে বাতাসী আবার জলে ডুব দিলো। তারাপদ সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলো হঠাৎ দেখতে পেলো অনেক দূরে জলের ভেতরে আলোড়ন হচ্ছে। নিশ্চয় বড়ো মাছ ডাঙার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তারপরেই তারাপদর মনে পড়লো যে আন্দামানের সমুদ্রের এইদিকে অনেক হাঙর আছে। তাহলে ওটা কী মাছ না হাঙর ? জলের ভেতর আবার আলোড়ন দেখা দিলো তারাপদ বুঝতে পারলো একটি হাঙর বাতাসীকে দেখছে। ওরই দিকে এগিয়ে আসছে।

তারাপদ চীৎকার করে ডাকলো --- বাতাসী!

কিন্তু কোথায় বাতাসী ? বাতাসী জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলছে। তারাপদর চীৎকার তার কানে যায় নি। কিন্তু হাঙরটা বড়ো তীব্র বেগে বাতাসীর দিকে এগিয়ে আসছে।

তারাপদ আবার চীৎকার করে ডাকলো। বাতাসী --- চলে আয়, হাঙর।

বাতাসী একবার জল থেকে মাথা তুললো। তারপরেই আবার ডুব দিলো।

তারাপদর চিন্তা বাড়লো। সে এবার জলে ঝাঁপ দিলো। যেমনি করে হোক বাতাসীকে হাঙরের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

জলের আলোড়ন ক্রমেই তীব্র হচ্ছিলো। বাতাসীও যেন এবার বিপদের গন্ধ পেলো। সে এবার ডাঙার দিকে সাঁতরাতে লাগলো। কিন্তু হাঙরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতরানো কী সহজ কথা ?

তারাপদ এবার গিয়ে বাতাসীর হাত ধরে টানতে লাগলো। দুজনে যখন ডাঙায় এসে পৌঁছুলো তখন বাতাসী ভয়ার্ত এবং ক্লান্ত। বাতাসী শুকনো পাতার মতো কাঁপছে। তারাপদকে জড়িয়ে ধরলো মৃদু কণ্ঠে তারাপদ জিজ্ঞেস করলো : ভয় পেয়েছিস ?

কোন জবাব দিলো না বাতাসী। শুধু একবার চোখ তুলে তারাপদর মুখের দিকে তাকালো তারপর তারাপদর বুকে মাথা গুঁজলো।

অসহায় শিশু পাগলী মেয়ে বাতাসী। এক করুণ অনুভূতি তারাপদর মনকে উদ্বেলিত করে ফেললো।

দুপুরবেলা বাতাসীর ঘরে বসে তারাপদ ভাবছিলো কী করবে? সে কী মহেন্দ্রনাথকে খবর দেবে যে তার ছেলে অতুল মহেন্দ্রনাথের গোপনীয় চোরাচালানের খবর সংগ্রহ করেছে। উদয়চাঁদও এখবর চান। অবশ্যি ভিন্ন কারণে।

মহেন্দ্রনাথকে সর্তক করা ভালো। একদিন বিপদে মহেন্দ্রনাথ তারাপদর জীবন রক্ষা করেছিলো। আজ তার বিপদের আভাস তাকে দেয়া দরকার।

বাতাসী এসে তারাপদর পাশে বসলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো : হ্যাঁরে তুই মাঝে মাঝে অতো আনমনা হয়ে যাস কেন?

আনমনা!

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কী যে ছাইপাঁশ ভাবিস। কী ভাবিস বলতো? তোর মা'র কথা?

বাতাসীর কথাগুলো যেন তারাপদর গায়ে চাবুক মারলো।

মা'র কথা! বহুদিনের পুরানো স্মৃতি এসে তার মনে জড়ো হলো।

আজও তার মা'র মুখখানি মনে পড়ে। মা'র মুখটি ভারী করুণ ছিলো। তারই কিছুটা সাদৃশ্য আছে বাতাসীর সঙ্গে। তবে বাতাসী বন্য হরিণী কিন্তু তার মা ছিলো শান্ত! স্নিগ্ধ...দেবী।

মা'র কথা মনে হতেই আর কয়েকটি দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠলো। পাড়া প্রতিবেশীরা প্রতিদিন এসে তার মাকে কী জানি কী বলতো। শিশু তারাপদ সেদিন পাড়া-প্রতিবেশীদের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারেনি শুধু দেখতে পেয়েছিল যে লোকজনেরা চলে গেলে মা নির্জনে একা বসে কান্নাকাটি করতেন। মা কাঁদতেন কেন?

তারাপদর মনে আছে একদিন পাড়ায় তার সমবয়সী একটি ছেলে জিজ্ঞেস কবেছিলো : হ্যাঁরে তোর বাবা কোথায়?

ছেলেটির প্রশ্ন শুনে তারাপদ চমকে উঠেছিলো। বাবা, বাবা কে এবং কী? শিশু তারাপদ কোনদিন তার বাড়িতে বাবা বলে কাউকে দেখে নি। তারাপদর বয়স যখন আর একটু বাড়লো তখন সে বুঝতে পারলো যে প্রতি ছেলেমেয়ের সংসারে দুটি পরম নিকট আত্মীয় থাকে সে হলো বাবা এবং মা। তাহলে তারাপদর বাবা নেই কেন ? একদিন তারাপদ জিজ্ঞেস করেছিলো। আমার বাবা কোথায়? মা এ কথার কোন জবাব দেননি। শুধু তার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিলো। তারাপদ এবার তার মা'র কান্নার কারণ বুঝতে পারলো। শুধু তাই নয়। বুঝতে পারলো প্রতিবেশীরা সবাই জানতে চায় তারাপদর বাবা কোথায়?

আজ বাতাসীর প্রশ্নে তারাপদর চোখে তার মা'র করুণ মুখটি ভেসে উঠলো। মা কাঁদছেন।

তারাপদকে চুপ করে থাকতে দেখে বাতাসী আবার শিশুসুলভ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা তোর মা'র কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবে তোর বাবার কথা বল।

বাতাসীর প্রশ্ন শুনে তারাপদ চীৎকার করে উঠলো। তার কণ্ঠস্বরে হিংস্রতার রেশ ফুটে উঠলো।

বাবা ! আমার বাবা নেই। বাতাসী যেন তারাপদর কথাগুলো বুঝতে পারলো না। তার মনে হলো তারাপদ রসিকতা করছে।

দূর, বাবা না থেকে কী পারে ? নিশ্চয় আছে। তুই জানিসনে।

তাবপর একটু চুপ করে থেকে বললো : বাবা না থাকলে তোর জন্ম হলো কী করে ?

বাতাসী তো ঠিক কথাই বলেছে। বাবা না থাকলে তার জন্ম হলো কী করে ? তাহলে তার মা বাবার নাম শুনলে কান্নাকাটি করতেন কেন ?

জানিনে।

মুখ্যু। আর শোন, সংসারে দুজন থাকবে। ধর তুই আর আমি...আমরা দুজনে যখন বিয়ে করবো... .

বাতাসী তার কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো : আচ্ছা, আসল কথা তো তোকে জিজ্ঞেস করতে রোজ ভুলে যাই। তুই আমাকে বিয়ে কবে করবি?

তারাপদ যেন বাতাসীর প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারে না। বিয়ে ! বিয়ে কেন ? বিয়ের কী প্রয়োজন ? ওরা দুজনে তো বেশ সুখে আছে।

বিয়ে ? তারাপদ বেশ একটু বিস্ময়ের কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, তুই হবি বাবা আর আমি মা......

বাবা কথাটি তারাপদর কানে তীব্র বাঁশীর শব্দের মতো বেজে উঠলো।

বিয়ে আমি করবো না।

বিয়ে করবিনে ? তুই কী পাগলের মতো বকছিস?

হ্যাঁ।

কেন ?

আমি আমার বাবাকে খুঁজে পেতে চাই। আমি জানতে চাই আমাব জন্মদাতা কে ?

বাতাসী কোন জবাব দিলো না। ববং তারাপদর কাছে গা ঘেঁষে বসলো। সে যেন তারাপদর মনের অব্যক্ত বেদনার কথা বুঝতে পেরেছে।

দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বইলো। কিছুক্ষণ পরে বাতাসী ঘবের নিস্তব্ধতা ভাঙলো। বললো : জানিস আমিও মাঝে মাঝে বাবার কথা ভাবি। আমার বাবা নৌকো করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেন। আব আমি সুমদ্রের ধারে বসে ঝিনুক কুড়োতুম। আজও যেন আমি বাবাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আমাব বাবা সুমদ্রে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন। উত্তাল উদ্দাম পাগলা সমুদ্র। ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে বাবার ডিঙি উঠতো নামতো। আমি ডাঙায় দাঁড়িয়ে ডিঙি আব ঢেউ দেখতাম। কখনও কখনও পাগলা ঝড় আসতো সমুদ্রে। কালো আকাশ, সমুদ্র গর্জন করে উঠতো। আর আমি চীৎকার করে ডাকতুম : বাবা তুমি কোথায় ? ঢেউ-এর পেছন থেকে বাবা জবাব দিতেন : আসছিরে পাগলী মেয়ে।

কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে বাতাসী থামলো। তারাপদ দেখতে পেলো বাবার কথা বলতে গিয়ে তার চোখ জলে ভিজে গেছে।

কিন্তু বাবা আর ফিরে এলেন না। পাগলা ঝড় উঠেছিলো সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউগুলো দৈত্য

বের মতো নাচছিলো। আমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলুম। ভাবছিলুম কখন বাবা ফিরে আসবেন। দ্রে ঝড় উঠলো। মেঘের গর্জন পাগলা বাতাসে, ঢেউ আর ঢেউ। সেদিন বাবা আর ঢেউ ভেঙে ড়িতে ফিরে এলেন না। সবাই বললো বাবা নেই সমুদ্রে ডুবে গেছেন --- শেষের কথাগুলো তাসী এমন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো যেন তার কোন চেতনা নেই।

বাবা গেলেন। পিসী আমাকে মানুষ করলেন। আমার পিসেমশায় জেলখানায় কাজ করতেন।

তারাপদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাতাসীর জীবনের স্মৃতিকথা শুনছিলো। আজ তার মনে হলো যে তাসীর জীবনকথা তার জীবনের চাইতে করুণ।

হঠাৎ বাতাসী কী যেন ভাবলো।

বললো : শোন, তুই পড়তে পারিস ? বাতাসীব কথা শুনে তারাপদ লজ্জা পেলো। তারাপদ খাপড়া শেখেনি। বন বাদাড়ে ঘুবে বেড়িয়েছে, মাঠে চাষ করেছে। আর আজকাল সুবিধে পেলে ষ খুন করে। তারাপদ কী বাতাসীর কাছে স্বীকার কববে যে সে লেখাপডা শেখেনি। অসম্ভব! হলে তাকে বাতাসীর কাছে মাথা নত করতে হবে।

জানি কিছু। এই ধর --- ক, খ, গ, ঘ.... .

তুই অনেক জানিস। আমি শিখেছি দুচার শব্দ। তবে বিলেতি শব্দ। এ, বি, সি, ডি .....

তুই হঠাৎ আমাকে এ প্রশ্ন করলি কেন ? তারাপদ জানবাব কৌতূহল প্রকাশ করলো।

পিসেমশায় মরে যাবাব আগে আমার পিসিমার হাতে একটি মোটা বই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন টি রেখে দিও। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

কী বইরে ? নিয়ে আয় পড়ি --- তারাপদ হুজুগের মাথায় বললো। কিন্তু কথাটি বলেই তে পারলো ভুল করেছে। এবার তার বাতাসীব কাছে বিদ্যে ধরা পডবে।

বাতাসী আর দেরি করলো না। ঘব থেকে একটি বই এনে তারাপদকে দিলো। বেশ মোটা রেক্সিন চামড়ায় বাঁধনো। তারাপদ দেখতে পেলো যে বইটি বেশ যত্ন করে বাখা হয়েছে।

তারাপদ দুতিনবার বইটির পাতা নেড়ে দেখলো। তারপর বাতাসীব হাতে তুলে দিযে বললো: ছাই এতো ইংরাজীতে লেখা। তুই তো ইংরাজী পড়িস। তুই পড়।

তারাপদর কথা শুনে বাতাসীর মুখ শুকনো হলো। এতোক্ষণ সে তারাপদর কাছে বডাই ব বলেছে যে বিলেতি এ, বি, সি, ডি পড়তে জানে। কিন্তু তারাপদ যে তার বিদ্যের পরীক্ষা নেবে কথা সে কখনও কল্পনা করে নি। এবার সে কী করবে। তাই অভিমানের সুরে বললো : ইংরাজী ড়লে আমার বড্ডো ঘুম পায়। তারাপদ জোরে হেসে উঠলো : আসল কথা কী জানিস। তুইও ড়তে জানিসনে। আমিও জানিনে। ভালোই হলো। যদি আমরা একজন পড়তে পারতুম আর কজন মুখ্যু হতুম তাহলে রোজ আমাদের ঝগড়া হতো।

ঝগড়ার কথা শুনে হঠাৎ বাতাসী প্রশ্ন করলো : আচ্ছা শোন। বাজারের সবাই বলে তুই নাবি ডামি করিস। বল না'রে একথা কী সত্যি ?

মিথ্যে কথা --- এক ঝটকা মেরে তারাপদ জবাব দিলো।

সেদিন কে জানি বলছিলো তুই নাকি খুনী। পুলিশ তোকে একবার ধরেছিলো। বল কথাটা থ্যে !

দমকা বাতাসের মতো তারাপদর মনে এক পুরানো স্মৃতির ঝলক নাড়া দিলো।

রাত্রি বেলা। ছোট অন্ধকার ঘর। মা বিছানায় শুযে আছেন। তারাপদ মাটিতে শুয়ে আছে হঠাৎ দোর খুলে যেন কে ঘরের ভেতর ঢুকলো। শিশু তারাপদর চোখে ঘুম ছিলো। সে লোকটিকে ভালো করে দেখতে পেলো না।

ও কী লোকটি করছে কী ?

মা'র মুখ চেপে ধরেছে। মা গোঙাচ্ছেন। হঠাৎ তারাপদ যেন শুনতে পেলো মা চীৎকা করে বলছেন — তারা, তারা..আমাকে বাঁচা...।

তারাপদ বুঝতে পারলো তার মা বিপদে পড়েছে। সে দৌড়ে পাশের ঘরে গেলো। সকা মা সেই ঘরে একটি দা রেখেছিলেন। তারাপদ আর দেবি করলো না। দা'টি নিয়ে এসে লোকটিকে কুপিয়ে মারতে লাগলো।

তারপর দেখতে পেলো রক্তের ঝলক।

বাকীটা তারাপদর মনে নেই। তারাপদ কী খুনী না সে তার মাকে রক্ষা করেছে।

তারাপদ তার চেতনা ফিরে পেলো। দেখতে পেলো বাতাসী তার মুখের পানে তাকি জবাবের প্রতিক্ষা করছে।

তারাপদর চোখে মুখে ক্ষণিকের জন্যে হিংস্রতা ফুটে উঠলো। সে মৃদু স্বরে বললো : বাতা মানুষ কুত্তার বাচ্চা। ওদেব কক্ষণো বিশ্বাস কববিনে।

বাতাসী কিছুক্ষণের জন্যে তারাপদর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে যেন তারাপদ কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারলো না। কিন্তু বুঝতে পারলো যে তারাপদর মনে হিংস্রতা জেগে সত্যি মাঝে মাঝে তারাপদ বন্যপশু হয়ে ওঠে। হাতের বইটি তুলে নিয়ে বললো : যাকগে বাজে চি করে কী হবে। পিসী মরে গেছে। মরবাব সময় আমাকে বলেছিলেন, বাতাসী, বইটি যত্ন করে রাখি তারাপদও যেন তার সম্বিৎ ফিরে পেলো। সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো : তোর পিসে এই বই কোথা পেয়েছিলেন ?

জানিনে। আমাকে শুধু পিসী বললেন যে, ১৯৪৭ সালে সাহেবরা যখন জেলের অনে কাগজপত্র পুড়িয়েছিলেন তখন সেই জঞ্জাল থেকে পিসে এই বইটি উদ্ধার করেছিলেন। বৃষ্টিব জ বইটিতে আগুন লাগে নি। পিসে বইটি ঘরে তুলে এনে রেখে দিয়েছিলেন। বাতাসী এই কথা ব বইটি রাখতে ঘরের ভেতর গেলো।

সেদিন যদি তারাপদ এবং বাতাসী বই-এর প্রথম পাতাটি পড়তো তাহলে দেখতে পেতো: পাতায় লেখা আছে : টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট। ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট ফ্রম দি স্পেশাল এজেন্ট দুর্গাপ্রসা

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। ১৯৪৭ সালে বৃষ্টির জলে দুর্গাপ্রসাদের প্রবঞ্চনা প্রতারণ কাহিনী আগুনে পুড়ে যায় নি।

বেশ কিছুক্ষণ মহেন্দ্রনাথ তারাপদর কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন।

অতুল দ্বীপের স্মাগলিং-এর কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্ত এবং স্মাগলারদের খুঁজে বার কর চায়। সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো স্যর — তারাপদ মহেন্দ্রনাথকে বললো।

মহেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। প্রথমে কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ আগে উদয়চাঁদ তাঁকে তর্ক করে বলেছেন : ছেলের সম্বন্ধে অন্ধ হয়ো না মহেন্দ্রনাথ। মনে রেখো অতুল পুলিশে কাজ করে।

মহেন্দ্রনাথ হেসে জবাব দিয়েছিলেন : ও কথা আমি জানি।

উদয়চাঁদ তার কথার সুরে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন : তুমি জানো, কিন্তু বিপদে তুমি পড়বে না। কারণ অতুল তোমার ছেলে। আমরা বিপদে পড়বো।

মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদের মন্তব্যের ভেতর কিছুটা যুক্তি খুঁজে পেলেন, যদিও তিনি জানতেন যে অতুল মহেন্দ্রনাথের দোষকে ক্ষমা করবে না। অতুলকে তিনি জানেন।

জীবনে অতুলের সবচাইতে বড়ো আদর্শ এবং নীতি হলো আইনকে বজায় রাখা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্যে অতুল কোনদিন ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। আজো হবে না। এ ব্যাপারে অতুল তার মা'র স্বভাব পেয়েছে।

মহেন্দ্রনাথের মনে হলো যে তিনি কঠিন বিপদে পড়েছেন। তাঁর একদিকে স্মাগলিং-এর ব্যবসা — আর অপর দিকে তাঁর ছেলে। ব্যবসা করতে গেলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হবে। আর ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে তাঁর ব্যবসার পাট চুকাতে হবে। মহেন্দ্রনাথ কি তাঁর ব্যবসার পাট গুটাবেন? অসম্ভব! আজ সমস্ত আন্দামান নিকোবর দ্বীপে তাঁর বিরাট স্মাগলিং ব্যবসা ছড়িয়ে আছে। আর এই ব্যবসা থেকে তিনি অগাধ টাকা রোজগার করছেন। না টাকার নেশা বড়ো তীব্র নেশা! এ নেশাকে সহজে বিসর্জন দেয়া যায় না। আর ছেলে অতুলের সঙ্গে কোনদিনই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় নি। ভবিষ্যতে তাঁদের সম্পর্ক নিবিড় হবে কিনা একথা কে বলতে পারে?

কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে বললেন : তারাপদ কিছুদিনের জন্যে আমাদের স্মাগলিং-এর কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে। অতুল যেন তদন্ত করে জানতে না পারে যে টমসন অ্যাণ্ড টমসন কোম্পানী স্মাগলিং-এর কাজকর্ম করে। আগামী দু'তিন সপ্তাহ যেসব ডিঙি বর্মা থেকে মাল নিয়ে আসবে, ওদের বলে দাও যে পুলিশের তৎপরতা বেড়েছে। আজকাল কোন মাল কিনতে গেলে আমরা বিপদে পড়বো। আর এই কয়েকটা দিন ঝিনুক থেকে মুক্তো বার করবার দরকার নেই। অতুল যেন আমাদের কাজকর্মের কোন খবর না পায়।

তারাপদ মাথা নাড়লো। মুখ দিয়ে কোন কথা বললো না। কারণ দীর্ঘদিন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করে তার চরিত্রকে ভালো করে চিনতো। মহেন্দ্রনাথ জানেন কখন তাকে কঠোর হতে হবে আর কখন তার কণ্ঠের সুর নরম করতে হবে। কিন্তু আজ তার মনে হলো যে মহেন্দ্রনাথ যেন কিছুটা আতঙ্কিত হয়েছেন। বাপ ছেলের দ্বন্দ্ব। এ কথা ভাবতেই তারাপদর মনে হাসি পেলো।

ডিঙি-নৌকো থেকে আমরা মাল কিনতে না পারি বটে কিন্তু আমি জানি যে রামকুমার ডিঙির মাঝিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। না, আফিং কেনা রামকুমারের উদ্দেশ্য নয়। রামকুমার মাঝিদের কাছ থেকে খবর কিনতে চায়। উনি জানতে চান ওরা কার কাছে মাল বিক্রি করছে। আর ডিঙি-নৌকোর কর্তাদের কথা বলা যায় না। যদি আমাদের কাছে মাল বিক্রি না করতে পারে তাহলে ওরা রামকুমারের খপ্পরে পড়বে।

মহেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। রামকুমার যে ডিঙি-নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং

তাদের মন ভুলিয়ে কথা বার করবার চেষ্টা করছে এ খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। তিনি চান : যে রামকুমার মাঝিদের কাছ থেকে তাঁর অবৈধ কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন খবর বার করুক।

রামকুমার আজ তাঁর ব্যবসার অগ্রগতির এবং জীবনের উন্নতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। যতোদি রামকুমার এ সংসারে বেঁচে থাকবে ততোদিন মহেন্দ্রনাথকে তাঁর অতীত জীবন নিয়ে বেঁচে থাক হবে। আর মহেন্দ্রনাথের কাছে এই অতীত জীবন অতি কঠোর কর্কশ। তিনি অতীতকে ভুলে গি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চান। কেউ যেন জানতে না পারে মহেন্দ্রনাথ কী ছিলেন। সবা জানুক যে মহেন্দ্রনাথ হলেন আন্দামান দ্বীপের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী, দয়াশীল, ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁর ছেলে অতুলও জানে যে জীবনে মহেন্দ্রনাথ কোন অন্যায় করে নি। তিনি কী তাঁর ছেলের কা অতীত জীবনের মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁর প্রকৃত চরিত্রের রূপকে উদঘাটিত করবেন ? তিনি ব অতুলকে জানাবেন যে তিনি হলেন খল, কুটিল, ধূর্ত, স্মাগলার এবং সর্বশেষে তিনি ব্রিটিশ সরকারে কাছে তাঁর বন্ধুদের বিক্রি করে উন্নতির মুকুট পরেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে তাঁর কাছ থে খবর পেয়ে ব্রিটিশ সরকার বহু দেশপ্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনি কতো তরুণ যুবকে সর্বনাশ করেছিলেন তার পুরো ইতিহাস রামকুমারও জানেন না। তিনি কী ধরনের এবং কোন কো যুবকের সর্বনাশ করেছিলেন তার পুরো খবব রাখতেন শুধু ব্রিটিশ সবকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ আর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের পুরোনো গোপনীয় কাগজপত্র সবই তো ব্রিটিশ সরকার দ্বীপ থেকে চ যাবার আগে পুড়িয়ে দিয়েছে। আজ কেউ তাঁর অতীত জীবনের সঠিক পরিচয় জানে না।

তারাপদ, মহেন্দ্রনাথ তার চিন্তার রেশ ভেঙে আবার বলতে শুরু করলেন। প্রয়োজন হ রামকুমারের মুখ আমাদের বন্ধ করতে হবে। কোন প্রকারে রামকুমার কিংবা তার শাগরেদ আব্দু যেন অতুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করতে পারে।

তারাপদ মহেন্দ্রনাথের কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো। মুখ বন্ধ করা মানে রামকুমার পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। আর এ ধবনেব খুনের কাজে তারাপদই হলো উপযুক্ত।

আপনার নির্দেশ মনে থাকবে স্যর --- তারাপদ মৃদু কণ্ঠে বললো। তারপব ঘর থে বেরিয়ে গেলো।

দ্বীপের চারিদিক এক চক্কর ঘুরে বেড়াবার পর অতুল ঠিক করলো যে এবার সে তার পিতা মহেন্দ্রনাথে সঙ্গে দেখা করবে। এবং তার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবে। যদিও অতুলের তার বাবার স ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই তবু দ্বীপের নোংরা চোরা চালানের কাজকর্ম নিয়ে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিস্তৃ আলাপ-আলোচনা করতে তার কোন আপত্তি নেই। দিল্লীতে সরকারী দপ্তরের ফাইলে আন্দামা দ্বীপের অতীত এবং বর্তমানের অনেক রহস্য এবং বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী সে পড়েছে। কি ফাইলে নথিপত্রে কিছু পড়াশুনা করা এক কথা আর প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে বিবরণী শোনা সম্পূ পৃথক ব্যাপার। মহেন্দ্রনাথ এই দ্বীপের প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন। তিনি দ্বীপের একজন গণ্যমা ব্যক্তি।

মহেন্দ্রনাথের অফিসের দরজার কাছে এসে অতুল দেখতে পেলো তারাপদ তার বাবার ঘ থেকে বেরিয়ে আসছে। অতুল জানে যে তারাপদ তার বাবার ডান হাত। সে তার বাবার বিবি

ধবনেব কাজ কবে থাকে। কিন্তু সেই বিভিন্ন ধবনেব কাজটি কী সেইটে জানবাব সুযোগ অতুলেব হয় নি। অতুল তাব মা'ব নির্দেশানুযাযী তাবাপদব সঙ্গে দ্বীপেব কিছু খবব জানতে চেযেছিলো। কিন্তু ঐ পাগলী মেযেটি কী নাম তাব, বাতাসী ? সে এসে তাব উদ্দেশ্য ভণ্ডুল কবে দিলো।

বাতাসী। বাতাসীব কথা মনে কবতেই অতুলেব মনটা চিনচিন কবে উঠলো। বাতাসী আন্দামান দ্বীপেব হবিণ বাপেব ঝড়ো হাওযা। বাতাসীব সঙ্গে তাবাপদব কী সম্পর্ক ? ভালোবাসা, প্রেম।

আজ মহেন্দ্রনাথেব ঘবেব সামনে অতুল-তাবাপদব মুখোমুখি দেখা হওযা সত্ত্বেও কেউ কারু দিকে তাকালো না কিংবা কোন কথা বললো না। তাবাপদব মুখেব দিকে তাকিযে অতুলেব মনে হলো সে যেন একটু চিন্তিত। কী ব্যাপাব নিযে চিন্তা কবছে তাবাপদ।

কিন্তু তাবাপদব ব্যাপাব নিযে অতুল বেশী ভাববাব সময পেলো না। কাবণ ঘবেব ভেতব ঢুকতেই মহেন্দ্রনাথ বেশ বাশভাবী কণ্ঠস্ববে বললেন আমি ভেবেছিলুম আন্দামানে আসবাব আগে তুমি আমাকে একটা খবব দেবে। খবব তো দাওনি, এমনকি আজ সকালে এখানে এসে আমাব সঙ্গে দেখা কবোনি।

অতুল মহেন্দ্রনাথেব ভর্ৎসনাব কণ্ঠ শুনে বেশ একটু হকচকিযে গেলো। কী ব্যাপাব। মহেন্দ্রনাথ তাব সঙ্গে এমন সুবে কথা বলছেন কেন ? কথা বলবাব ভঙ্গী দেখলে মনে হয মহেন্দ্রনাথ এবং অতুল একে অন্যেব কাছে অপবিচিত।

অতুল কোন কৈফিযৎ দেবাব চেষ্টা কবলো না। বেশ শান্ত গলায বললো হঠাৎ আমাকে আন্দামানে আসতে হলো। খবব দেবাব সময পেলুম না।

বাবাকে নিশ্চয দেখতে আসোনি -- মহেন্দ্রনাথ আবাব মেজাজী সুবে জিজ্ঞেস কবলেন।

বথ দেখা এবং কলা বেচাব কাজ কবাই হলো আমাব প্রধান উদ্দেশ্য।

মানে? বেশ বিস্মিত গলায মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস কবলেন। অতুলেব ছোট জবাব তাব কাছে হেঁযালী ধাঁধা বলে মনে হলো। কিন্তু এই প্রশ্ন কববাব সময তাঁব মনে আব একটা কথা জাগলো। তাহলে কী তাবাপদ এবং উদযচাঁদ যে অভিযোগ কবেছে সেই অভিযোগ সত্যি? অর্থাৎ অতুল কী আন্দামানে স্মাগলিং এব কাজ কাববাব নিযে কোন তদন্ত কবতে এসেছে?

অতুলেব জবাব তাঁব মনেব চিন্তাকে দূব কবতে পাবলো না। ববং তাঁব মনেব আতঙ্ক আবো তীব্র হলো।

একটা সবকাবী কাজ কববাব জন্যে আমি দ্বীপে এসেছি।

কী কাজ? নিজেব মনেব চিন্তাকে দমন কবে মহেন্দ্রনাথ প্রশ্ন কবলেন।

আমি একটি লোক খুঁজে বাব কবতে চাই --- অতুল সহজ গলায জবাব দিলো।

লোকটি কে? মহেন্দ্রনাথেব জানাবাব কৌতূহল আবো প্রবল হলো।

লোকটিব নাম দুর্গাপ্রসাদ।

অতুলেব মুখে দুর্গাপ্রসাদ নামটি শুনে মহেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। অতুল দুর্গাপ্রসাদ নামটি কাব কাছ থেকে জানতে পাবলো? কে তাকে খবব দিযেছে যে অতীতেব দুর্গাপ্রসাদ আজো বেঁচে আছে। অতুল কী দুর্গাপ্রসাদেব জীবনবহস্য জানে? মহেন্দ্রনাথ বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পাবলেন না। স্তম্ভিত হতবাক হযে বইলেন। তিনি যেন কথা বলবাব শক্তি হাবিযেছেন।

দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে তোমার কাজের কী সম্পর্ক? মহেন্দ্রনাথ অনেক কষ্ট করে এই ছোট প্রশ্নটি করলেন।

অতুলও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। ভাবতে লাগলো তার বাবার প্রশ্নের কী জবাব দেবে? অতুল কী তার বাবাকে সব কথা খুলে বলবে? হয়তো বলা দরকার। কারণ এই দ্বীপে আজ অতীত বিস্মৃত দিনের শুধুমাত্র একজন মানুষই আন্দামানে আছেন। আর তিনি হলেন মহেন্দ্রনাথ। আর মহেন্দ্রনাথ শুধু অতীত এবং বর্তমান যুগের সেতু নন, তিনি হলেন আন্দামান দ্বীপের একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী। এ দ্বীপের কোথায় কী ঘটছে সে কথা তাঁর অজানা নেই। অতুল তার বাবাকে শ্রদ্ধা করে। মহেন্দ্রনাথ এ দ্বীপের উন্নতিসাধনের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। অতুল যদি তার বাবার কাছে সব রহস্য খুলে বলে তাহলে হযতো মহেন্দ্রনাথ দুর্গাপ্রসাদের রহস্য উদঘাটন করতে সাহায্য করবে।

বেশ তাহলে তোমাকে খুলে বলি — দুর্গাপ্রসাদকে আমার প্রয়োজন কেন? আমরা বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছি যে আন্দামান দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের স্মাগলিং এবং চোরা কারবার হচ্ছে। এই স্মাগলিং-এর মধ্যে হেরোন স্মাগলিং হলো অন্যতম। আমরা যদি দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে আমরা এই চোবা চালান বন্ধ করতে পারবো।

অতুলের কথা শুনে মহেন্দ্রনাথের মনে হলো যে তার ছেলে কথা গোপন করবার চেষ্টা করছে। তাই তিনি ছেলের কাছ থেকে আরো খবর জানবার জন্যে আবার বললেন : আন্দামান ছোট দ্বীপ হতে পারে কিন্তু এ দ্বীপের জনসংখ্যা কম নয়। এ ভিড়ের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করা সহজ কাজ হবে না। আমি দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আরো কিছু খবর জানতে চাই। যদি তুমি দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে পারো তাহলে লোকটির খোঁজখবর করা আমার পক্ষে সহজ হবে।

অতুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শান্ত গলায় বলতে লাগল : দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের কাছে বিশেষ কোন খবর নেই। কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের কয়েকজন বিপ্লবীনেতা তাদের বিপ্লবসংক্রান্ত কাজকর্মের বিবরণী দিয়ে তাদের আন্দমান জীবনীর একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। তাদেব জীবনীতে আমবা সর্বপ্রথম দুর্গাপ্রসাদের নাম জানতে পাবি। বিপ্লবী নেতাদের বক্তব্য ছিলো যে দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন দেশদ্রোহী, প্রাক্তন ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একজন ইনফরমার। ১৯৪২ সালে কুইট ইন্ডিয়া' সংগ্রামেব সময় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সবকারের বিরোধী যে সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র করেছিলেন সেই গোপন চক্রান্তেব খবব দুর্গাদাস ব্রিটিশ পুলিশকে দিয়েছিলো। তাব কাছ থেকে খবব পেয়ে ব্রিটিশ পুলিশ সদলবলে বিপ্লবীদের গোপন শিবিবে হানা দেয়। বিপ্লবীদেব সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ হয় এবং খন্ডযুদ্ধে কিছু বিপ্লবী মারা যান। কয়েকজন বন্দী গ্রেপ্তার হন। দু'তিনজন বিপ্লবীকে পুলিশ গোপনে গুলি করে হত্যা করে। দু'একজন বিপ্লবী অবশ্যি পালিয়ে গিযেছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ বিপ্লবীদেব সঙ্গে প্রতারণা করেছে এ কথা বহুকাল বিপ্লবীরা জানতে পারে নি। পরে আকস্মিক ঘটনার ভেতর দিয়ে দুর্গাপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেলো।

বিপ্লবীদের মধ্যে একটি বিবাহিতা মেয়ে ছিলো। মেয়েটি সেদিন পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। পরে পুলিশের দৃষ্টি এড়াবাব জন্যে কলকাতার থিয়েটারে অভিনেত্রীর ছদ্মবেশ পরে থাকে। মেয়েটির কাছে কিছু দলের সদস্যদের নামের লিস্ট ছিলো। দুর্গাপ্রসাদ এই মেয়েটির খবর পায় এবং পুলিশকে তার খবর দেয়। পুলিশ মেয়েটিকে ধরতে যায় কিন্তু ধরতে পারে নি। কারণ মেয়ে

ুলিশ আসবার আগে আত্মহত্যা করে। বিপ্লবীদের আত্মজীবনীতে আরো লেখা ছিলো যে মেয়েটি াত্মহত্যা করবার আগে একটি চিঠি লিখে যায়। আর সেই চিঠিতে দুর্গাপ্রসাদের দেশদ্রোহিতার াজকর্মের কিছু খবর ছিলো। কিন্তু চিঠি ইংরেজ পুলিশের হাতে পড়ে। কাজেই দুর্গাপ্রসাদ কী ধরনের নাংরা দেশদ্রোহিতার কাজ করেছিলো তার পুরো বিবরণী আমরা আজো জানিনে। পরে পুলিশ র্গাপ্রসাদকে বাঁচাবার জন্যে তার বিরুদ্ধে মেয়েটিকে হত্যার অভিযোগ কোর্টে পেশ করে। সাজানো কস। কারণ পুলিশ জানতো যে দুর্গাপ্রসাদকে যদি আন্দামানে পাঠানো যায় বিপ্লবীরা আর তার াগাল পাবে না। দুর্গাপ্রসাদ আন্দমানে এলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আন্দামানে দুর্গাপ্রসাদের এক বন্ধু লো। বন্ধুর উদ্দেশ্য ছিলো দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং দুর্গাপ্রসাদ তার পার্টি থেকে কা চুরি করেছিলেন সেই টাকার বখরা আদায় করা। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ কোন ঝুঁকি নিতে রাজী লেন না। কারণ দুর্গাপ্রসাদের বন্ধুটি আন্দামানে পৌঁছুবার আগে ব্রিটিশ পুলিশ দুর্গাপ্রসাদকে জেলখানা থকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। কিন্তু বাজারে গুজব চালু করা হলো দুর্গাপ্রসাদ আন্দামান থকে পালিয়ে গেছেন। আসলে দুর্গাপ্রসাদ যে জেলখানা থেকে পালিয়ে যাননি এবং তাকে জেলখানা থকে চলে যাবার জন্যে সাহায্য করা হয়েছিলো সে খবর জানতেন : আন্দামান জেলখানার বড়ো র্তৃপক্ষ এবং এক সার্জেন্ট ও ওয়ার্ডার। সার্জেন্ট ছিলেন বর্মীজ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আর জেলখানার যার্ডাব আন্দামানে নতুন শাসনতন্ত্র গঠন হবার পর মারা যান। কাজেই দুর্গাপ্রসাদ কোথায় আছেন বং আদৌ জীবিত আছেন কিনা এ খবর দেশের সরকার আজো জানতে পারে নি।

একটানা কথা বলে যাচ্ছিলো অতুল। কথা বলবার সময় একবারও মহেন্দ্রনাথের মুখের কে তাকায় নি। যদি তাকাতো তাহলে দেখতে পেতো যে মহেন্দ্রনাথের মুখ ফ্যাকাসে রক্তহীন য়েছে।

নিস্তব্ধ হয়ে মহেন্দ্রনাথ ছেলের কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি যেন তাঁর চোখের সামনে কে দেখতে পেলেন। মৃত্যু...মৃত্যু এসে আজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে, কী করবেন তিনি। আজ । সামনে মস্ত বড়ো কঠিন সমস্যা এসে দাঁড়িযেছে! অতুল যদি তাঁর সন্তান না হয়ে সাধারণ পুলিশ চারী হতো তাহলে তিনি তারাপদকে ডেকে হুকুম দিতেন : তারাপদ চবিবশ ঘন্টার মধ্যে আমি এই ানের মৃতদেহ দেখতে চাই। কিন্তু অতুলের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক আছে। তারই দেহের রক্ত ছে অতুলের শিরা উপশিরায়। তিনি কী করে আজ অতুলকে খুন করবার হুকুম দেবেন? আজ ন্দ্রনাথের মনে হলো যেন তাঁর দেহে প্রাণ নেই। তিনি বড়ো নিঃসহায় দুর্বল।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো যে তিনি অতি বিপদে কখনও মনের তা হারাতেন না কিংবা অধৈর্য হতেন না। কোনপ্রকারে নিজের মনের উত্তেজনাকে গোপন করে ার প্রশ্ন করলেন : অতুল, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এ দ্বীপে বসবাস করছি। আমি কখনই দুর্গাপ্রসাদ কারু নাম শুনিনি কিংবা কোন লোক দেখিনি। অবশ্যি সম্প্রতি আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজকর্ম কিছু কানাঘুষো শুনছি। তবে অবশ্যি এই সমস্ত নোংরা কাজের খবর আমি রাখিনে...

দুর্গাপ্রসাদকে নিয়ে ভারত সরকারের চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন ছিলো না কারণ ব্রিটিশ ন যুগের আমলে কে দেশদ্রোহিতা করেছে সে নিয়ে সরকারের চিন্তা করবার দরকাব নেই। কিন্তু তি হোম মিনিস্ট্রি দুটো চিঠি পেয়েছে এবং দুটো চিঠিতেই দুর্গাপ্রসাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কলকাতা থেকে একটি মেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে ১৯৪২ সালে 'কুইট ইন্ডিয়া' মুভমেন্টের সময় তার মা সেই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ বলে একটি লোকের দেশদ্রোহিতার, প্রতারণার দরুন তার মা আত্মহত্যা করে। তার মা দেশসেবিকা ছিলো প্রাক্তন বিপ্লবী এবং দেশসেবকদের পরিবারের জন্যে ভারত সরকার যে মাসোহারা দিচ্ছেন মেয়েটি সেই মাসোহারা দাবি করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী হোম মিনিস্ট্রি মেয়েটির বক্তব্যের সত্য-মিথ্যার যাচাই করবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু মেয়েটির মা যে বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পুলিশ শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে যে মেয়েটির মা ছিলেন কলকাতা নাট্যমঞ্চে র একজন অভিনেত্রী।

কথা বলতে বলতে অতুল একবার বাবার মুখের দিকে তাকালো। দেখতে পেলো মহেন্দ্রনাথ বেশ আগ্রহ সহকারে তার কথাগুলো গিলছেন। হয়তো স্মৃতিচারণ করলে মহেন্দ্রনাথ দুর্গাপ্রসাদকে চিনতে পারবেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ অতুলের কাহিনীর উপর কোন মন্তব্য করলেন না। চুপ করে রইলেন।

দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমরা আর একটি মারাত্মক চিঠি পেয়েছি। সেই চিঠির লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে দুর্গাপ্রসাদ মারা যায় নি। আজো বেঁচে আছে এবং আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজ করছে। লোকটি বর্মা থেকে জেলেনৌকো করে আফিং নিয়ে আসে এবং দ্বীপের কয়েকটি জায়গায় আফিং থেকে হেরোন বানাবার ফ্যাক্টরী করেছে। বাইরে থেকে বোঝবার যো নেই হেরোন বানাবার ফ্যাক্টরী কোন্‌টি।

চিঠির লেখকের বক্তব্য ছিলো যে কলকাতা থেকে বিদেশী মুদ্রা এনে আফিঙের দাম দেওয়া হচ্ছে।

মহেন্দ্রনাথ এবার যেন নিজের চেতনা ফিরে পেলেন। ছেলের দীর্ঘ কাহিনী শুনে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন যে আজ তাঁর জীবনে একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত। এই বিপদের সময় মনের বিচলতা অস্থিরতা কিংবা অহেতুক ঔৎসুক্য দেখিয়ে লাভ হবে না। বরং বিপদ বাড়বে। মহেন্দ্রনাথ খুব জোরে হেসে বললেন : রূপকথা, রূপকথা অতুল। তোমাদের সরকারকে কেউ বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। আসল কথা কী জানো — অন্তত আমার মন বলছে যে লোকটি তোমাদের কাছে এই উড়ো চিঠি লিখছে সেই লোকটি হলো স্মাগলার। নিজের দোষ অন্যর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে। তাই সরকারের মনকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে।

অতুল এ কথার কোন জবাব দিলো না। হয়তো বুঝতে পারলো না তার বাবা কী বলতে চাইছেন। বেনামী চিঠির লেখক সরকারের মনকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। কী কারণ।

মহেন্দ্রনাথ আবার বলতে শুরু করলেন :

না অতুল, তুমি জানো আমি কে? মহেন্দ্রনাথ শুধু মাত্র একজন ব্যবসায়ী, স্টিভাডোর কোম্পানীর মালিক নয় — তিনি হলেন আন্দামান দ্বীপের একজন পুরাতন বাসিন্দা। এই দ্বীপের কোথায় কী ঘটছে তার সব খবরই আমি জানি। দেশের সরকার আন্দামানকে একটি সুন্দর দ্বীপে পরিণত করতে চাইছেন। কিন্তু এই দ্বীপের একদল শয়তান লোক নোংরা কাজকর্ম করতে শুরু করেছে। পুলিশ ওদের বহুবার ধরবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু ওদের ঘাঁটির খবর পায় নি।

কিন্তু আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হবো না — অতুল ছোট জবাব দিলো।

কেন? মহেন্দ্রনাথ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কারণ বেনামদারী চিঠির লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে আজ বিকেল চারটার সময় :পের একটি জায়গায় ওর একজন এজেন্টআমার সঙ্গে দেখা করবে। ঠিক ঐ সময় দুতিনটে জেলে-ীকো আন্দামানের ঐ জাযগায় আসবে। জেলে-নৌকোর সর্দারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে যে ওর ছ থেকে আফিং কিনবে .... কারণ বেনামদারী চিঠির লেখকের এজেন্ট নিজেকে দুর্গাপ্রসাদেব াক বলে পরিচয় দেবে। জেলে-নৌকার সর্দাব ওকে বিশ্বাস করবে। আর আমাদের কাজ হবে ঐ র্বের কাছ থেকে দুর্গাপ্রসাদের স্মাগলিং-এর খবর সংগ্রহ করা।

এবার মহেন্দ্রনাথ বিপদের গন্ধ পেলেন। বুঝতে পারলেন যে রামকুমার জেলে-নৌকোর র্দারের কাছ থেকে তার স্মাগলিং ব্যবসার খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে এবং সেই খবর অতুলকে বে। রামকুমার প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছে। আর অতুল যদি জানতে পারে যে তাব বার একটি রহস্যময় অতীত আছে এবং স্মাগলিং-এর কাজ করছে তাহলে কী হবে? ছেলে যদি নতে পারে যে তার বাবা হলেন চোর, স্মাগলার তাহলে সে তার বাবাকে কখনই শ্রদ্ধা কবতে বে না। রামকুমার শুধু তাকে সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছে না সে তার সুখের পারিবারিক জীবনকে ংস করবার চেষ্টা করছে। মহেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে রামকুমারকে খুন করাই হবে তার প্রধান জ। আর একাজের জন্যে তাকে তারাপদর সাহায্য নিতে হবে।

মহেন্দ্রনাথ অতুলের কথার জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। অতুল তার বাবাকে চুপ ৱে থাকতে দেখে বললো: আজ বিকেল ছ'টাব সময় ঠিক সূর্য ডোবার আগে আমাকে বেনামী ঠির লেখকের এজেন্টের সঙ্গে আন্দামানের রুটল্যান্ড পয়েন্টে দেখা করতে হবে। তারপর ঘড়ির কে তাকিয়ে বললো: ইস্, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। বিকেল পাঁচটা বাজে। যাক আমি তোমাব র্সিডিজ গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি।

মহেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন। তিনি চান না যে অতুল এইসব বিপদ ঝামেলার ঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। কারণ তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে তার লোক অর্থাৎ তারাপদ গিয়ে মকুমারের এজেন্টএবং জেলে-নৌকোর সর্দারকে খুন করবে। আর এই খুন খারাপি এবং রক্তপাতের ধ্যে অতুলকে জড়াবার কোন ইচ্ছে তার নেই।

আমার গাড়িতে তেল নেই --- মহেন্দ্রনাথ আপত্তির সুরে বললেন।

তুমি চিন্তা করো না বাবা। আমি গাড়িতে তেল ভরে নেবো।

অতুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ দরজার সামনে এসে বললো: মা লছিলেন যে দ্বীপের দু'একজন লোক তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তুমি চিন্তা করো না। আমি পুলিশকে ল দিচ্ছি ওরা তোমার শত্রুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। আর দুর্গাপ্রসাদের কেসটির তদন্ত হয়ে যার পর আমি তোমার শত্রুদের ধরবার চেষ্টা করবো।

অতুল মহেন্দ্রনাথের জবাবের প্রতীক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লো।

শ কিছুক্ষণ মহেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। তিনি যেন দিব্য চোখে দেখতে পেলেন যে

তার জীবনে বিপদের ঘনছায়া এগিয়ে আসছে। তার নিজের সন্তান তাকে ধরবার চেষ্টা করছে একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যেমনি করে হোক অতুলের কাজে বাধা দিতে হবে। আর এই কাজ এমন সূক্ষ্মভাবে করতে হবে যেন অতুলের বিপদ না হয়। রামকুমারকে হত্যা করতে হবে। কার রামকুমার মহেন্দ্রনাথের অতীত জানে। আর উদয়চাঁদ যদি মুখ খুলবার চেষ্টা করে তাহলে তা পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। আর এই সব কাজের দায়িত্ব তিনি তারাপদকে দেবেন। তারাপদ অ বিশ্বস্ত লোক — ডান হাত।

তারাপদ ..... তারাপদ .... আজ তার বিপদের একমাত্র সঙ্গী...।

মহেন্দ্রনাথের মুখের সামনে আর একটি সুন্দর মুখ ভেসে উঠলো।

মহেন্দ্রনাথ আর ভাবতে চাইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্রনাথ অফিসের ইন্টারকমে উদয়চাঁদকে ডাকলেন।

উদয়, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। তার গলায় স্বরে খানিকটা উত্তেজনার আভাষ ছিলো।

উদয়চাঁদ কোন ঔৎসুক্য কৌতূহল প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করলো: কী ব্যাপার মহেন্দ্র তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি বেশ বিচলিত হয়েছ।

হ্যাঁ উদয়, চিন্তা করার কারণ আছে বটে। রামকুমার দিল্লীর কর্তাদের কাছে উড়ো চিঠি লি জানিয়েছে যে আন্দামানে চোরা কারবার হচ্ছে। আর এই অবৈধ কাজ বন্ধ করবার জন্য ভার সরকার অতুলকে আন্দামানে পাঠিয়েছে।

উদয়চাঁদ এবার বেশ কিছুটা বিস্মিত উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি বলছো মহেন্দ্রনাথ? তোমার ছেলে অতুল এসেছে তোমার স্মাগলিং কাজ-কারবারের তদন্ত করতে? তাহ সত্যিই তুমি বিপদে পড়েছ।

শাট আপ, বেশ ধমকের কণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বললেন। দেয়ালের কান আছে উদয়। মনে রে আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি... ...

কিন্তু সে আগুনে আমি পুড়ে মরবো। তুমি নও। হাজার হোক অতুল নিশ্চয় তার বা কোন ক্ষতি করবে না। আমাকে ধরে কোর্টের কাছে পেশ করবে। বলবে আমি হলুম স্মাগলিং দলে সর্দার।

মহেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসলেন। হয়তো উদয়চাঁদের কথার ভেতর খানিকটা যুক্তি খুঁ পেলেন। অতুল কী আজ দেশবাসীর কাছে তার বাবার মুখোশ খুলে দেবে? অতুলকে তিনি বিশ্বা করেন না। তাই কোনদিন বাপ ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় নি।

আজ তর্ক করে সময় নষ্ট করতে পারিনে। আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের প্রথ কার্জ হলো রামকুমারের এজেন্ট এবং জেলেনৌকোর সর্দারকে খুন করা। আমাদের দেখতে হ যেন অতুলের কাছে ওরা মুখ না খুলতে পারে। আর এ কাজটি করবে তারাপদ। তারাপদ কোথা ডেকে।

বেশ, আমি ওকে এ কাজ করবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি। আর একটা কথা। কিছুদিনের ভ আমাদের স্মাগলিং-এর কাজকারবার বন্ধ রাখতে হবে।

কিন্তু আজ বিকেলে বর্মা থেকে কিছু মাল আসবার কথা আছে।

জেলে-নৌকোর সর্দারকে খবর দাও পাড়ে যেন নৌকো না ভেড়ায়। আর যদি লোকটা ডাঙায় আসে তাহলে ওকে খুন করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই । আর শুধু তাই নয়। আমাদের রেঙ্গুনে খবর পাঠাতে হবে যেন কিছুদিনের জন্যে মাল পাঠানো না হয়। বেশ দৃঢ়কণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ কথাগুলো বললেন। বিপদের সময় তার বুদ্ধি যেন আরো প্রখর এবং সতেজ হয়।

মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদের সঙ্গে কথা বলবার পর জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর জানলার কাছ থেকে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের বেশ অনেকটা অংশ দেখা যায়।

মহেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখলেন এক নম্বর ডকের কাছে দাঁড়িয়ে তারাপদ কুলীদের সঙ্গে চীৎকার হৈ-হল্লা করছে আর জাহাজে মাল ওঠাবার নির্দেশ দিচ্ছে। একটা জাহাজ হয়তো এক্ষুনি নোঙ্গর তুলবে কারণ জাহাজের চিমনি থেকে গলগল করে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে নাবিকেরা তারাপদ এবং কুলীদের সঙ্গে কথা বলছে। ওরা কী ধরনের আলাপ-আলোচনা করে মহেন্দ্রনাথ জানেন। বিশ্রী নোংরা গল্প হলো ওদের আলোচনার বিষয়।

আজ এই জাহাজে মহেন্দ্রনাথের কিছু অবৈধ মাল যাচ্ছে কাল থেকে আর কোন মাল যাবে না। কারণ অতুল আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজ সম্পর্কে তদন্ত করছে। আজ মহেন্দ্রনাথকে তার ছেলের কাছে হার স্বীকার করতে হলো। এর আগে কখনও তিনি কারুর কাছে মাথা হেঁট করেন নি - - কিন্তু অতুলের কাছে তাঁকে তাঁর মাথা নত করতে হলো। কোনদিন তিনি উদয়চাঁদ কিংবা তারাপদকে ডেকে বলেননি যে স্মাগলিং-এর কাজ-কারবার বন্ধ করো কিন্তু আজ তিনি উদয়চাঁদকে ডেকে বলেছেন: নো মোর স্মাগলিং।

না হেরোন, মুক্তো স্মাগলিং করবার জন্যে তাঁকে আর একটি নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। আর স্মাগলিং করবার এই পথটি এমন সূক্ষ্ম হবে যে অতুল রামকুমার ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগও জানতে পারবে না যে মহেন্দ্রনাথ কী করে তাঁর চোরাকারবার করছেন।

মহেন্দ্রনাথ জানতে পেরেছেন যে সরকারের কাছ থেকে ঝিনুক, কোরাল, কিনবার জন্যে কলকাতা থেকে এক ব্যবসায়ী কিশোর ভীমানি দু'একদিনের মধ্যে আন্দামানে আসবেন। কিশোর ভীমানি এইসব মাল বাক্সে পুরে কলকাতায় বোম্বাইতে পাঠাবেন। যদি কোনপ্রকারে কিশোর ভীমানিকে হাত করা যায় তাহলে তার বাক্সের ভেতর হেরোন মুক্তো পাঠানো অসুবিধে হবে না। আর সরকারের গুদামঘরে কাস্টমস অফিসারের সামনেই ভরা হবে। আর সেই গুদামঘরের পরিচালক হবে কিশোর ভীমানি। মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করলেন যে কিশোর ভীমানিকে বশ করতে হবে। আর লোককে কী করে বশ করতে হয় তার বিবিধ কলাকৌশল মহেন্দ্রনাথের জানা আছে। মেয়েমানুষ এবং টাকা - এ দুটো জিনিস কাজ না করে তাহলে কিশোর ভীমানিকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে।

ব্ল্যাকমেল ! অনেকদিন মহেন্দ্রনাথ কাউকে ব্ল্যাকমেল করেন নি। আজ ব্ল্যাকমেলের কথা মনে হতেই তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

তিনি মুখ তুলে আবার ডকের দিকে তাকালেন।

তারাপদ হেঁটে তার অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারাপদকে বলতে হবে : রামকুমারের এজেন্ট এবং জেলেনৌকার সর্দারকে খুন করো।

মহেন্দ্রনাথের মার্সিডিজ বেনজ গাড়িতে উঠতে গিয়ে অতুল দেখতে পেলো যে হুডের উপর বাতাসী বসে ফল খাচ্ছে।

প্রথমে বাতাসীকে গাড়ির উপর বসতে দেখে অতুলের মনে ভারী রাগ হলো, কিন্তু তার পরেই মনে হলো বাতাসী পাগলী মেয়ে দুরন্ত হাওয়া।

আজ বাতাসীকে দেখে অতুলের মনে হলো সত্যিই মেয়েটির মুখটি ভারী মিষ্টি। আর তার করুণ চোখ দুটি যেন তাকে আরো আর্কষণীয়া করে তুলেছে। ইচ্ছে থাকলেও অতুল বাতাসীর সঙ্গে রাগ করে কথা বলতে পারলো না।

বাতাসী অতুলকে গাড়ির কাছে আসতে দেখে হকচকিয়ে গেলো। কিন্তু তার অপ্রতিভতা ক্ষণিকের...। নিজেকে সামলে নিয়ে বাতাসী হুড থেকে নেমে এসে বেশ কায়দা করে সেলাম ঠুকে বললো : সেলাম সাহেব।

তুমি ! তুমি আমার গাড়ির হুডের উপরে বসে কী করছো। হুড ভেঙে যাবে।

বাতাসী অতুলের অভিযোগে কান দিলো না। গলার স্বর আরো একটু মিষ্টি মিহি করে ডকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো : এসেছি গো আমার নাগরের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো : গাড়িটা বুঝি তোমার ?

অতুল ছোট জবাব দিলো : হ্যাঁ।

আমাকে তোমার গাড়িতে একটু চড়াবে। চলো না আমরা গাড়িতে চেপে সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আমি কোনদিন মোটরগাড়িতে চড়িনি। তারাপদর সাইকেল এবং মোটর সাইকেলের পেছনে চেপে শহর ঘুরেছি কিন্তু মোটরগাড়িতে কখনও বসিনি।

তারপরেই মুখটি অতুলের কাছে নিয়ে এসে বললো : আমাকে একটু গাড়িতে চড়াও না। আমার গাড়িতে বসে হাওয়া খাবার ভারী শখ।

অতুল বাতাসীর প্রস্তাব শুনে বেশ বিব্রত বোধ করলো। কী পাগলের মতো আবোল- তাবোল বক্‌ছে মেয়েটি। ওকে গাড়িতে বসিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসতে হবে। অসম্ভব ! অতুল ঘড়ির দিকে তাকালো। পাঁচটা বেজে গেছে। ঠিক ছ'টার সময় তাকে রুটল্যান্ড পয়েন্টে পৌঁছুতে হবে। সেখানে উড়ো চিঠির লেখকের এজেন্ট তার জন্যে প্রতিক্ষা করবে এবং তার কাছ থেকে এই দ্বীপের স্মাগলিং-এর খবর সংগ্রহ করতে হবে। তার হাতে আর সময় নেই। আর দ্বীপের কোন মেয়েকে গাড়িতে তার সীটের পাশে বসিয়ে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে যাওয়া যে তার কল্পনার বাইরে। অতুল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। এ দ্বীপে সে একটি বনহরিণীর সঙ্গে প্রেম করতে আসে নি। এসেছে সরকারী কাজেব তদন্ত করতে।

অতুল মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছিলো : দুঃখিত, আমার হাতে সময় নেই। কিন্তু এ কথাটা বলবার সুযোগ পেলো না। বাতাসী গাড়িতে চেপে বসেছে। আর চীৎকার করে বলছে : চলো সাহেব, চলো। কিছুক্ষণের জন্যে অতুল চুপ করে রইলো। কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। আচ্ছা পাগলী মেয়ে তো ? অতুল বুঝতে পারলো যে সহজে সে মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাবে না। মেয়েটিকে মোটরগাড়ি করে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু বেশীদূর তারা এগোতে পারলো না। কারণ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চীৎকার করে বাতাসী

বললো : থামাও, সাহেব থামাও। বাতাসীর চীৎকার শুনে অতুল গাড়ির ব্রেকে পা দিলো। তীব্র আর্তনাদ করে গাড়িটি থেমে গেলো।

কী হলো ! অমন চীৎকার করছো কেন ? অতুল বিস্মিত উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

. অতুল দেখতে পেলো বাতাসী গাড়ি থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গিয়েছে এবং একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কী ব্যাপার ? বাতাসী আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কেন ?

বাতাসী অতুলের কাছে এসে একটু মিষ্টি হেসে বললো : সাহেব তুমি আর এগোতে পারবে না...।

কেন ? অবাক কণ্ঠে অতুল জিজ্ঞেস করলো।

কেন আবার কী ? ঝড় উঠবে। দেখতে পাচ্ছো না সমুদ্রে হাওয়া বইছে --- বাতাস গুমোট হয়েছে, আকাশ লাল হয়েছে...

মিথ্যে কথা বলে নি বাতাসী। চারদিকে কেমন থমথমে ভাব। আর হঠাৎ সমুদ্রের পাগলা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। অতুল দেখতে পেলো যে সমুদ্রের ঢেউগুলো আরো ফুলে উঠছে।

হঠাৎ দূর থেকে এক তীব্র শব্দ শোনা গেলো। অতুল তাকিয়ে দেখতে পেলো মস্ত বড়ো একটা ঢেউ ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। নীল সমুদ্রের অমন চঞ্চল রূপ সে এর আগে কখনও দেখে নি।

একটু বাদেই বাতাস বইতে শুরু করলো। প্রথমে শুরু হলো বালির ঝড়। কিছুক্ষণের জন্যে আর কিছুই দেখা গেলো না...বালি আর বালি। পৃথিবী অন্ধকার. .শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে এক দৈত্য --- দানবের চীৎকার --- হুংকার। বালির ঝড়ে অতুল বাতাসীকে দেখতে পেলো না। বাতাসী কোথায় ? অতুল চীৎকার করে ডাকলো বাতাসী...বাতাসী...কিন্তু সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে তার কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে গেলো।

প্রতি মুহূর্তে যেন ঝড়ের গতি আরো বাড়তে লাগলো। দুরন্ত বাতাসের আর্তনাদ. ঢেউ-এর অট্টহাসি আরো তীব্র হলো। অতুল ভেবে পেলো না কী করবে। সময় হাতে নেই। ছ'টার সময় উড়ো চিঠির লেখকের এজেন্ট তার জন্যে প্রতিক্ষা করবে। দেরী হলে অতুল হয়তো তার দেখা পাবে না।

কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে অতুল যাবে কী করে ? আর বাতাসী কোথায়? তাকে এই ঝড়ের মধ্যে ফেলে অতুল যাবে কী করে --- আচ্ছা পাগলী মেয়ের পাল্লায় পড়েছে অতুল।

অতুল আবার চীৎকার করে ডাকলো : বাতাসী...বাতাসী ..।

কিন্তু সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেলো।

বাতাসীও বালির ঝড়ের মধ্যে অতুলকে দেখতে পায় নি।

প্রথমে সে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কতো বড়ো কালো ঢেউ, তার চূড়ায় রয়েছে সাদা মুকুট...

হঠাৎ তার শৈশবের এক বিস্মৃত দিনের কথা মনে পড়লো, এমনি এক অশান্ত দিনে ঝড় উঠেছিলো সমুদ্রে। বাতাসী সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তার বাবার প্রতিক্ষায়। বিশাল

দানব ঢেউ-এর পেছনে তার বাবার নৌকো লুকিয়ে আছে। প্রতিটি ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ে। আর বাতাসীর মনে হয় বাবা এসে হাজির হবেন। তারপর হাত ধরে বলবেন --- চল, বাড়ি চল।

কিন্তু সেদিন বাবা আর ফিরে এলেন না। সময় যতোই বয়ে যাচ্ছে ঢেউ-এর মতো বাতাসী হতে লাগলো অশান্ত চঞ্চলা। কতোবার সে চীৎকার করে ডেকেছিলো...বাবা, বাবা...। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রের গর্জনের ভেতর মিলিয়ে গেছিলো।

কিছুক্ষণ পরে ঝড় থেমে গেলো কিন্তু বাতাসীর মনের ঝড় থামলো না। শিশু বাতাসীর মনে জেগে রইলো শুধু একটি অনুসন্ধিৎসা ..বাবা কোথায় ? সমুদ্র শান্ত হলো কিন্তু বাতাসী হলো অশান্ত চঞ্চলা।

হঠাৎ বাতাসী তার সম্বিৎ ফিরে পেলো।

অতুল কোথায় ? সে চীৎকাব করে অতুলকে ডাকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর দিয়ে বেরুলো আর একটি শব্দ : বাবা। বাতাসী আবার কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়াল।

তাহলে কী আজ তার বাবা ফিরে আসবেন!

অনেক বছর কেটে গেছে...তার বাবা আর ফিরে আসবে না। বাতাসী জলের ধার থেকে চলে আসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বালির ঝড়ের ভেতর সে বুঝতে পারলো না --- সে কোনদিকে যাচ্ছে ? সে আবার চীৎকার করে অতুলকে ডাকবার চেষ্টা করলো...

সাহেব. .

হঠাৎ তার মনে হলো ঝড়ের ঘূর্ণিপাকে একটি লোক তার দিকেএগিয়ে আসছে। অতুল...বাতাসী দৌড়ে এগিয়ে গেলো।

সাহেব .

কিন্তু সেই অস্পষ্ট মূর্তি যখন স্পষ্ট হলো তখন বাতাসী দেখতে পেলো যে লোকটি অতুল নয়...তারাপদ...।

তারাপদ কোন কথা বললো না। শুধু তার হাত ধরে টানতে টানতে বললো ...চল.. ।

তুই এখানে ? বাতাসীর মন যেন বিশ্বাস করতে চায় না যে এই বালির ঝড়ের মধ্যে সে তারাপদকে দেখতে পাবে।

ঐ লোকটার সঙ্গে তোকে আসতে কে বলেছে ? তারাপদর কণ্ঠস্বর সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জনের মতো শোনাল।

আমি তো তোর জন্যে ডকের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। এমনি সময়...

তারাপদ বাতাসীকেআর কোন কথা বলতে দিলো না। বাতাসীর হাত ধরে টানতে টানতে বললো : বাড়ি চল। লোকটা কে জানিস? পুলিশ। আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে। তোকে ভুলিয়ে আমাদের সব কথা জেনে নেবে......

তারাপদ প্রায় জোর করে বাতাসীকে টেনে নিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে ঝড় থেমে গেলো।

সমুদ্র শান্ত হলো। কিন্তু অতুল বাতাসীকে দেখতে পেলো না। কোথায় গেলো বাতাসী ? তাহলে কী ঐ অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ এসে বাতাসীকে টেনে নিয়ে গেছে ? বাতাসী কী......

অতুল আর বাকী কথা ভাবতে পারলো না কিংবা ভাবতে তার মন চাইলো না। সে আর একবার চীৎকার করে ডাকলো বাতাসী......

এর জবাবে সে শুনতে পেলো সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন।

কী করবে অতুল......

প্রায় ছ'টা বাজে। হাতে সময় নেই। রুটল্যান্ড পয়েন্টে যেতে হবে তাকে আরো কিছুক্ষণ সময় নেবে। দেরি করলে চলবে না। তাহলে শিকার চলে যাবে। অতুল বাতাসীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা ত্যাগ করলো। গাড়ি নিয়ে রুটল্যান্ড পয়েন্টে এগিয়ে গেলো।

রুটল্যান্ড পয়েন্টে যখন পৌঁছুল তখন ছ'টা বেজে পনের মিনিট হয়েছে।

উড়ো চিঠির লেখকের এজেন্ট কোথায় ?

অতুল চারদিক তাকাতে লাগলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলে একটি লোক সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়। ডাঙায় একটি নৌকো এসে থেমেছে। আর নৌকো থেকে দুটি লোক নামছে। অতুল তাকিয়ে দেখলো যে একটু দূরে জেলে-নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। লোক দুটি কে একথা বুঝতে অতুলের অসুবিধে হলো না। জেলে-নৌকোর নাবিক চোরাকারবারের ব্যবসাদার। এরাই বর্মা থেকে আফিং চুরি করে আনে এবং আন্দামানের স্মাগলারদের কাছে বিক্রি করে। পরে এই আফিং থেকে তৈরি হয় হেরোন......আর দূর দেশে পাচার হয় মাদক দ্রব্য। এই হলো চোরা চালানের ইতিহাস।

অতুল ভাবতে লাগলো এবার সে কী করবে। উড়ো চিঠির লেখক বলেছিলো যে তার এজেন্ট সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে আর অতুল গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। তারপর দুজনে জেলে-নৌকোর নাবিকদের সঙ্গে কথা বলবে। টাকা দিয়ে নাবিকদের বশ করতে হবে।

অতুল দেখতে পেলো নাবিক দুটি নৌকো থেকে ডাঙায় নেমেছে। তারপব লোকটিব সঙ্গে দাঁড়িয়ে কী জানি কথা বললো। কিছুক্ষণ পরে তিনজন পাড়ে উঠে আসতে লাগলো।

কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার......হঠাৎ দূর থেকে অতুল শুনতে পেলো তিনটি গুলিব শব্দ। স্টেনগানের শব্দ......অতুল দেখতে পেলো যে এজেন্ট এবং একজন নাবিক মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

আর একজন নাবিক প্রথমে গড়িয়ে পড়লো। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। আবার একটি গুলির শব্দ শোনা গেলো। গুলিটি নাবিকটির গায়ে লাগলো না। নাবিকটি আর দেরি করলো না। বালির উপর দিয়ে দৌড়ুতে লাগলো। পর পর আবার গুলির শব্দ শোনা গেলো। কোন গুলিই তার গায়ে লাগলো না। নাবিকটি তার নৌকোয় উঠে বসলো। তারপর ডিঙির দিকে রওনা দিলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই কান্ড ঘটে গেলো। অতুল তাকিয়ে দেখলো গুলিগুলো কে ছুঁড়েছে। প্রথমে সে কাউকে দেখতে পেলো না। তারপর দেখতে পেলো একটি মোটর সাইকেল পোর্টব্লেয়ারের দিকে তীব্র বেগে চলে যাচ্ছে।

অতুল দেরি করলো না। মোটর সাইকেলের আরোহীকে ধরতেই হবে। ঐ আরোহীকে ধরতে পারলেই সে জানতে পারবে আন্দামানে স্মাগলারদের সর্দার কে? লোকটি যে দলের সর্দারের এজেন্ট এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অতুল প্রথমে ভাবলো যে মৃতদেহগুলোর কাছে গিয়ে দেখবে লোকগুলো কে? কিন্তু এখন যদি মৃতদেহের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করে তাহলে আততায়ী পালিয়ে যাবে। অতুল সময় নষ্ট করলো না। গাড়ি নিয়ে মোটর সাইকেলের পেছনে ধাওয়া করলো। পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যাবার পথ সর্পিল। এদিকে ভালো রাস্তা তৈরি হয় নি। আর শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝেবনজঙ্গল আছে। যখনই অতুলের গাড়ি মোটর সাইকেলের কাছে আসে তখনই এসে দাঁড়ায় জলাজঙ্গল।

এই জঙ্গল পার হবার সঙ্গে সঙ্গে অতুল দেখতে পায় যে মোটর সাইকেলটি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে সে মোটর সাইকেলের আরোহীকে ধরতে পারলো না।

অন্ধকার নেমে আসছে আন্দামান দ্বীপে। একটু বাদে দূর থেকে শোনা যাবে ঝিঁঝি পোকার ডাক, শেয়ালের আর্তনাদ। জঙ্গল থেকে বন্যজন্তুরা বেরিয়ে আসবে।

অতুল বুঝতে পারলো খুনী মোটর সাইকেলের আরোহী আজ তার চোখে ধুলো দিয়েছে।

তাব পেছেনে গাড়ি চালিয়ে লাভ নেই। বরং মৃতদেহ গুলোকে উদ্ধার করা দরকার।

অতুল ফিরে এলো পোর্ট ব্লেয়ারে। বাড়িতে ফিরে গেলো না। প্রথমে পোর্ট ব্লেযারের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে।

পুলিশ সুপার টম পিটারসের কাছে অতুলের পরিচয় দিতে হলো না। কারণ টম পিটারস অতুলের পরিচয় জানতেন এবং অতুল কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছে তাঁর অজ্ঞাত ছিলো না। দিল্লীর কর্মচারী। তাই টম পিটারস বেশ সমীহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো : আমি কী করতে পারি স্যর? অতুল এবার টম পিটাবসকে সমস্ত ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলো, কিন্তু উড়ো চিঠির কথা বললো না।

ডেড বডি দুটো আমাদেব উদ্ধার করতে হবে টম --- অতুল হুকুমের সুরে বললো।

আপনি যা বলবেন স্যর তাই করবো।

অতুল এবং টম পিটারস আবার রুটল্যান্ড পয়েন্টে ফিরে গেলো। যেখানে ছোট নৌকো থেকে নাবিক দুজন নেমেছিলো এবং পরে উড়ো চিঠির লেখকের এজেন্ট এবং নাবিককে খুন করা হয়েছিলো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

কিন্তু কোথায় মৃতদেহ!

নির্জন সমুদ্রের পাড়। অন্ধকার অস্পষ্ট আলোয় কিছুই ভালো করে দেখা যায় না। অতুল এবং টম পিটারস বাতি দিয়ে সমস্ত জায়গা বেশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো কিন্তু কোথাও মৃতদেহের চিহ্ন দেখতে পেলো না।

কী করবেন স্যর? টম পিটারস উৎসুকী কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। এই অন্ধকার রাত্রে আমরা কিছুই দেখতে পাবো না।

টম পিটারসের কথার ভেতর যুক্তি ছিলো। অতুল বুঝতে পারলো যে মৃতদেহটি নিশ্চয়

কেউ সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কে নিয়েছে এবং কোথায় নিয়ে গেছে, সেইটি তাকে জানতে হবে। কারণ এজেন্টের মৃতদেহ পাওয়া গেলে নিশ্চয় তার সঠিক পরিচয় বের করতে পারবে।

অতুল একবার সমুদ্রের দিকে একবার ডাঙার দিকে তাকালো। ডাঙার পাশেই বেশ বড়ো জঙ্গল। ওরা কী মৃতদেহ জঙ্গলের ভেতর লুকিয়েছে না সমুদ্রের ঢেউ এসে দেহ দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে?

অতুল এবার তিনটে আলসেসিয়ান কুকুর নিয়ে এলো। কুকুরের সাহায্য নিয়ে মৃতদেহ খুঁজে বার করবে। কিন্তু এবারও অতুলের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলো না।

টম পিটারস নিরাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো : বেশ রাত হয়েছে স্যর । আমার মনে হয় —

টম পিটারস তার কথা শেষ করলো না। সে কী বলতে চায় অতুল বুঝতে পারলো। অর্থাৎ আজকের পরিশ্রম হয়রানি বৃথা গেছে।

অতুলকে হার স্বীকার করতে হলো। খুনী মৃতদেহ নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাকে ধরবার জন্যে অন্য ফাঁদ পাততে হবে। আজ তাকে টম পিটারসের প্রস্তাব মেনে নিতে হবে।

বেশ ক্লান্ত হয়ে অতুল বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

বেশ রাত হয়েছে।

অতুলকে বাড়ি ফিরতে না দেখে লীলা দেবী বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। কোথায় গেলো অতুল ? আজ বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি আন্দামান দ্বীপের কতোগুলো রহস্যজনক কথা কাহিনী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি পুজো-আর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দ্বীপের রাজনৈতিক চুরি — গুপ্তমি কিংবা অন্য কোন রহস্যজনক খবর নিয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করেন না কিংবা করার প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু আজ অতুলের বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে লীলা দেবী বিবিধ ধরনের অশুভ কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

কী করবেন তিনি ?

স্বামী মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করবেন অতুল বাড়ি ফিরে এলো না কেন ? তিনি এর আগে কখনও স্বামীর সঙ্গে ছেলের ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন নি। কারণ তিনি জানেন যে মহেন্দ্রনাথ ব্যবসা এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা বলবার সময় কোথায় ? তবু অতুলের দেরি দেখে তিনি মহেন্দ্রনাথকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : অতুল এখনও বাড়ি ফিরলো না। তুমি জানো ও কোথায় গেছে ?

মহেন্দ্রনাথও চিন্তা করছিলেন।

তবে তিনি ভিন্ন কারণে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন।

কিছুক্ষণ আগে তিনি তারাপদ এবং উদয়চাঁদের কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছেন যে রামকুমারের একজন এজেন্ট এবং জেলে-ডিঙির একজনকে খুন করা হয়েছে। খুনের সময় অতুল কাছে ছিলো।

অতুলের কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। তবে তারাপদ তাকে বলেছে অতুলের কোন ক্ষতি হয় নি যদিও অতুল তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলো।

উদয়চাঁদ বললেন : মহেন্দ্রনাথ, আমার মনে হচ্ছে আমরা আগুন নিয়ে খেলা করছি। তোমার ছেলে অতুল মাস্ট গো ব্যাক টু দিল্লী। তারাপদর মেজাজ তুমি জানো। আর একটা খুন করতে সে দ্বিধা বোধ করবে না।

তুমি বলছো কী উদয় ? তারাপদ অতুলকে খুন করবে — মহেন্দ্রনাথ যেন উদয়চাঁদের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে মনে মনে স্বীকার করলেন যে খুন-খারাপির ব্যাপারে তারাপদর মনে কোন সংকোচ হয় না। তারাপদ বড্ড একগুঁয়ে।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে চাপা গলার শব্দ পাওয়া গেলো। উদয়চাঁদ যেন মহেন্দ্রনাথের মনের উত্তেজনার আভাস পেয়েছেন। আবার তিনি কিছুটা শ্লেষমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বললেন : হ্যাঁ মহেন্দ্র, আমি বিপদেব আভাস দেখতে পাচ্ছি আর এই বিপদের জন্যে আমাদের তৈরি থাকা ভালো। আজ আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় আমাদের ব্যবসার কাজকর্ম মানে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর ব্যবসার পাততাড়ি গোটাতে হবে নতুবা অতুলকে শিগ্‌গিরই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ অতুল এই দ্বীপে আসবার পর আমরা সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছি। এইভাবে বেশীদিন ব্যবসা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। আর আজ বিকেলে যে ঘটনা ঘটে গেলো তার পুনরাবৃত্তি হলে আমাদের মুখোশ আর ঢেকে রাখা যাবে না। আমার ভয় তারাপদ হয়তো কোনদিন আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে। তাই অতুলের দিল্লীতে ফিরে যাওয়া হবে বুদ্ধি মানের কাজ।

উদয়চাঁদের সঙ্গে কথা বলবার পর বেশ কিছুক্ষণ মহেন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা করবার শক্তি হারিয়েছিলেন। লীলা দেবীর কণ্ঠস্বর শুনবার পর তিনি যেন আবার বাস্তব জগতে ফিবে এলেন।

অতুল কোথায় ? লীলা দেবীর প্রশ্নের সুরে চিন্তার রেশ ছিলো।

অতুল কোথায় ?

কী জবাব দেবেন মহেন্দ্রনাথ ? তিনি শুধু জানেন যে বিকেলে অতুল তার সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিলো এবং যাবার সময় অতুল তাব গাড়িটা নিয়ে গেছে।

তারপর অতুলেব সঙ্গে তাব দেখা হয নি। কিন্তু জানেন অতুল এই সময় কোথায় ছিলো। শুধু তাই নয আজ অতুলকে জীবনমবণ নিয়ে খেলা করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সব ঘটনার কথা এবং উদয়চাঁদ তাকে টেলিফোনে যে সব কথা বলেছেন সে সব না বলে, লীলা দেবীকে ছোট জবাব দিলেন : অতুল কোথায় আমি জানিনে।

এই কথা বলে মহেন্দ্রনাথ ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালেন। ঘড়িব কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে ..টিক টিক টিক। ন'টা বেজে গেছে, কাঁটা দশটাব ঘবের কাছে এসেছে। হঠাৎ যেন তিনি কার পায়ের আওযাজ শুনতে পেলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন অতুল ঘবের ভেতর ঢুকেছে।

অতুল ! মহেন্দ্রনাথের এই কণ্ঠস্ববে বেশ কিছুটা মেজাজী সুর ছিলো। অতুল তাব ঘরের দিকে যাচ্ছিলো। বাবার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

তোমাব সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে.....মহেন্দ্রনাথ আবার ভারী গলায় বললেন।

অতুল, তুমি আজ বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেছ। তোমার মা এই দেরি দেখে চিন্তা করছিলেন। আন্দামানে আজকাল অনেক গুন্ডামি বেড়েছে। বেশী রাত অবধি বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

বাবার কথা শুনে অতুল মনে মনে হাসলো। সত্যিই আন্দামানে আজকাল গুন্ডামি বেড়েছে। মানুষ খুন করা হচ্ছে। তার প্রমাণ অতুল আজ বিকেলে পেয়েছে।

আমি পুলিশের লোক। গুন্ডামির সঙ্গে লড়াই করা আমার কর্তব্য। অতুল শুকনো গলায় জবাব দিলো।

অতুল এই দ্বীপে আমার মান সম্মান আছে। আমি চাইনে তুমি নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো। বাজারের লোক তোমাকে নিয়ে বিশ্রী নোংরা কথা বলবে। আমার সম্মানের হানি হবে — মহেন্দ্রনাথ বেশ মরীয়া হয়ে কথাগুলো বললেন। কারণ তিনি মনে মনে জানতেন যে অতুল তাঁর নির্দেশ শুনবে না। তবু অতুলকে তার কাজে বাধা দিতে হবে। উদয়চাঁদ বলেছেন : অতুল মাস্ট গো ব্যাক টু দিল্লী। নইলে আমাদের ব্যবসার পাততাড়ি গোটাতে হবে। আমরা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে চাইনে...

অতুল মৃদু হাসলো। তারপর মহেন্দ্রনাথের কাছে এসে বললো : তুমি জানো আমি কে, এবং কী করতে আমি আন্দামানে এসেছি। আজকাল আন্দামানে শুধু গুন্ডামি হচ্ছে না বিভিন্ন ধরনেব নোংরা কাজ হচ্ছে। আর এই নোংরা কাজ সাফাই করাই আমাব ডিউটি...

মহেন্দ্রনাথ জানতেন যে অতুল একগুঁয়ে জেদী। সহজে তার মত পাল্টানো যাবে না। তাহলে তিনি কী করবেন ? আর অতুল যদি দ্বীপ ছেড়ে না যায় তাহলে তারাপদর সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য।

কিন্তু তোমার আমার নাম নিয়ে লোকে বিশ্রী মন্তব্য করবে এ জিনিস আমি চাইনে —

পুলিশ যদি তার কাজ না করে তাহলেই লোকে আমাকে নিয়ে বিশ্রী কথা বলবে। তুমি এ দ্বীপের একজন সম্মানীয় গণ্যমান্য লোক। তোমার কাজ হলো দ্বীপের শাসনকর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা। তুমি এ এলাকার অনেক খবব রাখো। তোমার কোম্পানী জাহাজে মাল ওঠায। আমবা জানতে চাই ঐসব মাল কী ধরনের। মালগুলো কে পাঠাচ্ছে এবং কোথায পাঠানো হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে মহেন্দ্রনাথ অতুলের কথাব কোন জবাব দিতে পারলেন না। আজ তাব বেশ কঠিন সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি কী স্মাগলিং কাজকর্ম বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ এবং অতুলকে সাহায্য করবেন ? আর স্মাগলিং-এর কাজ বন্ধ কবা মানে নিজেব পাযে কুড়ুল মাবা। অর্থাৎ উদয়চাঁদের ভাষায় নিজের ব্যবসাকে গুটিযে ফেলা। আব যদি তিনি কর্তৃপক্ষকে এ কাজে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন তাহলে সরকার তাঁকে সন্দেহ কববেন। তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু বামকুমাব সদা সর্বদাই তাঁকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে।

একটু চিন্তা-ভাবনার পর মহেন্দ্রনাথ বললেন : অতুল, তুমি জানো সবকারকে সাহায্য কবতে আমি সব সময় রাজী। আমি চাই তুমি দিল্লী ফিরে যাও। তোমার পবিবর্তে আব কেউ যদি আন্দামানে এসে এই স্মাগলিং অনুসন্ধানের কাজ করে আমার আপত্তি নেই। আমি তাকে সব প্রকাবে সাহায্য কববো কিন্তু আমি চাইনে তুমি এই দ্বীপে বসে আমার চোখের সামনে আগুন নিয়ে খেলা করবে — এ অসম্ভব !

অতুল চুপ করে তার বাবার কথাগুলো শুনলো। তারপর ধীর শান্তকণ্ঠে বললো: আসলে আমার কাজের নীতি কর্মধারা নিয়ে তোমার কোন আপত্তি নেই। শুধু তুমি চাও না যে আমি এ কাজটা করি।

তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। আমি চাই আন্দামান সুন্দর দ্বীপ হোক। দ্বীপের নোংরা কাজ দূ হোক, আমি কামনা করি। এখানকার চোরাকারবার বন্ধ করবার জন্যে আমি সরকারকে সাহায করতে সদাসর্বদাই প্রস্তুত। তুমি জানো আন্দমান দ্বীপকে সুন্দর বসতি করবার জন্যে আমি এ নাগরিক কমিটি করেছি। এই কমিটির কাজ হলো সরকারকে সাহায্য করা, দ্বীপের দুর্নীতি দমন করা

অতুল তার বাবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। আজ তার বাবা কেন এই স্মাগলিং ব করবার কাজ তাকে করতে দিচ্ছে না এ কথা সে বুঝতে পারলো। তার বাবা চান না যে এই কাজ করতে গিয়ে অতুলের কোন বিপদ হোক। তার বাবা জানেন যে এই ধরনের কাজের ভেতর অনেক বিপদ আছে। এবার সে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো: রাজনীতি করা তোমার পেশা, একথা আমি জানি দেশের উন্নতি হোক, সরকার দুর্নীতি দমন করুক এইটে হলো প্রতি পলিটিসিয়ানদের মুখের বুলি কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে কোন পলিটিসিয়ানকে যদি ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তাহলে তাঁরা আপত্তি করেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত দেশের হাঙ্গামা, আইন কানুন নিজের পরিবারের গায়ে না লাগে ততোক্ষণ পলিটিসিয়ানদের মুখে বুলি থাকে সত্যমেব জয়তে। তোমরা ব্ল্যাকমার্কেটিং -এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দাও কিন্তু ব্ল্যাকমার্কেট থেকে জিনিস কিনতে তোমাদের কোন আপত্তি নেই। তুমি এই নিয়ম গতিধারার বাইরে নও। যাক, এ ব্যাপার নিয়ে আমি আর তর্কবিতর্ক করতে চাইনে........।

অতুল তার বাবার ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়ালো। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আবার মহেন্দ্রনাথের টেবিলের কাছে ফিরে এলো। বললো: আমার কী মনে হয় জানো? তোমার এই নাগরিক কমিটির ভেতর এমন কোন লোকজন আছেন যিনি জানেন যে দ্বীপের দুর্নীতি দমনের জন্যে সরকার কী ধরনের কাজ করছেন। আর এইসব ঘরের খবর বাইরের লোকজনদের দেয়া হচ্ছে। তাই পুলিশ চোরাকারবার বন্ধ করতে পারছে না। দেয়ার ইজ্ এ ব্ল্যাকশিপ ইন্ ইয়োর কমিটি.... আমরা এই বিশ্বাসঘাতক ইন্‌ফরমারকে ধরতে চাই।

অতুল মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার জবাবের কোন প্রতীক্ষা না করে বাইরে চলে গেলো শুধু মনে মনে বললো: কাল থেকে আরো সর্তক হয়ে কাজ করতে হবে — নতুন প্ল্যান করতে হবে।

মহেন্দ্রনাথ ছেলের জবাব শুনে বুঝতে পারলেন যে অতুল তাঁর কথা শুনবে না — বাপ ছেলের সংঘর্ষ অনিবার্য ....।

আজ আবার তাঁর তারাপদর কথা মনে পড়লো। উদয়চাঁদ ঠিক কথাই বলেছে যে তারাপদ যে কোন সময় এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী কান্ড করে বসতে পারে .... হয়তো অতুলকে খুন করতে পারে ....। এই কথাটি ভেবে মহেন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

খুনের জের অনেক দূর গড়ালো। অতুল ঘর থেকে বেরুবার পর তাঁর প্রাক্তন বন্ধু রামকুমার দেখা করতে এলো।

মহেন্দ্রনাথের মন বিশ্বাস করতে চাইলো না যে রামকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কী চায় রামকুমার তার কাছে। দীর্ঘকাল ধরে মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমার এই দ্বীপে একসঙ্গে বসবাস করছেন কিন্তু কেউ কারু সঙ্গে দেখা করেন নি কিংবা একে অন্যর পরিচয় নেন নি।

রামকুমার।

আজ মহেন্দ্রনাথের পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। রাজনীতি, বিপ্লব সব কিছুর ছবি যেন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

১৯২০...১৯৩০.... দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ বইছে। এই সময়ে মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমার দেশ-সেবার কাজকর্ম করছেন। কিন্তু পরে মহেন্দ্রনাথ জীবনে উন্নতি সাফল্য লাভ করবার জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন। রামকুমার দীর্ঘকাল জানতে পারেননি যে মহেন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বাসঘাতক। বাজারে তিনি গুজব শুনেছিলেন বটে যে মহেন্দ্রনাথ হলেন স্পাই, ব্রিটিশ এজেন্ট ... কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণ করবার মতো কোন তথ্য রামকুমার কিংবা তার সহকর্মীদের কাছে ছিলো না। একদিন বন্ধু মহেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করে রামকুমার পার্টির ফান্ডের টাকা — প্রায় দশলাখ টাকা হবে -- মহেন্দ্রনাথের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

বলেছিলেন --- টাকা তোমার কাছে রেখে দাও দুর্গাপ্রসাদ। আমরা খবর পেয়েছি আজ রাত্রে পুলিশ আমাদের পার্টির অফিস সার্চ করবে। আমাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখবার যো নেই। তাহলে পুলিশ সে টাকা বাজেযাপ্ত করবে।

জীবনে অতোগুলো টাকা একসঙ্গে কখনও মহেন্দ্রনাথ দেখেন নি। তাই টাকার বান্ডিল দেখে তাঁর চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো। তিনি বেশ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন --- অতোগুলো টাকা তুমি কোথায় পেলে?

রামকুমার অন্যমনস্ক ছিলেন। অন্য কী বিষয় নিয়ে জানি চিন্তা করছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন অতোগুলো টাকা দিয়ে কী বিশ্বাস করা উচিত হবে? মহেন্দ্রনাথ দলের পুরাতন সদস্য নন। সবে হালে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তবে মহেন্দ্রনাথের কাছে পার্টির টাকা গচ্ছিত রাখবার একটি গৌণ কারণ ছিলো। কারণ রামকুমার জানতেন যে মহেন্দ্রনাথ নতুন সদস্য বলে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। রামকুমার জানতেন যে পুলিশ মহেন্দ্রনাথের বাড়ি সার্চ করবে না।

মহেন্দ্রনাথের প্রশ্নে রামকুমারের চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো। তিনি জবাব দিলেন: আমরা সরকারী ট্রেজারী লুট করে কিছু টাকা পেয়েছি। আর কিছু টাকা হলো রিলিফ ফান্ড-এর চাঁদা, তবে বেশীদিন এই টাকা তোমার জিম্মায় রাখা হবে না ... কিছুদিন পরে আমরা এই টাকা নিয়ে যাবো।

রামকুমার এই টাকা মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে নিয়ে যাবার সুযোগ পাননি। কারণ পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াবার জন্যে রামকুমার কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। রামকুমারকে না আসতে দেখে মহেন্দ্রনাথের মনে দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠলো। মহেন্দ্রনাথ জানতেন যে রামকুমার তার কাছে টাকা জমা রেখেছেন এ কথা পার্টির অন্য কেউ জানে না। আর পার্টির টাকার কোন হিসেবপত্র থাকে না। বিশেষ করে ট্রেজারী লুটের টাকা কেউ জানে না। মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন তার কাছে যে টাকা জমা রাখা হয়েছে এ কথা যদি তিনি অস্বীকার করেন তাহলে কী হবে? কেউ জানতে পারবে না যে পার্টির ফান্ড-এর টাকা মহেন্দ্রনাথ চুরি করেছেন। সবাই রামকুমারকে দুষবে।

মহেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে তিনি এই টাকা চুরি করবেন। কিন্তু পার্টির কমরেড এবং কমরেডদের কোপ দৃষ্টি এড়াবার জন্যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বললেন : আমি তোমাদের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর গুপ্ত খবর বিক্রি করবো। এর পরিবর্তে আমার জীবন রক্ষার গ্যারান্টি দিতে হবে।

ব্রিটিশ সরকার মহেন্দ্রনাথের টাকা চুরির খবর পেলেন। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। শুধু তাদের খাতায় মহেন্দ্রনাথের এই চুরির কথা লেখা রইলো। ভবিষ্যতে মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে। মহেন্দ্রনাথ এবার থেকে নিয়মিতভাবে পুলিশের কাছে গোপন খবর দিতে লাগলেন। পুলিশ তার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর পেলো।

কিছুদিন পরে রামকুমার যখন মহেন্দ্রনাথের কাছে গচ্ছিত টাকা ফেরত চাইলেন তখন মহেন্দ্রনাথ বেমালুম এই টাকার কথা অস্বীকার করলেন।

রামকুমার এবং পার্টির কমরেডরা ঠিক করলেন যদি মহেন্দ্রনাথ ঐ টাকা ফেরত না দেন তাহলে তাঁকে খুন করা হবে। মহেন্দ্রনাথ বিপদের আশঙ্কা করে পুলিশ কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হলেন। মহেন্দ্রনাথকে পার্টির কমরেডদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশ ঠিক করলেন যে কোন প্রকারে মহেন্দ্রনাথকে আন্দামান দ্বীপে পাঠাতে হবে। এ দ্বীপে কেউ মহেন্দ্রনাথের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ দ্বীপের চারিদিকে রয়েছে সতর্ক প্রহরী। বাইরের কারু ওখানে যাবার অধিকার নেই।

মহেন্দ্রনাথকে আন্দামানে পাঠাবার একটা ভালো অজুহাত পাওয়া গেলো। মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করে ছিলেন। কিন্তু কয়েকজন কর্মী পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। এইসব কর্মীদের ভেতর একটি মেয়ে ছিলো। কিছুদিন পরে জানা গেলো যে মেয়েটি কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে এবং এক রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর কাজ করছে।

কয়েকমাস পরে এই অভিনেত্রী রহস্যজনকভাবে মারা গেলো। কেউ বললো এই মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা। কেউ বললো মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ মহেন্দ্রনাথকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করলো। আর এই খুনের অপরাধে মহেন্দ্রনাথের সাজা হলো যাবজ্জীবন কারাদন্ড। মহেন্দ্রনাথ আন্দামানে এলেন। সাজানো কেস। শুধু মহেন্দ্রনাথকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশ এই নাটকের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ আন্দামানে এসেও রেহাই পাননি। কারণ প্রায় বছরখানেক বাদে রামকুমার তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে আন্দামানে এলেন।

মহেন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালের সময়ে কেউ মহেন্দ্রনাথের ক্ষতি করতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি হলেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি --- ধনী ব্যবসায়ী প্রচুর দান করেছেন। নিজের সুখ্যাতি রটাবার জন্যে তিনি পয়সা খরচ করে প্রচার করেছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ হলেন দেশকর্মী, রাজনৈতিক আন্দোলনে, মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেবার জন্যে তাঁর আন্দামানে নির্বাসন হয়েছিলো। কেউ তাঁর অতীত নিয়ে কোন প্রশ্ন করলো না। কেউ জানবার চেষ্টা করলো না মহেন্দ্রনাথ কী রাজনৈতিক অপরাধ করেছিলেন যার জন্যে তাঁকে আন্দামানে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো

দেশ স্বাধীন হবার পর রামকুমার কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি মহেন্দ্রনাথের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সহজে ভুলে যান নি। ব্যবসার অজুহাত দিয়ে তিনি আন্দামান দ্বীপে এলেন এবং জেনসন নিক্সন কোম্পানীর কর্তা হয়ে বসলেন।

রামকুমার আন্দামানে এসে দেখলেন যে তাঁর পুরাতন বন্ধু মহেন্দ্রনাথ হয়েছেন আন্দামান দ্বীপের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সরকারের অতি প্রিয়পাত্র। বড়ো বড়ো কর্মচারীরা তাঁকে বেশ

াহ্ করে কথা বলে। মহেন্দ্রনাথের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রমাণ করবার মতো কোন তথ্য কাগজপত্র ব ছিলো না। প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্ধুরা অনেকে মারা গেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা বৃদ্ধ, থর্ব হয়েছেন। রামকুমার বুঝতে পারলেন যে কোন প্রমাণ ছাড়া মহেন্দ্রনাথের অতীতের মুখোশ লতে গেলে তিনি বিপদে পড়বেন। সরকার কিংবা দেশের জনসাধারণ রামকুমারের কথা একেবারে শ্বাস করবে না।

জেলে থাকাকালীন তিনি ওয়ার্ডারের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ কী নের নোংরা কাজ অর্থাৎ স্পাইর কাজ করেছেন। সব কিছুই ব্রিটিশ পুলিশের ইন্টেলিজেন্সের তায় লেখা ছিলো। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশের সেই গোপন রহস্যের খাতা কোথায় রামকুমার কখনই নতে পারেন নি। আন্দামানে ফিরে এসে তিনি সেই জেল ওয়ার্ডারের খোঁজখবর নিয়েছিলেন। াজখবর নিয়ে জানতে পারলেন জেলের যে ওয়ার্ডার তাঁকে এইসব গোপন খবর দিয়েছিলো সেই াকটি মারা গেছে। রামকুমার আবার হতাশ হলেন।

আন্দামানে থাকাকালীন তিনি জানতে পারলেন যে মহেন্দ্রনাথ কী ধরনের ব্যবসা করে তাঁর শাল সম্পত্তি করেছেন। সম্পত্তির মূল ভিত্তি হলো স্মাগলিং। লোকের মুখে তিনি শুনতে পেলেন মহেন্দ্রনাথ গোপনে বর্মা থেকে আফিং কিনে এনে দ্বীপের এক প্রান্তে হেরোন তৈরি করছেন। পরে ই হেরোন ঝিনুকের বাক্সে ভরে বিদেশে পাচার করছেন। শুধু তাই নয়, সমুদ্র থেকে যে সব ঝিনুক লা হয় মহেন্দ্রনাথ সেই ঝিনুক থেকে লুকিয়ে মুক্তো বের করছেন। আর সেই মুক্তোও সরকারের জ্ঞাতসারে বিদেশে পাচার করছেন। রামকুমার জানতেন যে বাজারের গুজবের উপর ভিত্তি করে নি পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করতে পারবেন না। অভিযোগ করতে হলে প্রমাণ চাই। তিনি তিনবার দিল্লীর কর্তাদের কাছে উড়ো চিঠি লিখে মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। ল্লীর কর্তারা তাঁর উড়ো চিঠিতে কান দেয় নি। কিছুদিন পরে তিনি আর একটি বেনামী চিঠি লিখে নিয়েছিলেন যে আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজকর্মের কিছু প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করেছেন। দিল্লী যদি দের কোন সরকারী কর্মচারী আন্দামানে পাঠায় তাহলে তিনি স্মাগলারদের এক এজেন্টের সঙ্গে ল্লীর কর্মচারীর পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি চিঠিতে দিন তারিখ, সময় এবং স্থানের কথা উল্লেখ রেছিলেন।

আততায়ীর গুলিতে রামকুমারের এজেন্ট এবং জেলেডিঙির নাবিকের মৃত্যু হবার পর তিনি দহ করেছেন যে এই খুনের পেছনে নিশ্চয় মহেন্দ্রনাথের হাত আছে। নিশ্চয় কোন সূত্রে মহেন্দ্রনাথ গোপন মিটিং-এর কথা জানতে পেরেছিলেন। রামকুমারের সন্দেহ আবো বদ্ধমূল হলো যখন নি দিল্লীর সরকারী কর্মচারীর নাম এবং পরিচয় জানতে পারলেন। সরকারী কর্মচারীর নাম হলো তুল। আর অতুল হলো তাঁর প্রধান শত্রু মহেন্দ্রনাথের ছেলে।

সমস্ত ঘটনা এবার তাঁর কাছে স্বচ্ছ হলো। মহেন্দ্রনাথ নিশ্চয় দিল্লীর কর্তাদের কাছে অনুরোধ রছেন যে আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজ নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে তাঁর ছেলে অতুলকে পাঠানো ক। আর ছেলেকে দিয়ে এই তদন্ত করাবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্মাগলিং কাজ-কর্মের দোষ মকুমারের কাঁধে চাপানো। এ কথা ভেবে রামকুমার চিন্তিত হলেন।

রামকুমার ঠিক করেছিলেন যে খুনের ব্যাপার নিয়ে তিনি মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলবেন।

জানতে চাইবেন মহেন্দ্রনাথ কী চান? মহেন্দ্রনাথ স্মাগলার, প্রবঞ্চ ক, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে তিনি ব্রিটি সরকারের স্পাই হিসেবে কাজ করেছেন। আজ তিনি হয়েছেন দেশসেবক — সরকারের বন্ধু। আজ রামকুমার আন্দামানের স্মাগলিং-এর কাজকর্মের ব্যাপার নিয়ে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি চূড়া বোঝাপড়া করতে চান। আজ তিনি জানতে চান তাঁর এজেন্টের খুনের ব্যাপারের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথে কতোটুকু সম্পর্ক আছে?

মহেন্দ্রনাথের ঘরের সামনে তাঁর অতুলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলো। অতুলের পরিচ দিলো উদয়চাঁদ। বললো: আমাদের কর্তার ছেলে। উনি দিল্লী থেকে সরকারী কাজে এসেছেন। আর ইনি হলেন রামকুমার --- আন্দামানের একজন বড়ো ব্যবসায়ী।

অতুলের নাম শুনে রামকুমার চমকে উঠলেন। তাহলে তাঁর আন্দাজ অনুমান মিথ্যা হয় নি বাপ স্মাগলিং-এর কাজ কারাবার কবছে --- আর ছেলে পুলিশ কর্মচারী বাপের অপকর্মকে ঢাকবা চেষ্টা করছে। চমৎকার মিলন!

অতুলও রামকুমারের নামটি শুনে থমকে দাঁড়ালো। এই নামটি তার কাছে একেবারে অপরিচি নয়। দিল্লীর কোন এক গোপন ফাইলে সে রামকুমারের নাম পড়েছিলো। কোন ফাইলে এবং ক সংক্রান্ত ব্যাপারে সে মনে করে উঠতে পারলো না।

আজ রামকুমার অতুলের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বললেন না। ছেলের সঙ্গে কথা না ব বাপের সঙ্গে কথা বলা ভালো। তিনি শুধু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতুলের মুখের দিকে তাকি মহেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকলেন।

মহেন্দ্রনাথ রামকুমারকে তাঁর ঘরের ভেতর দেখে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হঠা রামকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো কেন। প্রথমে রামকুমারকে দেখে তাঁর বিস্ময় হয়েছিলে পরে তাঁর কিছুটা আতঙ্ক হলো। অতুলের কী রামকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? অতুল কী রামকুমারে অস্তিত্বের খবর জানে — কিংবা তার সঙ্গে কী রামকুমারের পরিচয় হয়েছে? সর্বনাশ! অতুল য কোন প্রকারে রামকুমারের আসল পরিচয় জানতে পারে এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মহেন্দ্রনাথে মুখোশ খুলে যাবে। ছেলে বাপের আসল পরিচয় জানতে পারবে। মহেন্দ্রনাথের মনে হলো রামকুমা হলো তাঁর পথের কাঁটা। সময় থাকতে পথের কাঁটাকে দূব করা দরকাব।

তুমি? তুমি কী চাও রামকুমার? কণ্ঠে বিস্ময় উত্তেজনা নিয়ে মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে

আমাকে তুমি আবার আন্দামানে দেখতে পাবে কখনও কল্পনা করোনি দুর্গাপ্রসাদ। আ তোমার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে এলুম।

দুর্গাপ্রসাদ নামটি শুনে মহেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। অতীতের বিস্মৃত নাম --- তাকে হারা দিনের কথা এবং জীবনকে স্মরণ করিয়ে দিলো। এক ঝলক রক্ত উঠলো তাঁর চোখে মুখে। তবু তি মনের উত্তেজনাকে দমন করে বললেন: আমার নাম দুর্গাপ্রসাদ নয়, মহেন্দ্রনাথ। দুর্গাপ্রসাদ ম গেছে।

রামকুমার ম্লান হাসলেন। তাঁর এই হাসিতে প্রতিহিংসার রেশ ছিলো।

হ্যাঁ, জনসাধারণের কাছে দুর্গাপ্রসাদ মারা গেছে বটে কিন্তু তোমার পুরোনো রাজনৈতি

বন্ধুদের কাছে দুর্গাপ্রসাদ বেঁচে আছে। আর দুর্গাপ্রসাদ বেঁচে থাকবে দেশদ্রোহীদের নামের তালিকায়, ব্রিটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের গোপন খাতায়.... আজ তোমার সঠিক পবিচয় কেউ জানে না। কিন্তু তুমি কে আমি জানি আর জানেন একজন। ভগবান। বেশ উত্তেজিত হয়ে রামকুমার কথাগুলো.বললেন। অতীতের কথাগুলো বলবার সময় তাঁর গলার স্বর বেশ উঁচু হলো।

মহেন্দ্রনাথের মনে হলো যে মৃত্যুদূত তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই মৃত্যুদূতের হাতে আছে পার্টির সমন --- মৃত্যুর নির্দেশ। সেই নির্দেশে লেখা আছে--- মহেন্দ্রনাথ তুমি দেশদ্রোহিতা করেছ। আমাদের অসংখ্য কমরেডদের গ্রেপ্তার আর ফাঁসির কারণ হলে তুমি। তোমার কাছ থেকে খবর পেয়ে ব্রিটিশ সরকার আমাদের পার্টি এবং কমরেডদের ধবংস করবার চেষ্টা করেছে। আমবা তোমার বিচার করেছি। আর বিচারেব রায় হলো: ' ব্রিটিশ সরকারের স্পাই দুর্গাপ্রসাদকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো। '

আজ এই কথাগুলো মনে করে মহেন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছ্ব আগে তিনি পার্টির কমরেডদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কখনও কল্পনা কয়েন নি যে এই নির্বাসিতের দেশ --- আন্দামানে আবার তিনি পার্টির কোন কমরেড-এব দেখা পাবেন। বিশেষ করে রামকুমাব যে এসে তাকে বলবেন: দুর্গাপ্রসাদ আমরা তোমাকে চিনি --- আমরা তোমাকে ভুলে যাইনি --- এ ছিলো তাঁর চিন্তাশক্তির বাইরে!

মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করলেন যে গলার সুর উঁচু কবে তিনি রামকুমারের মুখ বন্ধ কবতে পারবেন না কিংবা তাকে বশ করতে পারবেন না। তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় কবাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি এবার নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাব আন্দাজ অনুমান মিথ্যে। দুর্গাপ্রসাদকে জীবিত রেখে তার অতীত ঘেঁটে তুমি আপত্তিজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারবে না। আমি যে দুর্গাপ্রসাদ, আমি যে তোমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চ না কবেছি আব আমি যে দেশদ্রোহী, ব্রিটিশ সবকারের ইনফর্মার ছিলুম তার কোন প্রমাণ তোমার কাছে নেই। আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ করে তোমার কোন উপকার হবে না। বরং বলো তুমি কী চাও? টাকা --- হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। অনেকদিন আগে তুমি আমার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলে। আমি তোমাব সেই টাকা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি রামকুমার।

রামকুমার কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণের জন্যে তিনি মহেন্দ্রনাথেব মুখের দিকেতাকিয়ে রইলেন। তারপব হঠাৎ জোরে হেসে বললেন: বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অভিনয়ে পারদর্শী হয়েছ দুর্গাপ্রসাদ। আজ তুমি টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে পারবে না কিংবা আমাব মুখ বন্ধ করতে পারবে না। আমি চাই ---

কথাটি অসমাপ্ত রেখে রামকুমার আবার মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে প্রতিহিংসার তীব্র রেশ জেগে উঠলো। তারপর তিনি গলার স্বরকে চেপে বললেন: আমি চাই দুর্গাপ্রসাদের মুখোশ খুলে দিতে। আমি আজ সবাইকে বলতে চাই, তোমার স্ত্রী -পুত্রকে জানাতে চাই --- দেশদ্রোহী ব্রিটিশ সরকারের ইনফর্মার দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে আন্দামানের ধনী ব্যবসায়ী, মহেন্দ্রনাথের কোন পার্থক্য নেই! অতীতে দুর্গাপ্রসাদ পার্টির কমরেডদের জেলখানায় পাঠিয়ে অর্থ রোজগার করেছে। আজকাল মহেন্দ্রনাথ হেরোন-মুক্তো --- স্মাগলিং করে দেশের একজন গণ্যমান্য

ধনী ব্যবসায়ী হয়েছে। দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী আর মহেন্দ্রনাথ হলেন সমাজের নোংরা কীট স্মাগলার। বলো তুমি সমাজের কাছে কোন্ পরিচয় দিতে চাও। কী নামে আজ সবাই তোমাকে ডাকবে? দুর্গাপ্রসাদ না মহেন্দ্রনাথ?

মহেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে কথাগুলো শুনলেন। তারপর মরীয়া হয়ে জবাব দিলেন: তোমার অভিযোগ মিথ্যে, নিছক কল্পনা। আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছো। জানো আমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে নালিশ করতে পারি। ওদের বলতে পারি যে তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করছো। ব্ল্যাকমেলিং করা গুরুতর অপরাধ।

মহেন্দ্রনাথের কথা শুনে রাগে চীৎকার করে উঠলেন রামকুমার। বললেন: আমাকে তুমি ভয় দেখিও না দুর্গাপ্রসাদ। আমি জানি তোমার ছেলে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী। কিন্তু তবু পুলিশের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করার ক্ষমতা তোমার নেই।

তারপর গলার স্বর নিচু করে বললো: পুলিশের কাছে টেলিফোন করতে চাও মহেন্দ্রনাথ তুমি করতে পারো। আমি আপত্তি করবো না। পুলিশ তদন্ত করলে জানতে পারবে তুমি কে? তোমার ছেলে অতুল তোমার অতীত জীবনের কথা জানতে পারবে। বলতে চাও তোমার ছেলেকে যে তুমি হলে এক বিশ্বাসঘাতক, বেইমান ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের ইনফর্মার। যখন তোমার ছেলে জানতে পারবে তুমি কোন স্তরের লোক, তখন সে কী সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে? অসম্ভব!

একটানা কথা বলতে বলতে রামকুমারের গলা ধরে এসেছিলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন: পুরোনো দিনগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে মহেন্দ্রনাথ?

১৯৩৫ সাল, আমরা তখন বিপ্লবী অনুশীলন দলে কাজ করছি, এমনি সময় তুমি এসে আমাদের কাছে বললে যে তুমি বেঙ্গল ভলান্টিযার দলের একজন কর্মী। ওদের সঙ্গে তোমার মতের মিল হচ্ছে না। তাই তুমি আমাদের দলে যোগ দিলে। আমরাও সরল মনে তোমাকে গ্রহণ করেছিলুম কিন্তু তখন আমরা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারিনি। জানতে পারিনি যে তুমি ছিলে লালবাজারের বেতনভোগী কর্মচারী...স্পাই, স্পাই...।

যখন আমরা তোমার আসল পরিচয় জানতে পারলুম তখন তুমি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ সরকারের সাহায্য নিয়ে আন্দামানে চলে এসেছ। আমিও তোমার সন্ধানে এই দ্বীপে এসেছিলুম। কিন্তু সেদিন ইংরেজ পুলিশের বেড়াজাল অতিক্রম করে তোমাকে ধরতে পারিনি। যদি তোমার নাগাল পেতুম তাহলে আজ তোমার সঙ্গে আমার দেখা করবার প্রয়োজন হত না। অবশ্য আজ তুমি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কারণ তুমি হলে দেশের সমাজের একজন নেতা। পয়সা খরচ করে তুমি সবাইকে বলেছ যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি ছিলে একজন বীর কর্মী দেশসেবক তুমি দেশের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, ইংরেজের কারাগারে তুমি দীর্ঘকাল কাটিয়েছ। তাই আজ দেশের সমাজে তোমার উঁচু ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা আন্দামানের জেলখানায় সকাল বিকেল ঘানি টেনেছি, ইংরেজ পুলিশের বুটের জুতোর লাথি খেয়েছি আমরা হয়েছি সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়। সত্যি আজ আমাকে স্বীকার করতে হবে, যে দুর্গাপ্রসাদ একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট -- বড়ো অভিনেতা।

কথা বলতে বলতে রামকুমার আবার তাঁর গলার সুর পাল্টালেন; বেশ নিচু সুরে বলতে

লাগলেন : দুর্গাপ্রসাদ, তুমি যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করে জেলখানায় পাঠিয়েছিলে আমাদের সেইসব সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই মৃত। আর যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের দেহ ভঙ্গুর। আজ পার্টির কমরেডরা যদি সজীব থাকতেন তাহলে ওঁরা তোমাকে গুলি করে মারতেন। দুর্গাপ্রসাদ, আজ ওঁদের কাজ আমাকে করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাকে গুলি করে মারবো না। আজ সমাজের কাছে তোমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেবো। আজ দেশের সবাই জানুক মহেন্দ্রনাথ কে। তোমার ছেলে জানুক যে তুমি ছিলে স্পাই, ইনফর্মার এবং বর্তমানে স্মাগলার।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা কথা বললেন রামকুমার। কথা শেষ করে একবার মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন যে তার মুখের হাবভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং মহেন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। যদিও মহেন্দ্রনাথ মনে মনে উত্তেজিত আতঙ্কিত হয়েছিলেন তবু তিনি প্রকাশ্যে হাসবার চেষ্টা করলেন।

তোমার বয়স বেড়েছে বটে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি। তুমি নেহাত ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো। রামকুমার, আমার মুখোশ কেউ খুলতে পারবে না। কারণ আমি কে, অতীতে কি করেছি তার প্রমাণ দেবার মতো কোন নথিপত্র কারু কাছে নেই। ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাবার সময় তাদের গোপনীয় ফাইল আগুনে পুড়িয়ে গেছে। যদি সেইসব ফাইল নতুন সরকারের জিম্মায় থাকতো তাহলে আমি সেলাম ঠুকে বলতুম : রামকুমার, আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি। কিন্তু আজ আমি ঠিক উল্টো কথা বলবো। বলবো : রামকুমার তোমার আস্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আজ দ্বীপে কিংবা দিল্লীর বড়ো কর্তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার মতো স্পর্ধা কারু নেই —

রামকুমার বিদ্রূপের কণ্ঠে জবাব দিলেন — তার কারণ তোমার ছেলে হলো দিল্লীর সরকারী দপ্তরের একজন বড়ো কর্মচারী...

না, তুমি ভুল বলেছ। মহেন্দ্রনাথ আজও এতো দুর্বল পঙ্গু হয় নি যে ছেলের পরিচয় কিংবা ছেলের সাহায্য নিয়ে তাকে বাঁচতে হবে। রামকুমার, তুমি মনে রেখো যে আজ আন্দামানের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য আমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে আমি এই ব্যবসার বিঘ্ন ঘটাতে পারি। আমার যেমন সরকারকে প্রয়োজন, সরকারেরও আমাকে প্রয়োজন। উই নীড ইচ আদার ... তাই ওদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে তুমি কোন ফল পাবে না...।

রামকুমার মহেন্দ্রনাথের কথা শুনে দমলেন না। শুধু বললেন, আমি তোমাকে সহজ সরল মানুষ বলে কোনদিন ভাবিনি। আজও ভাববো না। আজ আমি তোমাকে শুধু দুটি কথা বলতে এসেছি। গতকাল রুটল্যান্ড পয়েন্টে আমার একজন কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। আমি জানি যে এই হত্যার পেছনে তোমার হাত আছে। কিন্তু আমার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবো না। তাই তোমাকে জব্দ করবার জন্যে আমকে অন্য পথ ধরতে হবে। আর সেই পথ হলো তোমার ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। দুর্গাপ্রসাদ — আন্দামান জেলের ওয়ার্ডার ব্রজমাধবকে তোমার মনে আছে? শুধু ব্রজমাধবকে নয়, ব্রজমাধবের একটি মেয়ে ছিলো। সেই মেয়েটির নাম ছিলো রমা। কী কারণে ব্রজমাধবের মৃত্যু হলো, রমা নিরুদ্দেশ হলো সেইটে সবাইকে জানাতে হবে। তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে রমার একটি অবৈধ সন্তান ছিলো। আর সেই অবৈধ সন্তানের পিতা ছিলে তুমি ..

রামকুমার তার কথা শেষ করতে পারলেন না, কারণ মহেন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে তিনি রামকুমারের কথা শুনে বিচলিত হয়েছেন।

রামকুমার, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করো না। আজ একথা যদি আমাকে অন্য কেউ বলতো তাহলে আমি চাবুক মেরে চামড়া তুলে দিতুম।

আমাকে চাবুক মেরে চামড়া তুলবার সাহস তোমার নেই দুর্গাপ্রসাদ। কারণ আজ আমি তোমাকে যে কথা বলবো তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। আর ব্রজমাধব খুন হবার দুদিন আগে জেলখানায় আমাকে বলেছিলো যে তুমি তার মেয়ের সর্বনাশ করেছ। জেলখানায় আমাদের সবাইকে বলেছিলো যে তুমি হলে স্পাই। আর তুমি কী ধরনের কাজ করছো তার পুরো খবর ব্রজমাধব আমাদের সবাইকে বলেছিলো। ব্রজমাধব আমাদের বলেছিলো যে ব্রিটিশ সরকারের কর্তারা — তোমার বিবরণ খাতায় লিখে রেখেছিলেন।

রামকুমারের কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। বললেন : ইংরেজ সরকাব সব পুরোনো খাতা পুড়িয়ে গেছে...

না তোমার খাতা পোড়ানো হয় নি। দুর্গাপ্রসাদ, তুমি ব্রজমাধবকে হত্যা করেছিলে। ব্রজমাধবের আর এক সহকর্মী গণেশ তোমাকে সন্দেহ করেছিলো। গণেশ জানতো যে ব্রজমাধবের মৃত্যুর কারণ হলে তুমি। গণেশ এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেছিলো কিন্তু সে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পাবে নি। কিন্তু যেদিন আন্দামান দ্বীপ ছেড়ে যাবার আগে ইংরেজ সরকার তাদের গোপনীয় কাগজপত্র পোড়ালেন সেদিন গণেশ ঐ অগ্নিস্তূপ থেকে একটি বই সংগ্রহ করেছিলো। বইটি আর পোড়ানো হয় নি। আর ঐ বই হলো তোমার আত্মকথা, তোমার জীবনের সিক্রেট ফাইল, ইংরেজ পুলিশের ভাষায় হলো : দি ব্ল্যাকবুক অফ দুর্গাপ্রসাদ, দি সিক্রেট এজেন্ট অব দি ব্রিটিশ পুলিশ। আমার কথা শুনে তুমি চমকে উঠো না দুর্গাপ্রসাদ। যদি মনে করে থাকো যে ব্রিটিশ কর্তারা এদেশ থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অতীত জীবন-কাহিনী আগুনে পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গেছে তাহলে আমি বলবো তুমি স্বপ্ন দেখছো। তুমি কে, কী তোমার পরিচয় এবং কোন কোন রাজনৈতিক নেতাকে তোমার খবরেব উপর ভিত্তি করে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিলো সব খবর ঐ ব্ল্যাকবুকে লেখা ছিলো। গণেশ বইটি আগুনে পুড়তে দেয় নি। তাই বলবো তোমার অতীতের কুকীর্তির প্রমাণ আজো আন্দামানে আছে। আমি এখন অবধি গণেশকে খুঁজে পাইনি। হয়তো গণেশ মারা গেছে কিন্তু মৃত্যুর আগে বইটি কার কাছে রেখে গেছে সেই খবরটি আমাকে বের করতে হবে। আমি যদি ঐ বইটি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমি প্রতিশোধ নিতে পারবো।

হতভম্ব, নির্বাক হয়ে মহেন্দ্রনাথ বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। রামকুমার যে সব কথা বলছে সে খবর কি সত্যি ? ইংরেজ পুলিশ কী চলে যাবার আগে তার সিক্রেট ফাইল আগুনে পুড়িয়ে যায় নি। অসম্ভব ! রামকুমার মিথ্যে কথা বলছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার ঠিক আগের দিনে জেল কর্তৃপক্ষ আন্দামানের ইংরেজ পুলিশ-কর্তারা তাঁদের গোপনীয় কাগজপত্র তাঁদের এজেন্টদের ফাইলগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নিজের চোখে ঐসব কাগজ আগুনে পুড়তে দেখেছেন। আর সেদিন মহেন্দ্রনাথ নিশ্চিত বোধ করেছেন। কারণ ঐ আগুনের ভেতর তাঁর অতীত জীবনও জ্বলে ছাই হয়ে গেলো।

কিন্তু রামকুমারের কথা যদি সত্যি হয় ? অর্থাৎ জেলের ওয়ার্ডার গণেশ যদি ঐ ফাইল এবং কাগজের স্তূপাকার থেকে তার সিক্রেট ফাইলটি চুরি করে নিয়ে থাকে তাহলে কী হবে ? সর্বনাশ ! তার অতীত পুড়েছাই হয়ে যায় নি। আজো আন্দামান দ্বীপে হয়তো কারু কাছে তার জীবনের সিক্রেট ফাইলটি আছে। কোন্ ঘরে কার কাছে আছে ? রামকুমার হয়তো ঐ ফাইলটি খুঁজে বার করবে। না, না মহেন্দ্রনাথ রামকুমারকে ঐ ফাইলটি খুঁজে বার করতে দেবেন না। তাহলে তাঁর জীবন ধবংস হয়ে যাবে। আন্দামান দ্বীপে তিনি যে বিশাল সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি করেছেন সব তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। রামকুমার মাস্ট গো — রামকুমারকে খুন করতে হবে।...

মহেন্দ্রনাথ রামকুমারের কথার কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ একটানা রামকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রামকুমার এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : যাবার আগে তোমাকে আর একটি কথা বলতে চাই দুর্গাপ্রসাদ। আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে ব্রজমাধবের নাতি অর্থাৎ বমার অবৈধ সন্তান আজো বেঁচে আছে। আর সেই ছেলে নিশ্চয় বড়ো হয়েছে। ঐ ছেলেকে যদি খুঁজে বার করতে পারি তবে দেশের লোকের কাছে বলতে পারবো, যে আজ দেশের জনপ্রিয় নেতা, সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ ছিলেন দুশ্চরিত্র, লম্পট প্রকৃতির লোক। লোককে বলবো তার অবৈধ সন্তান আজো বেঁচে আছে। একটা কথা মনে রেখো দুর্গাপ্রসাদ, তুমি ভাগ্য নিয়ে দাবা খেলছো। আজ বৃথা কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। শুধু তোমাকে বলতে এসেছিলুম যে রামকুমার মরে যায় নি — তোমার কুকীর্তির সিক্রেট ফাইল আগুনে পুড়ে যায় নি আর তোমার অবৈধ সন্তান আজও বেঁচে আছে। দুর্গাপ্রসাদ এই তিনটি জিনিস হলো তোমার মৃত্যুর ফাঁদ।

রামকুমার আর দেরি করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ রামকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেদিন যদি কেউ মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাতো তাহলে দেখতে পেতো যে তাঁর মুখে একবিন্দু রক্ত নেই। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়। আর একটি খবর যদি মহেন্দ্রনাথ জানতে পারতেন তাহলে তিনি আরও আতঙ্কিত হতেন। আর সেই খবরটি হলো মহেন্দ্রনাথের পার্টনার উদয়চাঁদ দরজার বাইরে থেকে তাঁদের আলোচনার শেষ অংশটুকু বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন। কারণ দরজার বাইরে থেকে তিনি যখন শুনতে পেলেন, রামকুমার মরে যায় নি — তোমার কুকীর্তির সিক্রেট ফাইল আগুনে পুড়ে যায় নি আর তোমার অবৈধ সন্তান আজো বেঁচে আছে। দুর্গাপ্রসাদ এই তিনটি জিনিস হলো তোমার মৃত্যুর ফাঁদ... তখন তাঁর জানবার প্রবল আকাঙ্খা হলো — এই দুর্গাপ্রসাদ কে, তার কুকীর্তির সিক্রেট ফাইল আগুনে পুড়ে না গেলে কোথায় আছে .আর দুর্গাপ্রসাদের অবৈধ সন্তান কে ? ..

উদয়চাঁদ বুঝতে পারলেন যে এই রহস্যের সমাধান তিনি যদি করতে পারেন তাহলে মহেন্দ্রনাথকে তাঁর হাতের মুঠোয় রাখতে পারবেন। তাঁর বিশাল সম্পত্তির প্রায় পুরো অংশই তিনি উপভোগ করতে পারবেন... অতীত জীবন বড়ো রহস্যময়। সেই রহস্য খুঁজে বার করা এবং সোনার খনি আবিষ্কার করা একই কথা।

উদয়চাঁদ মনে মনে ভাবলেন যে আর দেরি করা চলবে না। দেরি করলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। কারণ অতুল আন্দামান দ্বীপে স্মাগলিং-এর কাজকারবার নিয়ে তদন্ত করছে। তদন্ত

করে সে যদি তার বাবা মহেন্দ্রনাথের চোরাকারবারের খবর জানতে পারে তাহলে হয়তো সে বিপদ থেকে তার বাবাকে উদ্ধার করবে কারণ তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। কিন্তু উদয়চাঁদকে রক্ষে করবে কে ?

বেশ কিছুদিন ধরে উদয়চাঁদ ভাবছিলেন যে অতুল এই দ্বীপে অমঙ্গলকে ডেকে এনেছে। যতোদিন মহেন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন, ততোদিন অতুলকে খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু অতুলকে আন্দামান দ্বীপ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হবে।

ধূর্ত, শয়তান উদয়চাঁদ বুঝতে পারলেন আজ তিনি মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমারের যে গোপন আলোচনা শুনতে পেয়েছেন সেই আলোচনার রহস্য যদি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে অতুলকে এই দ্বীপ থেকে তাড়াতে কোন অসুবিধে হবে না। আর বাপের কুকীর্তির খবর যদি ছেলে জানতে পাবে তাহলে সে তক্ষুণি দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাবে। আর শুধু তাই নয়, মহেন্দ্রনাথকে তিনি বশ করতে পারবেন...আর তাঁর বিশাল সম্পত্তি উপভোগ করতে পারবেন...।

রামকুমার চলে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত মহেন্দ্রনাথ...নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু একটু বাদেই তিনি সজীব হয়ে উঠলেন। তাঁর শয়তানি বুদ্ধি আবার তীব্র প্রখর হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রামকুমার বেঁচে থাকলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। না, রামকুমারকে খুন করতে হবে... আর খুনের কথা মনে হতেই তারাপদর কথা মনে পড়লো। তার অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী, মানুষের রক্ত নিয়ে খেলা করতে সে কখনও ভয় পায় না... আজ আবার তারাপদকে নির্দেশ দিতে হবে। আর সেই নির্দেশ হলো: কীল রামকুমার।

এই কথা ভাবতে ভাবতে মহেন্দ্রনাথ উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। জানলার কাছ থেকে ডক বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি দেখতে পেলেন যে একটি জাহাজের সামনে তারাপদ দাঁড়িয়ে কুলীদের সঙ্গে চীৎকার হল্লা করছে। ক্রেন উঠছে --- নামছে আর জাহাজে মাল তুলছে। কী আছে ঐসব মালের ভেতর। হেরোন। হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন যে রামকুমার জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে রামকুমার ? নিশ্চয় তারাপদর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। হয়তো তারাপদকে গিয়ে কালকের খুনের ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করবে ?

হঠাৎ দুষ্টুবুদ্ধি জেগে উঠলো মহেন্দ্রনাথের মাথায়। তাঁর মনে পড়লো যে রামকুমারকে খুন করতে হবে। আর সে খুন আজ এক্ষুনি করতে হবে।

মহেন্দ্রনাথ ডকের শেডে তারাপদকে টেলিফোন করলেন...।

সকালে উঠে অতুলের বাতাসীর কথা মনে পড়লো। গতকাল উত্তেজনায় সে আর বাতাসীর কথা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে নি। আজ তার জানবার ইচ্ছে হলো ঐ ঝড়ের ধুলোয় বাতাসী কোথায় মিলিয়ে গেলো। মেয়েটিকে কী সমুদ্রের জল টেনে নিয়েছে ? ...এই কথাটি ভেবে অতুলের মনে চিন্তা বাড়লো। সে ঠিক করলো একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে খুঁজে দেখবে ..কিন্তু তারপরে মনে হলো আজ তার বাতাসীকে খোঁজা বৃথা...তবু এক অদৃশ্য শক্তি যেন অতুলকে সমুদ্রের তীরের কাছে টেনে নিয়ে গেলো।

নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এসে বার বার তীরে আছড়ে পড়ছিলো। ঢেউ আসে --- ভেঙে পড়ে, বালির উপর রেখে যায় জলের ফেনা আর বুদবুদ...এমনি করে গড়ে ওঠে মানুষের সংসার তারপর ক্ষণিকের মধ্যে নিশ্চি হ্ন হয়ে যায়...যেমনি জলের ফেনা আর বুদবুদ মুহূর্তের ভেতর বালির রাজ্যে শুকিয়ে যায় তেমনি এই সংসারের আবর্তে মিলিয়ে যায় মানুষ...।

আজ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে অতুল অশান্ত বিরামহীন দূর দিগন্তে সমুদ্রের দিকেতাকিয়েছিলো। ভাবছিলো বাতাসী কী ঐ অনন্ত সমুদ্রের ভেতর মিলিয়ে গেছে? সে কী আর কখনও চঞ্চলা, চিরযৌবনা বনহরিণীকে দেখতে পাবে না ? দেখতে পাবে না --- তার মিষ্টি হাসি মাখা মুখ, শুনতে পাবে না তার সুমধুর কণ্ঠস্বর। কোথায় হারিয়ে গেলো বাতাসী? ক্ষণিকের পরিচয় মুহূর্তের আলাপ তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি অতুলের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। তার মনে জেগে উঠলো মানুষের দেহের চিরন্তন আকাঙ্খা ,নারীকে কাছে পাবার বাসনা।

হঠাৎ অতুলের মনে হলো সে কী পাগলের মতো চিন্তা-ভাবনা করছে। বাতাসী কে ? বাতাসীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কয়েকদিনের জন্যে সে দ্বীপে এসেছে। তার কাজ শেষ হলে সে আবার দিল্লী চলে যাবে। শুধু শুধু বাতাসীর কথা ভেবে কী লাভ হবে ? আর সে দেখেছে তারাপদ এবং বাতাসীর বন্ধুত্ব। হাজার হোক ওরা দুজন এই দ্বীপের। তাই ওরা একে অন্যকে ভালোবাসে...

তবু অতুল যেন বাতাসীর কথা তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলো না। বার বার বাতাসীর সুন্দর মুখটি তার মনে জেগে উঠলো।

তাহলে কী অতুল বাতাসীকে ভালোবাসে ? ...হয়তো আজ সে তার মনের গহন কোণে ঠাঁই নিয়েছে। অতুলের একবার ইচ্ছে হলো সে মন খুলে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে : বাতাসী --- আমি তোমাকে ভালোবাসি... কিন্তু অতুল চীৎকার করে এই কথা বলতে পারলো না. . সে নিজের আঙুল দিয়ে বালির উপর লিখলো: বাতাসী আমি তোমাকে ...কিন্তু সে তার লেখা শেষ করতে পারলো না। কে যেন পেছন থেকে চীৎকার করে বলে উঠলো : সাহেব...

সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ঝংকার ..অবাক হয়ে অতুল পেছনে তাকলো। কে ? পাগলী মেয়ে...তাহলে কালকের ঝড়ে বাতাসী হারিয়ে যায় নি ?

অতুল পেছনে তাকালো। দেখতে পেলো বাতাসী তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে...বিস্ময়ের কণ্ঠস্বরে অতুল জিজ্ঞেস করলো।

বাঃ রে...আমি তো ঐ দিকে সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলছিলুম। তোমাকে দেখতে পেলুম তুমি বালির উপর বসে খেলা করছো। তোমায় দেখে আমি ছুটে এলুম। আমিও বালি নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসি। দেখবে - বালি দিয়ে কেমন ঘর তৈরি করি।

বাতাসী আর কোন কথা না বলে বালির ঘর বানাতে লাগলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো অতুল বালির উপর কী জানি লিখেছে। বাতাসী অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে তাকালো।

অতুল লজ্জা পেলো। সর্বনাশ, বাতাসী যদি পড়তে পারে যে সে বালির উপর লিখেছে: বাতাসী আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে বিশ্রী কেলেঙ্কারী হবে। অতুল তাড়াতাড়ি লেখাগুলো মুছতে গেলো। কিন্তু বাতাসী তার আগে আবার মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলো: সাহেব, তুমি ভারী সুন্দর ছবি আঁকো।

ছবি। বাতাসী বলছে কী? বাতাসী কী তাহলে পড়তে পারে নি যে বালির উপর সে কী লিখে রেখেছে?

ওগুলো তো ছবি নয় — অতুল সমস্ত লজ্জা বাধা কাটিয়ে বললে।

তাহলে কী?

এবার অতুলের জানবার কৌতূহল হলো বাতাসী কী তাহলে পড়তে জানে না। অতুল কোন প্রশ্ন করলো না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বাতাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাতাসী নিজেই হেসে বললো: ওঃ সাহেব, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছো কেন? কী দেখছো?

অতুল লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো: বালির উপর আমি কী লিখেছি তুমি পড়তে পারোনি?

বাতাসী এবার তার থুতনিতে হাত দিয়ে একটু ঢং করে বললো: ওমা, তুমি জানো না বুঝি? বাতাসী লেখাপড়া একদম জানে না। শুধু এ, বি, সি, ডি। আর তারাপদও জানে না, তারাপদ জানে শুধু ক, খ, গ।

এমনি সময় এক বড়ো ঢেউ এসে ডাঙায় আছড়ে পড়লো। অতুল বালির উপর যে কথাগুলো লিখে রেখেছিলো জলের ঢেউ সেগুলো মুছে নিয়ে গেলো।

ও সাহেব, ঢেউ যে তোমার ছবি মুছে দিয়ে গেলো — বাতাসী বেশ একটু চীৎকার করে বললো।

অতুল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। যাক অতুল কী লিখেছিলো আর পড়ে দিতে হবে না...

তুমি লেখাপড়া শেখোনি কেন? অতুল কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

লেখাপড়া শিখে কী হবে? আমি তো আর মেমসাহেব হবো না। ঠোঁটে রং মাখবো না, আর ফট্‌ফট্ করে ইংরাজী বলবো না। জানো সাহেব, এই সমুদ্রে ঝিনুক তুলে আনন্দ আছে। তুমি কখনও ঝিনুক তুলেছ?

না --- অতুল খুব ছোট জবাব দিলো।

আমি রোজ ঝিনুক তুলি --- বাতাসী বললো। ঝিনুক তুলে কী আনন্দ!

ঝিনুক তুলে কী করো ? অতুল সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলো।

বাঃ রে, তুমি জানো না। এখানে কোম্পানীগুলো আমাদের কাছ থেকে ঝিনুক কিনে নেয়।

তারপর গলার স্বর নিচু করে বললো : তুমি আন্দামানের কিছুই জানো না সাহেব। বড়ো বড়ো কোম্পানীগুলো ঝিনুকের ব্যবসা করে। আর ঐ সব ঝিনুক অনেক অনেক দূরে পাঠায়। আর ঐ ঝিনুকের ভেতর কী থাকে জানো ?

না, অতুল বিস্মিত কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

মুক্তো গো মুক্তো। আমাদের সরকার ঝিনুক থেকে মুক্তো কিনে নেয় আর ঝিনুকগুলো কিনে নেয় কোম্পানী। ঐ ঝিনুক বেচাকিনির কোম্পানীর সঙ্গে তারাপদর সম্পর্ক আছে। আমার জন্যে তারাপদ কোম্পানীর কর্তাদের কাছে সুপারিশ করেছে। তাই ওরা আমার কাছ থেকে একটু বেশী পয়সা দিয়ে ঝিনুক কিনেনেয়।

বাতাসী এবার গলার স্বর খাটো করে বললো : তোমাকে একটা কথা বলবো সাহেব, কাউকে বলবে না —

না, অতুল ছোট জবাব দিলো। তার জানবার ইচ্ছে হলো — বাতাসী কী বলতে চায়।

· ঐ যে রুটল্যান্ড পয়েন্ট দেখছো। ঐ পয়েন্টে বিস্তর ঝিনুক আছে। আর প্রতিটি ঝিনুকে আছে বড়ো বড়ো মুক্তো। সেদিন আমি ঐ পয়েন্টে সাঁতার কেটে মুক্তো পেয়েছি। তারাপদ মুক্তো দেখে আমাকে বললো : খবরদার বাতাসী এই মুক্তোর কথা কাউকে বলবিনে। আমি কোম্পানীর কর্তাদের বলে কয়ে তোকে বেশ ভালো টাকা পাইয়ে দেবো। তারাপদ বলে, আমরা দুজনে বিজনেস করবো। আচ্ছা, তুমি বলো তো সাহেব, ঐ বিজনেস কথার মানে কী ?

অতুল হেসে বললো : বিজনেস মানে ব্যবসা।

বিজনেস মানে বিয়ে নয় ?

অতুল মাথা নেড়ে বললো : না। কিন্তু তুমি বিয়ের কথা বলছো কেন ?

অতুলের কথা শুনে বাতাসীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বিজনেস আর বিয়ে দুটো কথা যে এক নয় শুনে বাতাসী নিরাশ হলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো : জানো সাহেব, তারাপদ বড্ডো মিথ্যে কথা বলে। আমি বিয়ের কথা বললেই বলে --- বিজনেস করবো...

তারাপদ বুঝি তোমাকে বিয়ে করবে ? তাহলে বিয়ে করছে না কেন ? অতুল জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলো।

বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বাতাসী জবাব দিলো : আমি বিয়ের কথা বললে তারাপদ চটে যায়। বলে যার বাপের ঠিক নেই তার আবার বিয়ে। আগে বাবাকে খুঁজে বের করি তারপর বিয়ের কথা ভাববো।

অতুল বাতাসীর জবাব শুনে কৌতূহলী হলো। সরল মনে বাতাসী আজ অনেক কথা বলে যাচ্ছে। প্রথমে বাতাসীর কথা বলবার ভঙ্গী কণ্ঠের রেশ শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছিলো। কিন্তু এবার বাতাসীর কথাগুলোর ভেতর রহস্যের আভাস পেলো। যার বাপের ঠিক নেই, তার আবার বিয়ে একথার মানে কী ? আচ্ছা, বাতাসী তারাপদর কী বাবা নেই...

এবার বাতাসী বেশ বিজ্ঞের মতো বললো : কী জানি ওর বাবা আছে কী নেই ! আমাকে তো বলে ওর বাবা নেই , কোনকালে ওর বাবা ছিলো না।

কথা বলতে বলতে বাতাসী তার মুখটি অতুলের মুখের কাছ নিয়ে এসে বললো : আচ্ছা সাহেব, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ। তুমি বলো তো তারাপদর যদি বাবা না থাকে তাহলে তারাপদর জন্ম হলো কী করে ?

অতি সহজ, সরল, শিশুর মতো বাতাসী এই প্রশ্ন করলো। একবারও এই প্রশ্নটি করবার সময় তার মনে জাগেনি যে এই প্রশ্নের অন্য আর একটি অর্থ থাকতে পারে। হয়তো সেই গোপন অর্থের কথা ভেবে ক্ষণিকের সভ্যতা এসে অতুলের মুখ রক্তিম হলো। সে ভাবলো শহরের জটিল সভ্যতা এসে এখনও বাতাসীকে স্পর্শ করে নি। তাই বাতাসী আজ তাকে এতো সহজ কণ্ঠে এই প্রশ্ন করতে পারলো। অতুল কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলো। বললো : বেশ ওর যদি বাবা না থাকে তাহলে ওর বাবাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে না কেন ?

বাতাসী হেসে বললো : সত্যি সাহেব, তুমি ভারী বোকা। কিছুই বোঝ না। তারাপদ বলে ওর বাবা নাকি মাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। তাই তারাপদ আমাকে বলে : বাতাসী আমি তোকে বিয়ে করবো। কিন্তু তার আগে বাবাকে খুঁজে বের করে নেই। সমাজের কাছে পরিচয় দিই, সবাইকে ডেকে বলব আমারও বাবা আছে ......কথা বলতে বলতে বাতাসী হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। আমারও বাবা আছে — একথাটি বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটি শুকিয়ে গেলো। বাতাসী জলের ধারে গেলো। অতুলও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলো।

আমারও বাবা ছিলো সাহেব। ঐ যে পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো ঢেউ দেখছো, ঐ ঢেউর পেছনে বাবা লুকিয়ে আছেন...

সাহেব, একদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন : বাতাসী আমি সমুদ্রে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসব। সেদিন সমুদ্রে ঝড় উঠেছিলো। আর সেই ঢেউগুলোর কী দাপট, কী গর্জন। আমার মনে হলো যেন ঢেউ আর বাতাসে মারপিট করছে......সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেলো কিন্তু বাবা আর বাড়ি ফিরে এলেন না। আমি বাবার জন্যে কতো রাত অবধি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলুম...চীৎকার করে বাবাকে ডেকেছিলুম। সবাই এসে বললো তোর বাবা নেই......জানো সাহেব, ওরা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। আমার বাবা বেঁচে আছেন। উনি ফিরে আসবেন। আর বাবা যদি না আসেন তাহলে আমিও তারাপদকে বিয়ে করবো না।

অতুল লক্ষ্য করলো যে বাবার কথা বলতে বলতে বাতাসীর চোখে মুখে বেদনার রেশ ফুটে উঠেছে। সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে। অতুল যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একথা বাতাসী ভুলে গেছে।

অতুল ভাবতে লাগলো বাতাসীকে কী জবাব দেবে? কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে! মিথ্যে কথা বলবে যে তার বাবা আবার ফিরে আসবে। কিছুক্ষণের জন্যে অতুল কথা বলবার শক্তি হারিয়ে ফেললো।

কী আজেবাজে কথা বলছিলুম সাহেব। আমার পিসেমশায় বলতেন বাতাসী বড্ডো বাজে কথা বলে। তারাপদ বলে তুই একটা পাগল। তুমি বলো না আমি কী?

অতুল সম্বিৎ ফিরে পেলো। মৃদু হেসে বললো: তুমি একটি লক্ষ্মী মেয়ে।

পিসিমাও তাই বলতেন। বলতেন বাতাসী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা সাহেব, তুমি পিসেমশাইকে দেখেছ? পাড়ার সবাই ওকে বলতো মোটা গণেশ। ওঃ বাবা কী মোটা লোক? ওর কথা মনে পড়লে আমার ভারী হাসি পায়...

অতুল জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। বললো: তোমার পিসেমশায় কোথায় বাতাসী?

বাঃ রে, পিসেমশায় তো অনেক আগেই মারা গেছেন। তারপর পিসিমা মারা গেলেন। এখন আমার কেউ নেই। শুধু তারাপদ আছে।

তারাপদ! বেশ অন্যমনস্ক হয়ে অতুল জিজ্ঞেস করলো। ক্ষণিকের জন্যে তার মনে হিংসার রেশ জেগে উঠলো। বাতাসীকে দেখবার জন্যে কেউ নেই, শুধু তারাপদ আছে। তারাপদ তো বাতাসীর আপনজন নয়। শুধু তার পরিচিত......কিন্তু অতুল তার মনের কথা বাতাসীর কাছে প্রকাশ করলো না। শুধু জানবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো: তোমার পিসেমশাই কী কাজ করতেন বাতাসী?

কী জানি কী কাজ করতেন। পিসিমা বলতেন উনি নাকি আন্দামান জেলখানায় কাজ করতেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। খালি ঘরে বসে বলতেন: আজ গরীব আছি বটে কিন্তু শিগগিরই আমি বড়লোক, ধনী হবো। আমার গাড়ি হবে......কিন্তু পিসেমশায় যখন মারা গেলেন তখন পিসিমার জন্যে কিছু রেখে যান নি। পিসিমা বাড়ি বাড়ি কাজ করে বেড়াতেন। আর আমি সমুদ্রে ঝিনুক তুলতাম।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো। তারপর হঠাৎ কী জানি তার মনে হলো। এবার সে গলার স্বর উঁচু করে বললো: সাহেব, তুমি পড়তে পারো?

বাতাসীর প্রশ্ন শুনে অতুল চমকে উঠলো। বাতাসী তাকে এই প্রশ্ন করছে কেন? কী চায় বাতাসী? অতুল কোন জবাব দিলো না। শুধু মাথা নেড়ে জবাব দিলো: হ্যাঁ।

দাঁড়াও। তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। পিসিমা বলতেন ওটা পিসিমার সম্পত্তি। আর ঐ সম্পত্তি হাতে নিয়ে পিসেমশায় বলতেন উনি শিগ্‌গিরই বড়লোক হবেন।

কী সম্পত্তি? অতুল জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

একটা বই। তুমি দাঁড়াও সাহেব, আমি তোমাকে ঐ বইটি দেখাবো। তুমি আমাকে পড়ে বলবে বইতে কী লেখা আছে...

এই কথা বলে বাতাসী আর দেরী করলো না। দৌড়ে ছুটে বাড়ির দিকে গেলো অতুল বাতাসীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনে হলো যেন বনহরিণ ছুটে যাচ্ছে...

বাতাসী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অতুল দূরে রাস্তার দিকে তাকালো। রাস্তার উপর একটি লোক দাঁড়িয়েছিলো। যদিও দূর থেকে লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যায় না তবু লোকটিকে চিনতে অতুলের অসুবিধে হলো না। দূরে রাস্তায় তারাপদ দাঁড়িয়ে আছে আর তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তারাপদকে দেখে অতুল যেন থমকে গেলো। তাহলে কী তারাপদ ওদের দুজনকে দেখেছে? তারাপদ এবার কী বলবে? অতুল তারাপদর কাছে গেলো। আজ তারাপদর চেহারায় বেশ একটা রুক্ষতার আভাস ছিলো। চুলগুলো ছিলো এলোমেলো, তার মুখে হাসি ছিলো না। অতুলের মনে হলো তারাপদ কিছুটা চঞ্চল বিচলিত। এই চঞ্চলতার কারণ কী?

বাতাসী অতুলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিলো হয়তো তারাপদ তাদের মেলামেশা কথাবার্তা পছন্দ করে নি।

তুমি এখানে। আমি ভেবেছিলুম তুমি ডকে কাজ করছো — প্রশ্নটি করে অতুলের মনে হলো সে বেশ বোকার মতোই তারাপদকে এই প্রশ্ন করেছে। হয়তো তারাপদ তাকে বলবে: তুমি এখানে এসেছ কেন তার জবাব দাও।

তারাপদ অবশ্যি সে প্রশ্ন করলো না। শুধু গম্ভীর গলায় বললো: আন্দামান বড়ো নিরাপদ জায়গা নয় অতুল। তোমার মতো বড়ো সরকারী কর্মচারীর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।

আমি বিপদের ভয় করিনে, অতুল তারাপদর কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করলো। ভেবেছিলো তারাপদ বাতাসীর কথা জিজ্ঞেস করবে — তুমি এই নির্জন সমুদ্রপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাতাসীর সঙ্গে কেন গল্প করছিলে? বাতাসী আমার প্রেমিকা। ওর সঙ্গে লুকিয়ে কথা বলবার কোন অধিকার তোমার নেই। কিন্তু তারাপদ বাতাসীকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করলো না।

করা উচিত। আন্দামানে আজকাল বিস্তর খুন হাঙ্গামা হচ্ছে। তোমার বাবা পছন্দ করবেন ন যে, এমনি বেপরোয়ার মতো আন্দামান শহরে ঘুরে বেড়াও।

অতুল জবাব দিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তারাপদ তাকে বাধা দিয়ে বেশ কর্কশ কণ্ঠে বললো অতুল, তুমি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও। তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে।

তারাপদর কথা শুনে অতুল বিস্মিত হতবাক হলো। তারাপদ বলছে কী? দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও, কারণ তার জীবনের আশঙ্কা আছে। কিন্তু অতুল বিপদকে ভয় পায় না। বরং বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে সে প্রস্তুত।

তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ তারাপদ। কিন্তু আন্দামানে আমার কিছু কাজ আছে।

কী কাজ? বাতাসী? তারাপদর প্রশ্নে ব্যঙ্গ শ্লেষের সুর ছিলো।

বাতাসীর নাম শুনে অতুল চমকে উঠলো। সে লজ্জা পেলো। মৃদু হেসে বললো: তোমার অনুমান ভুল। এই দ্বীপে কিছু অবৈধ কাজকারবার হচ্ছে তার খবর আমার চাই।

তোমার বাবা এ খবর জানেন? তারাপদ এই প্রশ্ন করে অতুলের দিকে তাকালো।

কিছুটা। সব নয়। সরকারী গোপনীয় কথা নিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করা সম্ভব নয়।

তারাপদ চুপ করে রইলো। মহেন্দ্রনাথ জানেন অতুল এই দ্বীপে স্মাগলিং-এর খোঁজখবর নিতে এসেছে। উদয়চাঁদ ঠিক কথাই বলেছে: বিপদ তোমার আমার হবে। মহেন্দ্রনাথ বিপদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যাবে। আজ তারাপদর মনেও সন্দেহ জাগলো, হয়তো মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদ এবং তারাপদকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চাইছে।

আজ সকালে ডকে একটা গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে অতুল। এ ধরনের অ্যাকসিডেন্ট আজকাল আকছার হচ্ছে। সময় থাকতে তোমাকে সর্তক করে দিলুম। একটু সাবধানে চলাফেরা করো। নইলে ---

তারাপদ তার কথা শেষ করলো না। কিন্তু কথার শেষটুকু কী অতুলের বুঝতে অসুবিধে হলো না। তারাপদ তাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছে।

অতুলের মনে কৌতূহল জাগলো তারাপদ তাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছে কেন! আর সকালে ডকে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কী? এবার আন্দামানে এসে অতুল লক্ষ্য করেছে তারাপদর হাবভাবের, চলাফেরা কথাবার্তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারাপদ নির্দয় কর্কশ হয়েছে। মা বলেছিলেন তারাপদ এ দ্বীপের অনেক খবর রাখে। তারাপদ কী জানে যে আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজকর্ম হচ্ছে! শুধু তাই নয়। এইসব স্মাগলিং-এর কাজকর্মের সঙ্গে তারাপদর কী কোন সম্পর্ক আছে! যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তারাপদ তাকে দ্বীপ থেকে চলে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো কেন? আজ অতুলের আর একটি কথা মনে জাগলো। তার বাবা মহেন্দ্রনাথও যেন তার কাছ থেকে কিছু কথা গোপন করছেন। তিনিও আকার ইঙ্গিতে অতুলকে দ্বীপ থেকে চলে যেতে বলছেন। অতুলের মনে হলো যে তার এই দ্বীপে আগমনে মহেন্দ্রনাথ তারাপদ সবাই বিচলিত চিন্তিত হয়েছে। চিন্তার কারণ কী?

হঠাৎ অতুলের মনে হলো যে তারাপদ ডকে অ্যাকসিডেন্টের কথা বলেছে। কৌতূহল নিয়ে অতুল জিজ্ঞেস করলো, ডকে কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হলো।

তারাপদ অতুলের মুখের দিকে তাকালো। অতুল কী ভয় পেয়েছে?

আজ জাহাজে মাল তোলবাব সময় একটি ক্রেন ছিঁড়ে যায়। আর অ্যাকসিডেন্টে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন।

এক ভদ্রলোক মারা গেছেন? কী নাম তাঁর? অতুল মনে মনে পুরো খবর জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হলেও বাইরে ভাষায় কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করলো না।

জেনসন নিকসন কোম্পানীর বড়োকর্তা রামকুমার —

রামকুমার মারা গেছে! এই তো খানিক আগে অতুল রামকুমারকে তার বাবার অফিসে ঢুকতে দেখলো। অতুলের মনে হলো রামকুমারের মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। স্রেফ হত্যাকান্ড। আশ্চর্য পব পর দুটি হত্যাকান্ড এই দ্বীপে ঘটে গেলো। ব্যাপারটি আরো একটু তলিয়ে দেখা দরকার। অতুল আর দেরি করলো না। পুলিশের কর্তা টম পিটার্স-এর সঙ্গে দেখা কবতে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পবে বাতাসী ফিবে এলো। তার হাতে ছিলো একটি কালো বাঁধানো বই..

বাতাসী চারদিকে তাকালো। কোথায় অতুল? সমুদ্রপ্রান্ত নিরালা। শুধু দূর থেকে আসছে সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জন...

সাহেব......বাতাসী জোর গলায় ডাকলো। কিন্তু ঢেউ — এর গর্জনে তার ডাক শোনা গেলো না।

বিরক্ত হয়ে বাতাসী বইটি বালির উপর ফেলে দিলো।

দুত্তোর কী হবে ছাইপাঁশ কাছে বেখে। তারাপদ পড়তে পারে না — আমি পড়তে পারিনে এমন কী সাহেবও পড়তে পাবেন না। সাহেব ভয়ে পালিয়ে গেছেন...

বাতাসী বাড়ির দিকে চলে গেলো। বইটি বালির উপর পড়ে রইলো। তারপব বালি এসে পড়তে লাগলো বইটির উপর...বই-এর খানিকটা অংশ বালির ভেতর ঢুকে গেলো।

আর মহেন্দ্রনাথ যদি জানতে পারতেন যে তার অতীত কাজকর্মের বিবরণী যে বইতে লেখা আছে সে বইটি বালিতে ঢেকে গেছে তাহলে হয়তো নিশ্চিন্ত বোধ করতেন।

টম পিটার্সের অফিস ঘরে অতুল বেশ উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছিলো। ভাবছিলো বামকুমারকে খুন করা হলো কেন! আর গতকাল রুটল্যান্ডপয়েন্টে এই বেনামী চিঠির লেখককে কে খুন করলো? গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুটো খুন হয়ে গেলো। অথচ পুলিশ কিংবা অতুল স্মাগলিং কিংবা খুনের কোন রহস্যই জানতে পারলো না।

টম পিটার্স বলছিলো: ক্রেন ছিঁড়ে যাওয়াটা সামান্য অ্যাকসিডেন্ট নয়। রামকুমারকে খুন কবা হয়েছে। আর এ খুন করবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

তুমি কী সন্দেহ করো — অতুল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রামকুমার নিশ্চয় কোন নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমরা বাজারে একটা গুজব শুনেছিলুম লোককে ব্ল্যাকমেল করাই ছিলো রামকুমারের প্রধান ব্যবসা। জানেন তো রামকুমারের

কোম্পানী জেনসন নিকসন কোম্পানী ব্যবসা করে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলো না। আর কয়েকমা: পরে কোম্পানী লাটে উঠে যেত...

তারপর মৃদু হেসে টম পিটার্স বললো: আন্দামানে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর স: টেক্কা দেয়া কী সহজ কথা। আপনার বাবা মহেন্দ্রনাথ হলেন পাকা ব্যবসায়ী।

আমার বাবা। অন্যমনস্ক হয়ে অতুল ছোট প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, জেনসন নিকসন কোম্পানী হলো আপনার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ন স্যর, প্রতিদ্বন্দ্বী বলবো না...তবে জেনসন নিকসন আর আপনার বাবা একই ধরনের ব্যবসা করতেন সমুদ্র থেকে ঝিনুক তোলা, কাঠের ব্যবসা ছিলো ওদের প্রধান কাজ।

অতুল আলোচনার মোড় ঘোরালো। তার জানবার ইচ্ছে হলো রামকুমার আন্দামানে ক এসেছিলেন। টম পিটার্স জবাব দিলো, উনি খুব বেশিদিন আন্দামানে আসেন নি। নিদেন পক্ষে পাঁচ বছ আগে...তার আগে শুনেছিলুম উনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ওঁর ফ্যামিলি কলকাতায় থাকেন।

ফ্যামিলি। ওঁর কে আছেন?

আন্দামানে ওঁর শুধু এক পুরোনো চাকর আছে। আব্দুল। কলকাতায় ওঁর বউ ছেলেমে থাকে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতুল টম পিটার্সকে জিজ্ঞেস করলো: আব্দুল। আব্দুল কোথাকা লোক। আমি ওকে দু'চারটে প্রশ্ন করতে চাই।

টম পিটার্স জবাব দিলো: আব্দুলকে আমরা ধরে এনেছি স্যর। কিন্তু ওকে প্রশ্ন করার আ আপনাকে একটি ফিল্ম দেখাতে চাই। ঠিক ক্রেন যখন ছিঁড়ে যায় তখন জাহাজের একজন নাবিক এ ফিল্মটি তুলেছিলো। আমরা সেই ফিল্মটি সংগ্রহ করেছি। ফিল্ম দেখলে আপনি বুঝতে পারবে রামকুমারের মৃত্যু নিছক অ্যাকসিডেন্ট না, খুন...

বেশ চলো। টম পিটার্সের পাশের ঘর হলো প্রজেকশন রুম। টম পিটার্স এবং অতুল ঘ গিয়ে বসলো। বাতি নেভানো হলো। ফিল্ম শুরু হলো। অতুল দেখতে পেলো রামকুমার ডক দি হাঁটছেন। ডকের চারদিকে কুলী। দু'তিনটে ক্রেন কাজ করছে। জাহাজে মাল ওঠাচ্ছে। কিছুক্ষণে জন্যে রামকুমার থামলেন। তারপর একটি জাহাজের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। একটি বড়ো ক্রে ঐ জাহাজে মাল তুলছিলো। রামকুমার ক্রেনের কাছে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লোহার শেকলা জাহাজের পোর্ট হলের দিকে না গিয়ে রামকুমারের দিকে আসতে লাগলো। ডকের সবাই অবাক হ ক্রেনটির পানে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ক্রেনটি ঠিক রামকুমারের মাথার উপর এসে দাঁড়ালো। আ সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রেনের বাক্সগুলো পড়তে শুরু করলো। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। বড়ো বড়ো পাঁ ছয়টি কাঠের বাক্স শেকলের বাঁধন থেকে খুলে গেলো। আর দুটো বাক্স এসে ঠিক রামকুমারে মাথার উপর পড়লো। রামকুমার পালাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পালাতে পারলেন না। তি বাক্সের চাপে মাটিতে পড়ে গেলেন। ডকের চারদিক থেকে কুলীরা ছুটে এলো...।

প্রজেকশন শেষ হলো। অতুল মৃদুস্বরে টম পিটার্সকে বললো: টম --- এ অ্যাকসিডেন্ট নয় স্রেফ মার্ডার।

আমারও তাই মনে হচ্ছে — টম পিটার্স অতুলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললো

খুনের কী কারণ তুমি আন্দাজ করতে পারো? অতুল জিজ্ঞেস করলো।

আমি তো বললুম স্যর। বাজারে গুজব ছিলো রামকুমার ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা করতো।

গুজবটি তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ?

টম পিটার্স প্রথমে কোন জবাব দিলো না। চুপ করে রইলো। কী জানি ভাবতে লাগলো। তারপর বললো: ডক এলাকায় হাজার রকমের গুজব শোনা যায়। এ গুজব হোল তার মধ্যে একটি।

অতুল হাসলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো: না টম, এ গুজবের পেছনে আরো রহস্য আছে। আর সেই রহস্য আমাদের জানতে হবে...।

এই খুনের পেছনে যে রহস্য আছে সে রহস্য আমরা বের করতে পারবো স্যর। আমরা ক্রেনের ড্রাইভার জ্যাকসনকে গ্রেপ্তার করেছি। কারণ আমাদের মনে হয় জ্যাকসন ইচ্ছে করে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

জ্যাকসনকে জেরা করেছ? অতুল গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

করেছি। কিন্তু লোকটা মুখ খুলতে চায় না। বলে সমস্ত ব্যাপারটি পুরোপুরি দুর্ঘটনা — অ্যাকসিডেন্ট। আমি স্যর ওর কথা বিশ্বাস করিনি।

অতুল টম পিটার্সের কথার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললো: আমি তোমার সঙ্গে একমত টম। ছবি দেখার পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই যে এ ব্যাপার দুর্ঘটনা নয়। স্রেফ মার্ডার। যাক জ্যাকসনকে কয়েদখানায় পুরে রাখো। ওর ব্যাপারটা পরে তদন্ত করা যাবে। তার আগে আমাদের রামকুমার সমন্ধে আরো কিছু খবর জানতে হবে। রামকুমার কে এবং কী তার অতীত। আরো জানতে হবে রামকুমার কী সত্যিই ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা করতো?

রামকুমারের চাকর আব্দুল কোথায়?

টম পিটার্সি এবার আব্দুলকে ডেকে আনলো। অতুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আব্দুলের দিকে তাকালো। কতো বয়েস হবে লোকটির? পঞ্চাশ কিংবা তার বেশী। অবশ্যি আব্দুলেব পরিচয় জানতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না।

আমি অনেক দিন ধরে সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছি....আব্দুল বললো।

কয় বছর? অতুল পুলিশী মেজাজে প্রশ্ন করলো।

আব্দুল কিছুক্ষণ চুপ করে কী জানি চিন্তা করলো। তারপর নিচু গলায় বললো: এ কিস্তিতে প্রায় বছর পাঁচেক হবে।

অতুল আব্দুলের কথা শুনে বিস্মিত হলো। লোকটা বলছে কী? এ কিস্তি কথার মানে কী? কথাটা আরো ভালো করে জানার জন্যে অতুল জিজ্ঞেস করলো: আব্দুল তোমার কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। তুমি বলছো: এ কিস্তিতে বছর পাঁচেক কাজ করেছো? তোমার কথা বুঝতে পারলুম না। কথাটা আর একটু খুলে বলো।

হ্যাঁ, রামকুমার সাহেব আমার অপরিচিত ছিলেন না। আমি আন্দামান জেলখানায় চাপরাশীর কাজ করতুম। আর রামকুমার সাহেব এই আন্দামান জেলখানায় ছিলেন রাজবন্দী। তখন থেকে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেশ স্বাধীন হলো। উনি কলকাতায় চলে গেলেন, বিয়ে করলেন, ছেলেপুলে হলো। তারপর ব্যবসা করতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ একদিন উনি আন্দামানে ফিরে এলেন।

আর এই দ্বীপে উনি ব্যবসা করতে শুরু করলেন। আর আমাকে উনি ওঁর কাজে বহাল করলেন। ওঁ ব্যবসা ভালো চলছিলো না। আমি কতোবার বলতুম: সাহেব আপনি কলকাতায় চলে যান। উনি হেসে বলতেন: আব্দুল, এই আন্দামান দ্বীপে আমার একটা লোকের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করতে হবে। যতোদিন না আমি এই দেনা-পাওনা না মেটাই ততোদিন আমাকে আন্দামানে থাকতে হবে

আব্দুলের কথা শুনে অতুল বিস্মিত হলো। রামকুমার আন্দামানের জেলখানায় রাজবন্দী ছিলেন — একথা শুনে তার জানবার আকাঙ্খা বিস্ময়ের রেশ আরো প্রবল হলো। তাহলে রামকুমার এ দ্বীপে একেবারে অপরিচিত নন। আব্দুল তার পুরাতন সঙ্গী। আব্দুল নিশ্চয় তাহলে আন্দামানের অনেক খবর জানে। নিশ্চয় বলতে পারবে রামকুমার কার সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব মেটাতে চাইছিলেন। সেই লোকটি কে? যদি অতুল সেই লোকটির নাম জানতে পারে তাহলে আজ রামকুমারের খুনের রহস্যের সমাধান সে করতে পারবে।

আব্দুল, তুমি বলতে পারো তোমার মনিব কার সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব মেটাতে চাইছিলেন শুধু তাই নয়, আমি জানতে চাই এই দ্বীপে ওঁর বন্ধু কে ছিলো আর শত্রু কে ছিলো।

আব্দুল মাথা নাড়লো। বললো, ওকথা আমি বলতে পারবো না। সাহেব আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুদের নাম নিয়ে বেশী আলোচনা করতেন না। শুধু মাঝে মাঝে বলতেন: আব্দুল, মরবার আগে আমাকে প্রতিহিংসা নিতে হবে। আমি শুধু ওঁর পরিবারের কথা জানতুম। ওনার স্ত্রী, মেয়ে ছবি আর ছেলে অরূপরতন....ওরা ছুটিতে দ্বীপে বেড়াতে আসতেন।

এবার আব্দুলের কথার জবাব টম পিটার্স দিলো। বললো : স্যর, রামকুমার মারা গেছেন কিন্তু এই মৃত্যুর খবর ওঁর পরিবারকে দেয়া হয় নি। খবরটা দেয়া দরকার...আর মৃতদেহ পোস্ট মর্টেম হবার পর নিশ্চয় ওঁর পরিবারের কাছে পাঠাতে হবে।

অতুল এ প্রস্তাবে বাধা দিলো। বললো না, টম, বামকুমারের দেহের সৎকার এখানেই করতে হবে। আর ওঁর পরিবারের কাছে আমি নিজেই গিয়ে খবর দেবো।

টম পিটার্স এবং আব্দুল অতুলের কথা শুনে বিস্মিত হলো। যে দুঃসংবাদটি সামান্য টেলিগ্রাম মারফত দেয়া যায় সেই খবরটি দেবার জন্যে অতুল রামকুমারের কলকাতার বাড়িতে যাবে কেন?

অতুল হয়তো ওদের কথা বুঝতে পারলো। মৃদু হেসে বললো : তোমরা কী ভাবছো আমি জানি টম পিটার্স। আমি রামকুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চাই কেন ? আমার এই দেখা করবার পেছনে এক কারণ আছে। আর সেই কারণটি হলো আমি জানতে চাই রামকুমারকে কী অপরাধে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো। রামকুমার কী রাজবন্দী ছিলেন ? না, ওনাকে খুনের অপরাধে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিলো। আমার আরো কী মনে হয় জানো — ? অতুল থামলো...।

টম পিটার্স এবং আব্দুল বিস্মিত হয়ে অতুলের মুখের দিকে তাকালো। অতুল কী বলতে চাইছে ? ওদের মনের বিস্ময় অতুল ভাঙলো। বললো : হ্যাঁ টম — এই আন্দামান দ্বীপে রামকুমারের নিশ্চয় কোন বন্ধু আছে। জেলখানার বন্ধু যার সঙ্গে রামকুমার জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ করতে চেয়েছিলে। যদি আমরা রামকুমারের সেই পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমরা রামকুমারের খুনের কারণ জানতে পারবো। আমাকে রামকুমারের অতীত জীবনের

কিছু খবর জানতে হবে। তাই আমি ঠিক করেছি যে কলকাতায় গিয়ে আমি রামকুমারের স্ত্রী এবং মেয়ের সঙ্গে দেখা করবো। দেখি ওঁদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান খবর পাই কিনা! তদন্তের প্রয়োজন হলে আমি ওঁদের আন্দামানে নিয়ে আসবো।

তারপর টম পিটার্সের দিকে তাকিয়ে বললো : টম, রামকুমারের মৃত্যুর রহস্য সমাধান করতে পারলে আমরা আন্দমান দ্বীপের খুনী এবং স্মাগলারকে খুঁজে বার করতে পারবো।

প্লেনে করে অতুল যখন কলকাতায় এলো তখন বিকেল চারটে বাজে। আব্দুলের কাছ থেকে রামকুমারের স্ত্রী এবং মেয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করেছিলো। রামকুমারের পরিবার বালীগঞ্জে থাকতো। বাড়িটা খুঁজে নিতে অতুলের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। অতুল যখন রামকুমারের বাড়িতে পৌঁছল তখন রামকুমারের মেয়ে ছবি এবং ছেলে রতন গলা ছেড়ে গান করছিলো। গান করবার কারণ ছিলো। দিনটি ছিলো রতনের জন্মদিন। রতনের বন্ধুবান্ধবেরা এসেছে। হৈ-হল্লা হচ্ছে। এবার গানের জলসা শুরু হয়েছে।

সকাল থেকে ছবি আর রতন প্রতীক্ষায় ছিলো যে রামকুমার আন্দামান থেকে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে জন্মদিনের টেলিগ্রাম পাঠাবেন। প্রতি বছর রামকুমার ছেলেমেয়ের জন্মদিনে টেলিগ্রাম এবং জন্মদিনের উপহার পাঠান। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল যখন হলো এবং রামকুমারের কোন টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল না তখন ছেলেমেয়ে দুজনেই বেশ চিন্তিত হলো। বাবা টেলিগ্রাম পাঠালেন না কেন? বাবার তো কোনদিন ভুল হয় না...রামকুমারের স্ত্রী সীতা দেবী ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: আজকাল তাঁর অফিসে কাজের ভিড় হয়েছে। দেখবে দুদিন পরে নিশ্চয় তোমার বাবার টেলিগ্রাম আসবে।

জন্মদিনের পার্টি যখন পুরোদমে চলছে তখন অতুল গিয়ে ঐ বাড়িতে পৌঁছল। দরজা খুলে দিলো রতন।

আমি আন্দামানে থেকে এসেছি — অতুল বললো। রামকুমারবাবুর স্ত্রী'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

রতন চীৎকার করে বলে উঠলো : দিদি আন্দামান থেকে বাবার লোক এসেছে। রতন তারপরেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো : আমার প্রেজেন্ট কোথায় ?

প্রেজেন্ট ! রতনের আচমকা প্রশ্ন শুনে অতুল বিস্মিত হলো।

বাঃ রে, তুমি জানো না বুঝি আজ আমার জন্মদিন। বাবা তো প্রতি বছর আমার জন্য প্রেজেন্ট পাঠান।

রামকুমারের মেয়ে ছবি এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। ছবির বয়স বেশী নয়। চব্বিশ পঁচিশ। ধীর স্থির শান্ত, তার পরিপূর্ণ যৌবন এবং সৌন্দর্যে কমনীয়তা এবং মাদকতা আছে।

আজ ছবিকে দেখে অতুলের বাতাসীর কথা মনে পড়লো। বাতাসী হলো সমুদ্রের পাগলা দমকা হাওয়া। তার বন্যসৌন্দর্য, মানুষের মনকে ঢেউর মতো চঞ্চল অশান্ত করে, দেহে আকাঙ্খা তৃষ্ণা জাগায়। কিন্তু ছবি অন্য জগতের নারী। তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি মিষ্টি হাসি আজ অতুলের মনে স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিলো।

আপনি বাবার কাছ থেকে এসেছেন ? ছবির মিষ্টি গলা শুনে অতুলের মনে হলো মেয়েটি

যেন তার কাছে অতি পরিচিত, অতি নিকট।

ছবির প্রশ্ন শুনে অতুল চমকে উঠলো। একবার ছবির মুখের দিকে তাকালো, আর একবার ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখলো। রতনের জন্মদিন উপলক্ষে আজ রামকুমারের বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। আজ ওরা সবাই আনন্দ করছে, নাচছে — গান করছে... অতুল কী আজ এদের কাছে রামকুমারের মৃত্যুর দুঃসংবাদ দিয়ে ওদের আনন্দ উৎসব পন্ড করে দেবে...

রামকুমারের মৃত্যুর খবর দিতে অতুল সঙ্কোচ বোধ করলো। আজ ছেলেমেয়ের আনন্দ উৎসবে সে দুঃখের কোন সংবাদ দিতে চায় না।

আপনার বাবা —

ছবি অতুলের কথায় বাধা দিয়ে বললো : আপনি নয়, তুমি ! আমার নাম ছবি। রামকুমারবাবুর বড়ো মেয়ে। আজ আমার ছোট ভাই রতনের জন্মদিন। প্রতি বছর বাবা আমাদের জন্মদিনে টেলিগ্রাম এবং প্রেজেন্ট পাঠান। কিন্তু আজ আমরা বাবার কাছ থেকে কোন জন্মদিনের টেলিগ্রাম কিংবা প্রেজেন্ট পাইনি।

অতুল ম্লান হাসলো। একথার কী জবাব সে দেবে ? মিথ্যে কথা বলবে যে রামকুমার তার সঙ্গে জন্মদিনের প্রেজেন্ট পাঠিয়েছে। না সত্যি কথা বলবে যে দুদিন আগে আন্দামানে রামকুমারকে খুন করা হয়েছে। ছবির মিষ্টি কণ্ঠ, ঘরের ছেলেমেয়েদের আনন্দ উৎসব দেখে অতুল ইচ্ছে করে সত্যি কথা গোপন করে গেলো।

একটু হেসে বললো : না, তোমার বাবা আমার সঙ্গে তোমার ভাই-এর জন্যে প্রেজেন্ট পাঠিয়েছেন। আমি হোটেল থেকে তাড়াহুড়োয় বেরিয়েছি। তাই প্রেজেন্টটি নিয়ে আসতে পারিনি কাল সকালে নিয়ে আসবো।

রতন প্রেজেন্টের কথা শুনে চীৎকার করে বললো : না, প্রেজেন্ট তোমাকে নিয়ে আসতে হবে না। আমি আর দিদি কাল তোমার হোটেল থেকে গিয়ে আমার প্রেজেন্ট নিয়ে আসবো।

রামকুমারের স্ত্রী সীতা দেবী রতনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বললো : হ্যাঁ, আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কেন ? ওরা কাল দশটার সময় আপনার হোটেলে যাবে।

অতুল ভেবেছিলো যে সে এই প্রস্তাবের আপত্তি করবে। কিন্তু রামকুমারের স্ত্রী, ছবি এবং রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে আপত্তি করবার সাহস পেলো না। তাই মৃদুকণ্ঠে বললো : বেশ আমি পার্ক হোটেলে আছি। রুম নামবার চারশো দশ...

অতুল আর দেরী করলো না। কারণ রামকুমার কে এবং কী অপরাধে তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিলো সে খবর সরকারী ফাইল থেকে উদ্ধার করতে হবে তারপর তাকে আন্দামানে ফিরে যেতে হবে। দেরি করলে হয়তো রামকুমারের খুনের রহস্য সে আবিষ্কার করতে পারবে না। শুধু তাই নয়। দিল্লীর বড়োকর্তাবা আন্দমান দ্বীপে কী ধরনের স্মাগলিং-এর নোংরা কাজ হচ্ছে সে খবরও জানতে চান। এই তদন্তও তাকে শেষ করতে হবে। আন্দামানে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে।

হঠাৎ অতুলের মনে হলো সে আন্দামানে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে কেন ? সে কী আবার পাগলী মেয়ে বাতাসীর কাছে ফিরে যেতে চায়।

বাতাসীর কথা মনে হতেই অতুলের এক দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বাতাসী তার কে? তাকে দেখবার জন্যে সে এতো ব্যাকুল হয়েছে কেন ? বাতাসী তারাপদর প্রেমিকা। তারাপদকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে...

তারাপদ! তারাপদর কথা মনে হতেই অতুলের জানবার ইচ্ছে হলো তাবাপদ আন্দামানে কী ধরনের কাজ করছে। তারাপদ কী শুধু তার বাবার সহকারী, না তার বাবার ডান হাত। তার মনে হলো তারাপদর সঙ্গে অনেকদিন কথাবার্তা হয়েছে, ঐ আন্দামানের নীল সমুদ্রে দুজনে একসঙ্গে স্নান করেছে, তবু অতুল যেন তাকে চিনতে পারে নি। আজ অতুলের মন বলতে লাগলো : তারাপদ হলো গভীর জলের মাছ — আন্দামান দ্বীপের এক রহস্যময় পুরুষ।

দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক টেলিফোন করে বললো : স্যর, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে চায়...

উপরে পাঠিয়ে দিন — অতুলের জবাবে ছিলো দৃঢ়তা। অতুল জানতো যে তার গলায় ইতস্তত ভাব থাকলে হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক তাকে ভুল বুঝবে — সন্দেহ করবে। হোটেলের রিসেপশন ক্লার্কদের সঙ্গে কী সুরে কথা বলতে হয় অতুল জানে।

আজ ছবিকে দেখে অতুলের ভারী ভালো লাগলো। শান্ত, ধীর, গভীর, যৌবনের পরিপূর্ণ স্থলপদ্ম। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে হলো যে একটু বাদেই হয়তো তার মুখ থেকে রামকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়বে। তখন অতুল কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে ?

দুঃসংবাদটি দিতে অতুল দেরি করলো না। ছবির হাতে রতনের প্রেজেন্টটি তুলে দিয়ে বললো : রতনের বার্থ ডে প্রেজেন্ট।

বাবা আমাদের জন্মদিনে প্রেজেন্ট পাঠাতে ভোলেন না — ছবি মিষ্টি গলায় বললো।

অতুল ছবির কথা শুনে মনে মনে হাসলো। অতুল বলতে পাবলো না যে এই প্রেজেন্টটি বামকুমার পাঠান নি। কাল বিকেলে সে প্রেজেন্টটি ন্যুমার্কেট থেকে কিনে এনেছে।

তোমার বাবা কতোদিন হলো আন্দামানে আছেন ? অতুল ভাবলো ছবির কাছে দুঃসংবাদটি ধীরে ধীরে ভাঙতে হবে।

ছবি অতুলের প্রশ্ন শুনে অবাক হলো। অতুল কী জানে না তার বাবা কী ধরনের কাজ করতো এবং কবে থেকে আন্দামানে আছেন!

বাবা সব সময়ে আন্দামানে থাকতেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাদের সাথে এবং তার পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

ওঁর বন্ধুরাও কী ব্যবসায়ী ? রামকুমার কী ধরনের লোকেব সঙ্গে মেলামেশা করতেন অতুল ভালো করে জানতে চায়। তাই সে এই প্রশ্ন করলো।

না, বাবার অনেক রাজনৈতিক বন্ধু ছিলো। বাবা ওঁদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশসেবা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর উনি ব্যবসা শুরু করেন। তারপর হঠাৎ একদিন বললেন উনি আন্দামান দ্বীপে গিয়ে কাঠের এবং কন্ট্রাক্টারের ব্যবসা করবেন। বাবার আন্দামান দ্বীপ খুব ভালো লাগতো। দীর্ঘ দশ বছর উনি আন্দামানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। উনি আন্দামান দ্বীপেব নির্বাসিত

জীবনের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে উনি ঐসব বিস্মৃত দিনের কথাগুলোকে স্মরণ করতেন এবং পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ওসব পুরোনো দিনের কাহিনী নিয়ে গল্প করতেন। তাই বাবা যখন আন্দামান দ্বীপে গিয়ে ব্যবসা করবার পরিকল্পনা করলেন আমরা তাঁব ইচ্ছেয় বাধা দিইনি।

আচ্ছা আন্দামানে তোমার বাবার কোন শত্রু ছিলো ? অতুল দুঃসংবাদটি ধীরে ধীরে বলতে চায়। অতুলের প্রশ্ন শুনে ছবি যেন বিস্মিত অবাক হলো। অতুল তার বাবার শত্রুদের কথা বলছেন কেন ?

বাবার শত্রু ? বাবার আন্দামানে কোন শত্রু ছিলো কিনা আমি বলতে পারবো না। কারণ বাবা আন্দমানে কী ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন আমরা জানিনে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছবি আবার বলতে শুরু করলো : বাবা আন্দমানের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। কখনও কখনও তিনি আমাদের কাছে অন্যমনস্কতার সুরে বলতেন, ছবি আমার জীবনের একটা মস্ত বড়ো কাজ বাকী রয়ে গেছে।

আমরা বাবাকে জিজ্ঞেস করতুম কী কাজ তোমার বাকী রয়ে গেলো ? আমাদেব প্রশ্ন শুনে বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে যেতো। উনি শুধু একবার আমাকে বলেছিলেন, প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন প্রতিশোধ নেবার আগে আমার মৃত্যু না হয়। না এর বেশী কিছু উনি আমাকে বলেন নি।

ছবি কথাগুলো বলে আবার অতুলের মুখের দিকে তাকালো। স্নিগ্ধ সুজন দৃষ্টি, --- তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা, আপনি বাবার শত্রুর কথা বলছেন কেন ?

অতুল ভাবতে লাগলো, সে কী জবাব দেবে ? ছবির মনে দুঃখ দিতে তার সঙ্কোচ হলো। তবু তাকে আজ এই নির্দয় কথাটি বলতে হবে, রামকুমারকে তার শত্রু খুন করেছে।

তোমার বাবার শত্রুর কথা বলেছি তার একটা কারণ আছে ছবি। আর সে কথা শুনতে হলে তোমাকে শক্ত হতে হবে।

আপনি বলুন, আপনার কথা শুনে আমি ভেঙে পড়বো না।

বেশ, তাহলে আমি তোমাকে একটি দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আর এ খবরটি দেবার জন্যে কাল আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তোমাদের জন্মদিনের আনন্দ উৎসব দেখে একথাটি বলবার সাহস পাইনি। কিন্তু আজ তোমাকে এখবরটি দেবো। তোমার বাবা রামকুমারের তিনদিন আগে মৃত্যু হয়েছে। ডকে এক ক্রেন অ্যাকসিডেন্টে তোমার বাবার মৃত্যু হয়। পুলিশ সন্দেহ করছে যে এই ক্রেনের দুর্ঘটনা সামান্য অ্যাকসিডেন্ট নয় --- এক পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান। পুলিশ ক্রেনের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করেছে বটে কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন খবর বের করতে পারে নি।

অতুলের মুখে রামকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনে ছবি চিৎকার করে উঠলো। তীব্র আর্তনাদ, তারপর কান্নার সুর...ছবি বলেছিলো যে দুঃসংবাদ শোনবার মতো তার মনের সাহস আছে। কিন্তু যখন শুনতে পেলো যে এই দুঃসংবাদ হলো তার বাবার মৃত্যুর খবর তখন সে তার কান্নার বেগ রুখতে পারলো না। অতুল তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পেলো না। বেশ কিছুক্ষণের জন্য, অতুল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কান্নার প্রথম বেগ কেটে যাবার পর অতুল বললো: কান্নাকাটি করে লাভ হবে না। কারণ খুঁজে বের করতে হবে, রামকুমারকে কারা হত্যা করেছে এবং কেন হত্যা করা হয়েছে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো ছবি, আমি হলুম পুলিশ অফিসার। আর তোমার বাবার কি করে মৃত্যু হলো সেইটে নিয়ে আমি তদন্ত করছি।

ছবি কান্না বন্ধকরলো। অতুল আবার বললো: আজ পুলিশকে এই খুনের তদন্তে সহায্য করা তোমার প্রধান কাজ। আমরা তোমার কাছ থেকে কিছু খবর চাই। পুলিশের কাজে এইসব খবর অতি প্রয়োজন।

কী ধরনের খবর? ছবি কিছুটা সংযত হয়ে বললো।

তোমার বাবার কোন পুরোনো কাগজ কিংবা ডায়েরী আছে কী?

সাধারণত উনি ব্যাঙ্কের লকারে ওঁর প্রয়োজনীয় কাগজগুলো রাখতেন। তবে কলকাতার ব্যাঙ্কে ওঁর কোন কাগজ ছিলো না। আন্দামানের ব্যাঙ্কে থাকতে পারে...

তাহলে তোমাকে একবার আন্দামানে আসতে হবে। কারণ ওঁর ব্যাঙ্কের লকার খুলবার জন্যে তোমাকে দরকার হবে। আর শুধু এই কাজের জন্যে নয়, খুনের তদন্তের কাজে তোমার সাহায্য দরকার।

আন্দামানে কবে যেতে হবে?

কাল। আমি কলকাতায় বৃথা সময় নষ্ট করতে চাইনে। কারণ দেরি করলে হয়তো খুনী ভেগে পড়বে।

ছবি আপত্তি করলো না। বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বার কববাব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছবি বাড়িতে চলে গেলো।

বাকী দিনটি অতুল, পুলিশ এবং কাস্টমসের কাছে গিয়ে খবর নিতে লাগলো। পুলিশ কমিশনার পুরোনো ফাইলপত্র ঘেঁটে বললেন: মাপ করবেন মিস্টার অতুল, ব্রিটিশ সরকার এই দেশ থেকে চলে যাবার আগে ওদের সমস্ত পুরোনো ফাইল আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। আর আন্দামান দ্বীপে যে সব রাজবন্দী থাকতো তার ফাইলও ওঁরা পুড়িয়ে গেছেন। তবে রাজবন্দীদের একটা লিস্ট পেয়েছি। আর সেই লিস্টে রামকুমারের নাম আছে বটে কিন্তু কী কারণে ওঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিলো তার কোন কারণ আমরা বলতে পারবো না। কারণ পুবোনো রাজবন্দীদের কোন ফাইল আমাদের কাছে নেই। আপনি পুরাতন কোন রাজবন্দীর সঙ্গে দেখা করুন। ওঁদের কাছে রামকুমার সম্বন্ধে খবর পেতে পারেন।

কাস্টমস কলেক্টর রামকুমারের নাম শুনে স্মাগলারদের তালিকা দেখে বললেন: স্যর, স্মাগলারদের তালিকায় রামকুমারের নাম নেই। তবে কী জানেন, মিস্টার অতুল! আজ ভারতবর্ষে অসংখ্য স্মাগলার আছে; সবার নাম কী আর আমাদের কাছে আছে! হয়তো রামকুমার স্মাগলিং-এর ব্যবসা করেন। কিন্তু আমাদের কাছে আজ অবধি কেউ নালিশ করে নি যে রামকুমাব ইজ এ স্মাগলার।

পুলিশ কমিশনার এবং কাস্টম কলেক্টরের সঙ্গে কথা বলবার পর অতুল বুঝতে পারলো যে রামকুমার রাজবন্দী ছিলেন। আর উনি স্মাগলার নন। তাহলে উনি কী ব্ল্যাকমেলার? টম পিটার্স সন্দেহ করে রামকুমারের আসল ব্যবসা ছিলো ব্ল্যাকমেলিং। কিন্তু রামকুমার যদি ব্ল্যাকমেলিং -এর ব্যবসা করতেন তাহলে উনি আন্দামান দ্বীপে কোন্ লোকটিকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন? এ খবরটি জানতে হবে। হয়তো আন্দামানের ব্যাঙ্কের লকারে রামকুমার যে কাগজ লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই কাগজের ভেতর এই নামটি পাওয়া যাবে।

পরের দিন দমদম এয়ারপোর্টে সকাল ন'টার সময় অতুল এবং ছবি গিয়ে পৌঁছল। প্লেন ছাড়বার তখনও বেশ কিছুটা বাকী ছিলো। অতুল কাউন্টারে চেক ইন করতে গেলো।

এমনি সময় কাউন্টারে আর একজন লোক এসে দাঁড়ালো। লোকটির চোখে মুখে ছিলো ব্যস্ততা উত্তেজনার ভাব।

লোকটি কাউন্টারের ক্লার্ককে উদ্দেশ্য করে বললো: আমার নাম কিশোর ভীমানি। আমি আন্দামানে যাবো।

আপনি একটু দেরি করুন। আমি এর টিকিট চেক করছি। লাইনে গিয়ে দাঁড়ান।

কিশোর ভীমানি লাইনে গিযে দাঁড়বার সময় পেলো না। কারণ কিশোর ভীমানীর পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো। মেয়েটি অতুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অকর্ষণ করবার কারণ তার রূপ নয়, কারণ হলো তার দেহের মাদকতা। আজকের এই মেয়েটি হলো ঐ শ্রেণীর যারা পুরুষকে দেহের রূপের চাইতে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আকৃষ্ট করে।

কিশোর ভীমানি এই মেয়েটিকে দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো: মিস মালা, আপনি এখানে? কোথায় যাচ্ছেন? আমরা সবাই আন্দামানের যাত্রী।

মিস মালা, একবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে কিশোর ভীমানির দিকে তাকালো। তার এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখে মনে হলো না যে মিস মালা কিশোর ভীমানির বান্ধবী কিংবা তার পরিচিত।

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না মিস মালা? আমি আপনাকে চিনি। এই তো পরশু 'ব্লুনাইট' নাইট ক্লাবে আপনাব ড্যান্স দেখে এলুম। চমৎকার ড্যান্স।

তারপর কিশোর ভীমানি গলার স্বর নিচু করে বললো: আমি সামনের সীটে বসেছিলুম। আপনি নিশ্চয় আমাকে দেখে থাকবেন। মিস মালা এবার মাথা নেড়ে বললো: না, আমি আপনাকে দেখিনি।

আমার নাম কিশোর ভীমানি। বিজনেসম্যান, গোয়িং টু আন্দামান।

কিশোর ভীমানি এ কথা বলে বেশ জোর গলায় হেসে উঠলো। তারপর বললো: পঁচিশ বছর আগে কাউকে যদি বলতুম আমি আন্দামানে যাচ্ছি তাহলে সবাই ভাবতো যে আমি ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। কিন্তু আজকাল আন্দামানের সে দুর্নাম আর নেই। ইট ইজ এ ট্যুরিস্ট প্যারাডাইজ।

তারপর মিস মালার হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললো: আমার কার্ড --- কিশোর ভীমানি, বিজনেসম্যান। আন্দামানে ঝিনুকের বিজনেস করতে যাচ্ছি। দিস ইজ এ প্রফিটেবল বিজনেস।

কিশোর ভীমানি এবং মালার আলাপ-আলোচনার সংলাপ অতুলের কানে আসছিলো। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে অতুল ওদের আলাপ আলোচনা শুনতে লাগলো। অতুলের বুঝতে অসুবিধে হলো না মালা কে এবং কী শ্রেণীর মেয়ে। মালা হলো — ক্যাবারে ড্যান্সার। জীবন এবং যৌবন উপভোগ করতে সে জানে।

কিশোরের পরিচয় পেয়ে মালার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। একটু সলজ্জ হেসে বললো: এবার মনে পড়েছে। আপনি তো পরশু 'ব্লুনাইট' ক্লাবে গিয়েছিলেন আর প্রথম সারিতে বসেছিলেন।

আপনি আমাকে দেখেছিলেন? কিশোর ভীমানি উত্তেজিত আবেগের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

নিশ্চয়। আমি যখন নাচি তখন প্রথম সারির লোকদের খুব ভালো করে দেখি...আসলে ঐ সারিতে বড়লোকেরা বসেন।

আমার সৌভাগ্য মিস মালা। আমার সৌভাগ্য। সত্যি মিস মালা, আপনি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। আপনার ফিল্মে কাজ করা উচিত...

আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু আজকাল সিনেমায় কাজ করবার হাঙ্গামা কী জানেন? ভাল প্রডিউসার পাওয়া যায় না।

আপনি সিনেমায় কাজ করবেন? বেশ উত্তেজিত গলায় কিশোর ভীমানি প্রশ্ন করলো।

নিশ্চয়! তবে ভালো প্রডিউসারের থেকে যদি অফার পাই।

হঠাৎ মালা কিশোর ভীমানির মালগুলোর উপর তাকিয়ে বললো, আপনি আন্দামানে যাচ্ছেন? --- মিস্টার।

মালা তার প্রশ্ন শেষ করলো না। কিন্তু কিশোর ভীমানি হেসে বললো: আমাকে মিস্টার ভীমানি বলে ডাকবেন না। আমার নাম কিশোর...আপনি আমাকে কিশোব বলে ডাকবেন।

আচ্ছা কিশোর আপনি আন্দামানে যাচ্ছেন?

দ্যাটস্ রাইট।

আপনি আমার একটা উপকার করবেন?

কী যে বলেন — আপনার উপকার করবো এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। বলুন কী করতে হবে।

মালা এবার একটি ছোট এটাচী কেস কিশোরের হাতে দিয়ে বললো: আমার সঙ্গে একটু বেশী লগেজ আছে। ওজন বেশী। আপনি যদি এই এটাচী কেসটি নিয়ে যান তাহলে ভারী খুশী হবো। অবিশ্যি এর ভেতর প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু নেই আমার নাচের প্রসাধনের জিনিস... মালা তার কথা শেষ করতে পারলো না। কিশোর ভীমানি তার হাত থেকে সুটকেসটি ছিনিয়ে নিয়ে বললো: আপনার কষ্ট করে আর এই সুটকেসটি বয়ে নিতে হবে না। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আমি আন্দামানে গিয়ে আপনার কাছ থেকে সুটকেসটি নেবো।

সে জন্যে আপনি কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না। আপনি পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়ে কোন হোটেলে থাকবেন?

কিশোর ভীমানি মনের কৌতূহল প্রকাশ করলো।

মালা হাসলো। হাসলে তার গালে টোল পড়ে --- তাকে আরো সুন্দরী দেখায়।

কিশোর আমি আন্দামানেব কোন হোটেলে থাকবো না। যে নাইট ক্লাবে আমি নাচতে যাচ্ছি

সেই নাইট ক্লাবের মালিকের গেস্ট হাউসে থাকবো।

মালার জবাব শুনে কিশোরের মুখ শুকনো হলো। বললো : তাহলে পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়ে আপনার দেখা পাবো না।

মালা আবার হেসে বললো : কী যে বলেন? আপনি এত উপকার করলেন আর পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো না --- এ কী কখনও হয়? আপনি কোথায় থাকবেন।

সার্কিট হাউসে। আমি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এক বড়ো কনট্রাক্ট পেয়েছি। আন্দামান থেকে ঝিনুক এবং কোরাল কিনবো। আর সেই জিনিস বিদেশে চালান করবো।

অতুল বেশ কিছুক্ষণ ওদের এই আলাপ-আলোচনা শুনছিলো। তার জানবার ইচ্ছে হলো মালা তার এটাচী কেসটি কেন কিশোর ভীমানির হাতে দিলো। কিশোর ভীমানি তার কাছে একেবারে অপরিচিত। এই তো খানিক আগে ওদের দুজনের আলাপ-পরিচয় হলো। আর এই স্বল্পকালের পরিচয়ের মধ্যে একজন অপরিচিত লোকের কাছে কী এটাচী কেস তুলে দেয়া যায়? সমস্ত ব্যাপারটি তার কাছে বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হলো। অতুল একবার কিশোর ভীমানির দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো যে কিশোর ভীমানি মালার রূপে মুগ্ধ। তাই সে মালার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারে নি। কিন্তু মালা হঠাৎ প্রসাধনের এটাচী কেস কিশোর ভীমানির হাতে তুলে দিলো কেন? অতুলের জানবার ইচ্ছে হলো এই এটাচী কেসের মধ্যে কী আছে! রহস্যজনক -- অতুল মনে মনে ঠিক করলো যে এদের দুজনের উপর কড়া নজর রাখতে হবে।

প্লেনে অতুল এবং ছবি ঠিক কিশোর ও মালার সীটের পেছনে বসলো। ওরা দুজনে গল্প করছিলো। অতুলকে দেখতে পায় নি। অতুল ওদের আলাপ-আলোচনায় বিশেষ কান দেয় নি। কারণ ওর নজর ছিলো --- মালার ছোট এটাচী কেসের উপর।

এটাচী কেসটি কিশোর ঠিক তার সীটের পেছনে রেখেছিলো। অতুল তাকিয়ে দেখলো এটাচী কেসটি অনেকটা ছবির টয়লেট বক্স --- এটাচী কেসের মতো। একই রঙের একই আয়তনের। অতুল ঠিক করলো যে ছবির এটাচী কেসের সঙ্গে মালার এটাচী কেসটি অদল-বদল করতে হবে।

ওদিকে মালা এবং কিশোরের গল্পগুজব বেশ জমে উঠেছে। প্রথমে একে অন্যের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করছিলো। কিন্তু রেঙ্গুনে পৌঁছুবার আগে দুজনের আলাপ-আলোচনায় এবং কণ্ঠস্বরে প্রেমের আভাস পাওয়া গেলো।

কিশোরের কথাবার্তা, হাবভাব চালচলন দেখে অতুলের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে কিশোর হলো লেডীজ ম্যান। ব্যবসা করা হলো আঙ্গিক কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করাই হলো তার প্রধান ব্যবসা।

বুঝলেন মিস মালা, পোর্ট ব্লেয়ার ইজ এ লাভলী টাউন। আপনি এর আগে কখনও পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছেন ?

মালা মাথা নেড়ে মিষ্টি গলায় বললো : না। আপনি গিয়েছেন ?

এই প্রশ্নে কিশোর একটু বিব্রত বোধ করলো। কারণ আন্দামানে এর আগে সেও কখনও যায় নি। তাই সে ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো : না।

মালা কিশোরের জবাব এবং বলার ভঙ্গী দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সত্যি আপনি এমনভাবে আন্দামানের গল্প করছিলেন যে শুনলে মনে হয় আপনি আন্দামানের পুরাতন বাসিন্দা। কিশোর ঘাবড়াবার পাত্র নয়। হেসে পাল্টা জবাব দিলো : ভালোই হলো। আন্দামানে আমরা দুজনেই নবাগত। বেশ ভালো করে দ্বীপটি ঘুরে দেখা যাবে। শুনেছি পোর্ট ব্লেয়ারে দু'তিনটে ভালো 'সী বীচ' আছে।

আমি জলকে ভয় পাই, মালা বেশ গম্ভীর গলায় জবাব দিলো।

আহা সমুদ্রে স্নান করতে হলে জলে নামতে হয় নাকি! শুধু সমুদ্রের ধারে বিকিনি পরে বসে থাকলেই হয়। আপনাকে বিকিনি পরলে ভারী চমৎকার দেখাবে...

সত্যি বলছেন ..

এমনি ধরনের বিক্ষিপ্ত গল্পগুজবে ওরা দুজনে যখন মশগুল, তখন অতুল অতি সন্তর্পণে কিশোবের সীটেব পাশ থেকে মালার ছোট এটাচী কেসটি সবিয়ে নিলো। আর সেই জায়গায় রেখে দিলো ছবিব প্রসাধনের বাক্স টয়লেট বক্স --- এটাচী কেস।

ছবি বাধা দিতে যাচ্ছিলো। অতুল বাধা দিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় বললো : চুপ করো।

বাঃ রে, ওর ভেতর যে আমার টযলেট গুডস, আরো কতো কী আছে ?

আর কী --- হেরোন না হাসিস ? অতুল ঠান্ডা মৃদুস্বরে বললো। এবার জবাব দিতে গিয়ে ছবির গলায় কথা আটকে গেলো। বললো : না, ও দুটোর কিছুই নেই। আমার অন্য জিনিস ওর ভেতর আছে।

তাহলে চিন্তা করো না। ওসব জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ছোট এটাচী কেসের ভেতর যে সব জিনিস আছে বাজারে সেইসব জিনিস একেবারে দুর্লভ।

কী আছে এর ভেতর ? ছবির এই প্রশ্নে কিছুটা উত্তেজনা ছিলো। অতুল ইঙ্গিতে বললো: আস্তে কথা বলো। ওরা শুনতে পাবে। জানতে হবে এই এটাচী কেসের ভেতর কী আছে ?

কাব সুটকেস, স্যার। দেখে তো মনে হচ্ছে লেডীজ ব্যাগ।

হ্যাঁ। টম মনে রেখো মেয়েদের ব্যাগের ভেতর যতোসব রহস্য লুকোনো থাকে। প্রেম, প্রেমপত্র, ব্ল্যাকমেলের গোপন কাগজ --- আরো কতো কী !

কী স্যাব ?.. টম পিটার্স অতুলের কথা শুনে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

সুটকেস খুলে দেখলে আরো কত কী আছে, জানতে পারবো।

অতুল টম পিটার্সকে নির্দেশ দিয়ে ছবিকে নিয়ে বাড়িতে চলে গেলো।

বাড়িতে যাবার সময় দেখতে পেলো যে ডকেব সামনে বাতাসী ঘোরাফেরা করছে। অতুল বাতাসীকে দেখতে পায় নি কিন্তু বাতাসী অতুলকে দেখতে পেয়েছিলো।

বাতাসী চীৎকার করে ডাকলো : সাহেব...সাহেব...

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ক্ষণিকের জন্যে অতুল ভুলে গেলো যে তার পাশে আর একটি মেয়ে বসে আছে। বাতাসীর চীৎকার শুনে অতুল গাড়ি থামালো।

বাতাসী দৌড়ে তার গাড়ির কাছে এলো।

সাহেব, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? দুদিন সমুদ্রের ধারে আসোনি কেন? এই কথা বলে বাতাসী একবার ছবির দিকে তাকালো। তারপরে খানিকটা হতাশ, খানিকটা উদাস কণ্ঠে বললো তোমার বউ সাহেব? বিয়ে করতে গিয়েছিলে?

বাতাসীর কথা শুনে ছবির চোখ মুখ লজ্জায় লাল হলো। একটু বিরক্তির কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো : মেয়েটি ভারী অসভ্য তো। কে? ভিখিরী বুঝি?

অতুল ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলো সে অপ্রস্তুত বোধ করছে। তার হাসি পেলো। বাতাসী যে কখন কী বলে বসে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সে বাতাসীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো : না ভিখিরী নয়। তবে বনবিড়াল...

বনবিড়াল? কী বলছেন আপনি? ছবি যেন অতুলের জবাবের মানে খুঁজে পায় না।

হ্যাঁ, মেয়েটি এই দ্বীপে থাকে। আর সমুদ্র থেকে ঝিনুক তোলে — তারপর বাতাসীর দিকে তাকিয়ে অতুল জিজ্ঞেস করলো : তারাপদ কোথায়?

ডকের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো : ঐ যে হোথায়। ডকে বসে বিড়ি ফুঁকছে আর কুলীদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। কাজ করতে শুরু করলে তারা আমার দিকে তাকায় না। বলে : বিরক্ত করিসনে। বাড়ি যা।

বাতাসী কথা বলতে বলতে থেমে গেলো। তারপর গলার স্বর নিচু করে বললো : সাহেব, এ দুদিন আমি তোমাকে বড্ডো খুঁজছিলুম।

কেন?

তোমার মনে আছে আমি তোমাকে রুটল্যান্ড পয়েন্টে ঝিনুকের কথা বলেছিলুম। পরশুদিন ওখানে একটা বড়ো ঝিনুক পেয়েছি। আর এ ঝিনুকের ভেতর কী আছে জানো? মস্ত বড়ো একটা মুক্তো। তারা মুক্তো দেখে কী বললো জানো?

কি ? অতুল বাতাসীর কথাগুলো শুনতে শুনতে এতো মগ্ন হয়েছিলো যে ছবির অস্তিত্বের কথা ভুলে গেলো।

বললো : বাতাসী, এ মুক্তোর কথা কাউকে বলিসনে। জানিস এ জিনিসটার দাম কতো হবে? দুহাজার টাকা —

তারপরেই থেমে আবার বললো : দুহাজার টাকা কতো সাহেব?

দুহাজার টাকা, অনেক টাকা বাতাসী। আচ্ছা বলেই, ঐ রুটল্যান্ড পয়েন্টে ঝিনুকের ভেতর বুঝি মুক্তো থাকে — অতুল প্রশ্নটি করে বাতাসীর দিকে তাকালো। আজ তার বাতাসীর কথাবার্তা, হাসি কণ্ঠস্বর আরো মিষ্টি মধুর বলে মনে হলো। সত্যি এতো সরল সহজ গলায় বাতাসী কথা বলে যে তার কথা শুনে কেউ কখনও রাগ করতে পারবে না...

বাতাসী মুখ গম্ভীর করে বললো : রুটল্যান্ড পয়েন্টের ঝিনুকগুলো ভারী সুন্দর। তার প্রতি ঝিনুকের ভেতর আছে মুক্তো। মস্ত বড়ো মুক্তো — এই বলে বাতাসী আঙ্গুল দিয়ে মুক্তোর

আকার দেখালো। অতুলের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সত্যিই রুটল্যান্ড পয়েন্টের ঝিনুকগুলো বড়ো।

তারা আমাকে বললো : বাতাসী এ মুক্তোর কথা কাউকে বলবিনে। আমরা দুজনে এখান থেকে ঝিনুক তুলে আমরা নিজেরাই মুক্তোর ব্যবসা করবো। অনেক টাকা করবো। আর তখন আমাদের আর অন্যের গোলামী করতে হবে না। কথা বলতে বলতে বাতাসী আবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো : কিন্তু সাহেব, রুটল্যান্ড পয়েন্টে অনেক হাঙ্গর আছে। ওখানে যেই ঝিনুক তুলতে যাই অমনি হাঙ্গরগুলো তেড়ে আসে।

তারাপদ মুক্তোর ব্যবসা করবে ? — অতুলের এই ছোট প্রশ্ন করবার কারণ ছিলো। কারণ দিল্লীর কর্তারা বলে দিয়েছিলেন : অতুল আন্দামান থেকে বিদেশে মুক্তো স্মাগল করা হচ্ছে। একাজ কে করছে আমরা জানতে চাই। তাহলে তারাপদ কী জানে যে এই দ্বীপে মুক্তো স্মাগলিং-এর ব্যবসা কে করছে। এই কথাটা মনে হতেই অতুলের আর একটা কথা মনে হলো। আচ্ছা তারাপদ যদি জানে যে আন্দমান থেকে কে বিদেশে মুক্তো স্মাগল করছে তাহলে তার বাবা মহেন্দ্রনাথও নিশ্চ য় জানবেন — এ মুক্তো স্মাগলিং কে করছে। কারণ তারাপদ হলো তার বাবার ডান হাত। কিন্তু আজ পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ অতুলের কাছে এ দ্বীপের নোংরা কাজের স্মাগলিং-এর কারবারের কোন খবর দেননি। বরং যখন অতুল তার বাবাকে স্মাগলিং সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেছে তখন উনি এ প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছেন। বরং অতুলকে নির্দেশ করে বলেছেন : অতুল, আমি চাইনে তুমি এ দ্বীপের কোন নোংরা স্মাগলিং-এর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো। সদা সর্বদা মনে রেখো এ দ্বীপে আমার সম্মান আছে। আমি লোকের কাছ থেকে শুনতে চাইনে : মহেন্দ্রনাথবাবু, আপনার ছেলে স্মাগলারদের সঙ্গে কাজ করছে।

আজ অতুলের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো : মহেন্দ্রনাথ কেন তার সঠিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্ছেন ? ছেলের কাছ থেকে গোপন করবার কী তার অভিপ্রায় ?

অতুল তার বাবাকে শ্রদ্ধা করেছে, কোনদিন সন্দেহ করে নি। কিন্তু আজ সে তার বাবাকে সন্দেহ করতে শুরু করলো। সত্যিই এ দ্বীপে তার বাবার কাজকর্মগুলো বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হলো। মহেন্দ্রনাথ কী স্মাগলারদের চেনেন কিংবা তাদের কাজকর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে? হঠাৎ একবার অতুলের মনে হলো যে তার বাবা মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলার দলের সর্দার। আর একটা প্রশ্ন অতুলের মনে জাগলো। মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে অতো স্নেহ করেন কেন কিংবা ভালোবাসেন কেন ? তারাপদ তার বাবার ডান হাত। তিনি তারাপদকে এতো বিশ্বাস করেন কেন ? আজ অতুল তারাপদর প্রতি মহেন্দ্রনাথের এতো স্নেহ, ভালোবাসার কোন সঠিক কারণ খুঁজে পেলো না। বরং বার বার অতুলের মনে সন্দেহ জাগলো : মহেন্দ্রনাথ হলেন এই আন্দামান দ্বীপের স্মাগলার এবং তারাপদ হলো তার অতি বিশ্বস্ত লোক। এতোদিন তারাপদ মহেন্দ্রনাথের নির্দেশানুযায়ী কাজ করেছে কিন্তু রুটল্যান্ড পয়েন্টে মুক্তো খুঁজে পাবার পর সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার পরিকল্পনা করেছে। তাই তারাপদ বাতাসীকে বলেছে : তুই আর আমি ব্যবসা করবো আর কারু গোলামি করবো না।

অতুল বুঝতে পারলো এ গোলামি কথার মানে কী !

অসম্ভব ! মহেন্দ্রনাথ কখনই স্মাগলিং-এর কাজকর্ম করতে পারেন না। তিনি এ দ্বীপের

একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। অতুল তার বাবাকে ভালোবাসে না বটে কিন্তু শ্রদ্ধা করে। তাই সে কখ কল্পনা করেতে পারে না যে মহেন্দ্রনাথ হলেন এ দ্বীপের সবচাইতে বড়ো স্মাগলার এবং এই স্মাগল ধরবার জন্যে অতুল দিল্লী থেকে আন্দামানে এসেছে।

বাতাসীর কণ্ঠস্বরে অতুলের চেতনা ফিরে এলো।

কী ভাবছো সাহেব ? ওনার কথা বুঝি ? বাতাসী ছবিকে দেখিয়ে বললো। তারপর বলে আমার তারাকে তো ওভাবে দেখতে পাইনে। যেমনি ডকের কাজ থেকে বেরুলো অমনি সারা শ পইপই করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। আর রাত্রিবেলা হলে তারা কী করে জানো ?

কী ? উৎসুক হয়ে অতুল জিজ্ঞেস করলো।

কী আর করবে গো। ঐ যে পাশের দ্বীপটা দেখছো ওখানে নেশা করতে যায়। লোকে ব ওখানে সবাই গোল হয়ে বসে মদ ভাং খায়।

তারপর অনুযোগের সুরে বাতাসী বললো : আমাকে কোনদিন ঐ দ্বীপে নিয়ে যায় একদিন বলেছিলুম তারা আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি? আমার কথা শুনে তারা কী কর জানো? আমার গালে এক বিরাট থাপ্পড় মারলো। আর সে থাপ্পড়ের যন্ত্রণা আমি অনেকদিন ভুল পারিনি। কথা বলতে বলতে বাতাসী তার গলার সুর নরম করলো। তারপর খুবই মৃদুকণ্ঠে বলল সাহেব তোমাকে একটা কথা বলবো কাউকে বলবে না?

না, খুব সহজ ছোট জবাব দিলো অতুল।

শোন ঐ যে পাশের দ্বীপ দেখছো ঐ দ্বীপে সপ্তাহে দুবার করে ভূত আসে।

ভূত ! অতুল যেন বাতাসীর কথা বুঝতে পারলো না। বাতাসী বলছে কী ? প্রতি সপ্তা দুবার করে দ্বীপে ভূত আসে ?

তুমি বলছো কী বাতাসী ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ । রাত্রিবেলা ঐ দ্বীপে ডিঙি করে ভূত আসে। আর ঐ দ্বীপে সারারাত্রি হৈ-হ গান করে। আমি তারাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম ওগুলো কী রে ?

কী আবার হবে ভূত! রাত্রিবেলা আসে ভোর হলে চলে যায়। খবর্দার কখনও রাত্রিবে সমুদ্রে স্নান করতে নামবিনে। ভূতে ধরে নিয়ে যাবে। আর কাউকে বলবিনে ভূতের কথা। আমি কথা কাউকে বলিনি। শুধু আজ তোমাকে বললুম। আর একটা কথা জানো ? তারা কিন্তু ভূতকে ভ করে না। রাত্রে ভূতের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

বাতাসী একটানা কথা বলে হাঁপাতে লাগলো। তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে বললো : মেমসাহেব, সমুদ্রে স্নান করলে আমাকে বলো। আমি তোমাকে স্নান করতে নিয়ে যাবো ......আ সেলাম সাহেব, চললুম...

বাতাসী সমুদ্রের রাস্তার দিকে দৌড়াতে লাগলো...অতুল গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

বাতাসীর কথা শুনে অতুল বিস্মিত হয়েছিলো। জাহাজে করে ভূত আসে এ কথার মানে কী ? আ তারাপদ ঐ ভূতের সঙ্গে দেখা করতে যায়!

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেলো। রাত্রিবেলা

ট্টি করে যারা আসে তারা ভূত নয়, তারা হলো স্মাগলার। তারাপদ হলো স্মাগলার। দিনে তারাপদ ন্ট ভাডোর কোম্পানীর সুপারভাইজার। আর রাত্রিবেলায় তারাপদর রূপ চরিত্র পাল্টে যায়।

স্মাগলার...স্মাগলার...বার বার কথাটি অতুলের মনে হতে লাগলো। এবার অতুল বুঝতে পারলো কেন মহেন্দ্রনাথ এই দ্বীপের স্মাগলিং-এর কোন খবর অতুলকে দেয় নি। কারণ তার প্রিয়জন...তারাপদ স্মাগলিং-এর কাজ-কারবার করছে।

লীলা দেবী ছবিকে দেখে খুশী হলেন। তার চোখে ছবিকে সুন্দরী বলে মনে হলো। আচ্ছা ছবিকে ঘরের বউ করলে কেমন হয় ?

অতুল ছবির পরিচয় তার মাকে দিলো। বললো রামকুমারের মেয়ে। এই দ্বীপে একজন বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। দুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আমরা এই দুর্ঘটনার তদন্ত করছি। তাই ওকে আন্দামানে নিয়ে এসেছি। তোমার কাছে থাকলে নিরাপদে থাকবে। তাই ওকে এখানে নিয়ে এলুম।

লীলা দেবী রামকুমারের নাম শুনে অবাক হলেন। আশ্চর্য ! আন্দামান দ্বীপের বড়ো ব্যবসায়ী। কই এর আগে তো কখনও ওর নাম শুনিনি। আমরা তো অনেকদিন ধরে আন্দামানে আছি। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি উনি রামকুমারের নাম শুনেছেন কিনা ।

মহেন্দ্রনাথ ছবি এবং রামকুমারের নাম শুনে চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সর্বনাশ ! অতুল করেছে কী ? তাঁর জীবনের সবচাইতে বড়ো শত্রু রামকুমারের মেয়েকে অতুল তাঁরই ঘরে নিয়ে এসেছে কেন ? মহেন্দ্রনাথের উদয়চাঁদের সতর্ক বাণীর কথা মনে পড়লো। উদয়চাঁদ তাকে বলেছিলো: মহেন্দ্রনাথ, তোমার সর্বনাশ তোমার ছেলে করবে। ওকে যদি দিল্লীতে জোর করে না পাঠাও তাহলে আমাদের সবার মুখোশ খুলে যাবে : আমরা ধরা পড়বো। মিথ্যে কথা বলে নি উদয়চাঁদ, অতুল তাঁর সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে।

মহেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে ছেলের সঙ্গে একবার মন খুলে কথা বলবেন। রামকুমারের মেয়েকে তিনি বাড়িতে ঠাঁই দিতে পারেন না। অসম্ভব !

মহেন্দ্রনাথ অতুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : মেয়েটি কে ?

রামকুমারের মেয়ে ছবি। ওকে খুনের তদন্তের কাজের জন্যে আমাদের দরকার ---

কিন্তু এ বাড়িতে তাকে নিয়ে এসেছ কেন ? আমি খুনের ব্যাপারের সঙ্গে জড়াতে চাইনে। মনে রেখো এ দ্বীপে আমার সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। খুনের তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে আমি দুর্নাম কিনবো। আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে......বেশ দৃঢ় রাশভারী কণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বললেন।

খুনের সঙ্গে ছবির কোন সম্পর্ক নেই। তদন্ত আমি এবং টম পিটার্স করছি। ছবির সাহায্য নিয়ে আমরা রামকুমারের ডায়েরী এবং ব্যক্তিগত কাগজপত্র দেখতে চাই । রামকুমারকে খুন করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু অ্যাকসিডেন্ট নয়...

মহেন্দ্রনাথ আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। তাঁর মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না যে পুলিশ রামকুমারের কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে। আর সেই কাগজপত্র নিয়ে তদন্ত করা মানে মহেন্দ্রনাথের অতীত বাজারে প্রকাশিত হবে। মহেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করলেন যে অতুলের তদন্তে বাধা দিতে হবে।

তিনি মনের উত্তেজনাকে সংবরণ করলেন। বিপদে কোনদিন মহেন্দ্রনাথ মাথা গরম করে নি। আজও নিজের বিচলিত ভাব প্রকাশ করলেন না।

রামকুমারের মৃত্যু নিছক অ্যাকসিডেন্ট। ক্রেন খারাপ হয়ে যাবার দরুন ওই দুর্ঘটনা হয় টেকনিসিয়ানদের প্রশ্ন করলে একথা জানতে পারবে। আর আমার ক্রেনের ড্রাইভার জ্যাকসনে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জাহাজে মাল তোলা বন্ধ হয়েছে। আর এই কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবার জন্যে আমাদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আমি আজ চীফ কমিশনারের কাছে অনুরোধ করেছি যে ক্রেনের ড্রাইভার জ্যাকসনকে বেলে মুক্তি দেয়া হোক।

জ্যাকসনকে বেলে ছেড়ে দেয়া হবে। তুমি বলছো কী ? অতুল মহেন্দ্রনাথের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না। জ্যাকসন খুনী এবং ইচ্ছে করে কারু নির্দেশে সে রামকুমারকে খু করেছে। জ্যাকসনকে বেলে ছেড়ে দিলে রামকুমারের খুনীকে পুলিশ কোনদিনই ধরতে পারবে না।

অতুলের মনে হলো আজ তার বাবা পুলিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। আর তিনি ষড়যন্ত্র করছেন কেন এবং জ্যাকসনকে বেল দেবার জন্যে চীফ কমিশনারের কাছে অনুরোধ করলে কেন ? নিশ্চয়, এ খুনের পুরো ইতিহাস মহেন্দ্রনাথ জানেন। হয়তো তারাপদ এই খুনের ব্যাপারে সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আর তার বাবা তারাপদকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন অতুল এবার বেশ দৃঢ় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরে বললো : জ্যাকসনকে কোন প্রকারে বেল দেয়া যেতে পারে না। আমি ওকে এই বেল দেবার প্রতিবাদ করছি।

কারণ ? মহেন্দ্রনাথ ধীর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। তাঁর মনের উত্তেজনা কেটে গিয়েছিলে

প্রথম কারণ জ্যাকসনকে বেল দিলে আমরা রামকুমারের খুনীকে ধরতে পারবো না। জ্যাকস ইচ্ছে করে এই খুন করে নি বটে কিন্তু তাকে খুন করতে বলা হয়েছিলো। জ্যাকসন জেলখানার বাইরে থাকলে আসল খুনী তার মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করবে। আর মুখ বন্ধ করবার প্রধান উপায় হলে তাকে খুন করা। আমার আপত্তির দ্বিতীয় কারণ হলো যদি জ্যাকসনকে খুন করা হয় তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। কারণ তুমি জ্যাকসনের জামিনের জন্যে অনুরোধ করেছ...

মহেন্দ্রনাথ অতুলের একটানা কথায় বাধা দিলেন। বললেন: অতুল, জ্যাকসন নির্দোষী পুলিশ যখন তদন্ত শুরু করবে তখন আমি তার নির্দোষিতার প্রমাণ দেবো। আর জ্যাকসনকে জেলখানা বন্ধ করে রাখার মানে হলো আমার ব্যবসায় ক্ষতি হওয়া। আমি ডকের মাল ওঠা — নামার কা বন্ধ করতে পারিনে...

অতুলের মনে সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো। তারাপদ খুনী এবং মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে বাঁচাতে চাইছেন। আর কেন তারাপদকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছে?

অতুল মনে মনে ঠিক করলো যে জ্যাকসনের জামিনের বিরোধিতা করবে। প্রয়োজন হলে সে চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে।

তোমাকে আর একটা কথা বলছি অতুল। রামকুমারের খুনের তদন্ত নিয়ে অনর্থক পরিশ্র করো না। এটা তোমার কাজ নয়...

মহেন্দ্রনাথের কথা শুনে অতুল প্রায় চীৎকার করে বললো: আজ তুমি যদি আমার বাবা হয়ে শুধুমাত্র আন্দামান দ্বীপের একজন ব্যবসায়ী হতে তাহলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করবার হুকু

দিতুম। একটা কথা মনে রেখো। আমি সরকারী কর্মচারী, দেশের আইন বজায় রাখা আমার কর্তব্য। যারা দেশের আইন ভাঙার চেষ্টা করবে আমি তাদের বিরোধিতা করবো। আমি বিপদকে কোনদিন পরোয়া করিনি। আজো করবো না।

অতুল এবার গলার স্বর নিচু করে বললো: একটা খবর তোমাকে দেয়া মনে করি। তোমার শাগরেদ তারাপদ ইজ এ মার্ডারার অ্যান্ড স্মাগলার। আর তুমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছো। অন্যায় আমি কিছুতেই হতে দিতে পারবো না। তারাপদকে ধরতেই হবে। আর তারাপদর পেছনে যারা আছে আমি তাদের মুখোশ খুলে দিতে চাই। সে আন্দামানের যতো বড়োলোক, গণ্যমান্য লোক হোক না কেন গিল্টিম্যান মাস্ট বী এক্সপোজড...

অতুল একথা বলে আর দেরি করলো না। দমকা বাতাসের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মহেন্দ্রনাথ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি যেন তাঁর চোখের সামনে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেলেন।

টম পিটার্স অতুলকে দুটি খবর দিলো। প্রথম খবরে কোন নতুনত্ব ছিলো না। এ খবরটি অতুল মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলো। জ্যাকসনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আব মহেন্দ্রনাথ নিজে চীফ কমিশনারের কাছে এ জামিনের জন্যে সুপারিশ করেছেন। দ্বিতীয় খবরটিতে চাঞ্চল্য ছিলো। কিশোর ভীমানির কাছ থেকে যে এটাচী কেস পাওয়া গেছে তার ভেতর ছিলো অজস্র বিদেশী মুদ্রা, ট্রাভেলার্স চেক এবং সোনা।

বিদেশী মুদ্রা আন্দামানে নিয়ে আসা হচ্ছে এ খবর আমরা বেশ কিছুদিন আগে পেয়েছিলুম। কিন্তু যারা লুকিয়ে বিদেশী মুদ্রা দ্বীপে আনে তাদের আমরা কখনও ধরতে পারিনি। আপনি এসেই বড়ো শিকার ধরে ফেললেন। আমার মনে হয় লোকটার স্মাগলিং দলেব সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

তোমার সন্দেহের কারণ? অতুল ভুরু তুলে টম পির্টাসকে জিজ্ঞেস কবলো।

কারণ বিদেশ থেকে যেসব জিনিস মানে আফিং, হাসিস দ্বীপে স্মাগল করে আনা হয় তাব দাম দিতে হয় বিদেশী মুদ্রায়। আর কলকাতা থেকে প্যাসেঞ্জারেরা বিদেশী মুদ্রা সবার অজ্ঞাতসারে এ দ্বীপে নিয়ে আসেন।

কিন্তু আজ আমরা যার কাছ থেকে এই বিদেশী মুদ্রা পেয়েছি তিনি হলেন এই চোরাকারবারের শিখণ্ডী আর নেহাত গোবেচারা। দলের সর্দার পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে এই লোকটিকে ব্যবহার করেছেন।

এবার অতুল টম পির্টাসকে কলকাতা থেকে আন্দামানে প্লেনে যাত্রার পুরো ঘটনা খুলে বললো।

টম, দলের সর্দাবেব সঙ্গে একটি মেয়ে জড়িয়ে আছে। সেই মেয়েটি এটাচী কেসে করে এই বিদেশী মুদ্রা এই দ্বীপে নিয়ে এসেছে। ওকে ধরতে পারলে আমরা স্মাগলারদের কিছু খবর পাবো। মেয়েটির নাম হলো মালা। আজ সকালে তুমি ওকে বিমান বন্দরে দেখেছ।

মালা। ক্যাবারে ড্যান্সার। এই ছোট সংক্ষিপ্ত দুটি কথা বলে টম পিটার্স কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলো। তারপর বললো: আপনার নির্দেশানুযায়ী আমরা ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। কিন্তু ওকে সন্দেহ করবার মতো আপত্তিজনক কিছু পাই নি।

মেয়েটি এই দ্বীপে উদয়চাঁদের বাড়িতে উঠেছে।

উদয়চাঁদ। অতুলেব প্রশ্নে বিস্ময়ের রেশ ছিলো।

ইয়েস স্যার। উনি হলেন টমসন অ্যান্ডটমসন কোম্পানীর জুনিয়ার পার্টনার। আপনার বাবা ওঁকে খুব বিশ্বাস করেন।

টম পিটার্সের জবাব শুনে অতুল বিস্মিত হলো। আজ সকালে আন্দামানে পৌঁছে পর পর কতকগুলো বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছে। প্রথমত বাতাসী তাকে বলেছে যে পাশের দ্বীপে জেলে- ডিঙি করে রাত্রিবেলায় ভূত আসে। অতুলের বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে ওরা ভূত নয়, ওরা হলো স্মাগলার। বাতাসীর মনে ধোঁকা দেবার জন্যে তারাপদ স্মাগলারদের ভূত বলেছে। আর এই স্মাগলারদের সঙ্গে তারাপদর যোগাযোগ আছে। তারাপদ কে? তার বাবার ডান হাত।

দ্বিতীয় বিস্ময়কর ঘটনা হলো যে মহেন্দ্রনাথ নিজে রামকুমারের খুনী জ্যাকসনকে জামিনে ছেড়ে দেবার জন্যে সুপারিশ করেছেন। মহেন্দ্রনাথ জ্যাকসনকে ছেড়ে দেবার জন্যে সুপারিশ করলেন কেন? তৃতীয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা হলো যে কলকাতার ক্যাবারে ড্যান্সার মালা হলো টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর জুনিয়ার পার্টনার উদয়চাঁদের গৃহে অতিথি।

অতুল জানে যে এই তিনটি রহস্যময় প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করতে পারলে সে আন্দামানের বড়ো বড়ো স্মাগলারদের ধরতে পারবে এবং দ্বীপের স্মাগলিং-এর কাজকারবার বন্ধকরতে পারবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর অতুল ঠিক করলো যে তাকে জানতে হবে মালা এই দ্বীপে কেন এসেছে? আর এটাচী কেসের ভেতর অতোগুলো বিদেশী মুদ্রা কী জন্যে আনা হয়েছে? ও টাকা কার? মালার না উদয়চাঁদের? কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পব অতুল বললো: আমরা এই এটাচী কেস কিশোব ভীমানিকে ফেরত দেবো।

আপনি বলছেন কী স্যর! অতোগুলো বিদেশী মুদ্রা আপনি ঐ স্মাগলারকে ফেরত দেবেন - টম পিটার্সের কণ্ঠে বিস্ময় এবং উত্তেজনা ছিলো। সে যেন অতুলের কথাগুলো বুঝে উঠতে পারে না।

অতুল ফিকে হাসি হাসলো। টম পিটার্সকে বললো: হ্যাঁ। তার কারণ আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো। আমরা কিশোর ভীমানিকে এটাচী কেস ফেরত দেবো বটে কিন্তু টাকা ফেরত দেবো এমন কোন কথা বলিনি। এই এটাচী কেসে টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু রেখে দেবো। কারণ আমি জানি যে আজ বিকেলে মালা তার এটাচী কেস ফেরত নেবার জন্যে কিশোর ভীমানির সঙ্গে দেখা করবে। ওর আসবার আগে আমি সুটকেস কিশোরকে ফেরত দেবো। আর এই সুটকেস খুলে মালা যখন বিদেশী মুদ্রা পাবে না — তখন বুঝতে পারবে যে তার বিদেশী মুদ্রা স্মাগলিং-এর খবর এই দ্বীপের আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পেরেছে। যদি উদয়চাঁদের সঙ্গে মালার চোরাকারবারের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে বার করবার চেষ্টা করবে এই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? আর এই তৃতীয় ব্যক্তির মুখ বন্ধ করবার জন্য উদয়চাঁদ চেষ্টা করবে। আর উদয়চাঁদ যতো প্রকাশ্যে কাজ করবে ততোই আমরা ওর কাজকারবারের পুরো খবর পাবো।

অতুল আর দেরি করলো না। কিশোর ভীমানির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। কিশোর ভীমানি অতুলকে দেখে অবাক হলো। অতুলের মুখটি তার কাছে পরিচিত। কোথায় যেন তাকে দেখেছে...কোথায়?

কিশোরের মনের উৎকণ্ঠা অতুল দূর করলো। চিনতে পারছেন? আমি হলুম আপনার প্লেনের সহযাত্রী। দুজনে একসঙ্গে কলকাতা থেকে আন্দমানে ট্রাভেল করেছি।

কিশোর ভীমানি এবার যেন অতুলকে চিনতে পারলো। বললো: হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আপনার সঙ্গে আর একটি মেয়ে ছিলো।

হ্যাঁ, অতুল খুব ছোট জবাব দিলো। ওর নাম ছবি।

কনগ্র্যাচুলেশন, আপনার বান্ধবী সুন্দরী। আরে মশায় আজকাল কী আর কলকাতায় সুন্দরী বান্ধবী পাবার জো আছে। সুন্দরী মেয়েরা সবাই বিয়ের জন্যে বুকড হয়ে আছে। বসিকতা করে কিশোর ভীমানি খুব জোরে হেসে উঠলো।

অতুল কিশোর ভীমানির রসিকতায় কিংবা হাসিতে যোগ দিল না। হাতের এটাচী কেসটি কিশোর ভীমানিকে দিয়ে বললে: আজ সকালে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আমার বান্ধবীর এটাচী কেস আপনার এটাচী কেসের সঙ্গে অদলবদল হয়ে গেছে।

কী বললেন? আপনার বান্ধবীর এটাচী কেসের সঙ্গে আমার এটাচী কেস অদলবদল হয়ে গেছে। ইম্পসিবল! এই দেখুন না আমার এটাচী কেস — কিশোর ভীমানি এবার ছবির এটাচী কেসটি অতুলকে দেখালো।

না, ওটাতে আমার বান্ধবীর প্রসাধন দ্রব্য আছে। বিশ্বাস না হয় এই এটাচী কেস খুলে দেখুন। দেখতে পাবেন আপনার সব জিনিস আছে ......কী আছে এর ভেতর? অতুলেব প্রশ্ন শুনে কিশোর ভীমানির মুখ শুকিয়ে গেলো। এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে? স্বীকার করবে যে এই এটাচী কেসটি তার নয় --- তারই এক পরিচিতা মেয়ের?

দেখুন, ঐ এটাচী কেসটি খোলা সম্ভব নয়। কারণ আমি আসবার সময় এটাচী কেসের চাবি ফেলে এসেছি......।

অতুল এবার ছবির এটাচী কেসটি খুলে দেখালো। এটাচী খুলে ছবির প্রসাধন দ্রব্য দেখালো। এ জিনিসগুলো আমার বান্ধবীর। এই এটাচী কেস অদলবদল হয়ে যাবার জন্য আমি ভারী দুঃখিত... ..।

তারপর মালার এটাচী কেসটি ফেরত দিয়ে বললো: এই এটাচী কেসের ভেতর কী আছে জানেন?

কী? বিস্ময়ের কণ্ঠে কিশোর ভীমানি প্রশ্ন করলো।

স্মাগল্ড গুডস —

অসম্ভব!

বিশ্বাস না হয় খুলে দেখুন।

বললুম তো আমার কাছে চাবি নেই।

আসলে মিস্টার কিশোর এই এটাচী কেসটি আপনার নয়। আপনি অন্যের জিনিস নিজে বয়ে এনেছেন। আর আপনার হাত দিয়ে এ জিনিস পাঠাবার গৌণ কারণ আছে। আর সেই গৌণ কারণ হলো আপনি হলেন গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করবে না কিংবা সুটকেস সার্চ করবে না। তাই আপনার কোন পরিচিত লোক স্মাগল্ড গুডস ভর্তি এই এটাচী কেস আপনার মারফত পাঠিয়েছে......।

কিশোর ভীমানি প্রথমে অতুলের কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না, কিন্তু অতুল যখন তার আত্মপরিচয় দিলো তখন তার মুখ শুকিয়ে গেলো।

আমি এ এটাচী কেস আনতে চাইনি। কিন্তু মিস মালা যখন আমাকে অনুরোধ করলো।

কিশোরের কথা শেষ হবার আগে অতুল প্রশ্ন করলো: মালা কে?

কলকাতার একজন ক্যাবারে ড্যান্সার।

আপনার বান্ধবী? অতুল আবার কৌতূহলমিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

না, না আমার বান্ধবী হবে কেন? হঠাৎ দমদম এয়ারপোর্টে ওর সঙ্গে আমার দেখা হলো। উনি আমাকে এটাচী কেসটি নিয়ে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন ---

আর আপনি এর ভেতর কী আছে যাচাই না করে এটা বয়ে নিয়ে এলেন। আপনি যে কাজ করছেন সেটা আইনবিরোধী গর্হিত। ইচ্ছে করলে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

কিশোর ভীমানির মনের আতঙ্ক আরো প্রবল হলো। সে অনুনয়ের কণ্ঠে বললো: আমাকে বিশ্বাস করুন আমি এর কিছুই জানিনে।

বেশ তাহলে আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করুন। আব কিছুক্ষণ পরে আপনার বান্ধবী এটাচী কেস নিয়ে যাবার জন্যে আপনার কাছে আসবেন, তখন আপনি ওর হাতে এটাচী কেসটি দেবেন। কিন্তু খবরদার কক্ষনো বলবেন না যে এটাচী কেসের অদলবদল হয়েছিলো। আর একটা কথা...

কী? কিশোর ভীমানি শুকনো গলায় প্রশ্ন করলো।

আমরা গেস্ট হাউসের সামনে আপনার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবার জন্যে দুজন ইনফর্মার রাখছি। ওরা দেখবে এ বাড়িতে কে এলো কে গেলো। শুধু তাই নয়, মনে রাখবেন যখন এই সুটকেস অদলবদলের রহস্য মিস মালা জানতে পারবেন তখন আপনার জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব আপনাকে সর্তক থাকতে হবে --- যদি বিপদের আভাস পান তাহলে আমাদেব খবর দেবেন। আন্দামানের পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে টেলিফোন করবেন।

কিশোর ভীমানি অতুলের কথা শুনে ভয় পেলো। কী করবে বুঝতে পারলো না। বেশ শঙ্কিত কণ্ঠে বললে: আমি কাল সকালে কলকাতায় ফিরে যাবো। আমার এই দ্বীপে কারু সঙ্গে ব্যবসা করবার ইচ্ছে নেই।

ইচ্ছে থাকলেও আপনি এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারবেন না মিস্টার কিশোর। কারণ স্মাগলারদের দল যখন জানতে পারবে আপনি ওদের ডবল ক্রস করবার চেষ্টা করছেন তখন ওরা আপনার মুখ বন্ধকরবার চেষ্টা করবে। স্মাগলিং ইজ ভেরী ডেঞ্জারাস বিজনেস --- স্রেফ আগুন নিয়ে খেলা। চালে যদি কোন ভুল হলো তাহলে আপনি সে আগুনে পুড়ে মরবেনই...

আপনারা যা নির্দেশ দেবেন তাই করবো। শুধু আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

কী! অতুল জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

আমার এ ঘটনা যেন কলকাতার খবরের কাগজে প্রকাশিত না হয। তাহলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। শুধু তাই নয়, আমার ---

কিশোর ভীমানি তার কথা শেষ করলো না। তার কথা আটকে গেলো।

কী বলতে চাইছেন মিস্টার ভীমানি? অতুল মেজাজী কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

আসল কথা কী জানেন আই অ্যাম এ ম্যারেড ম্যান, বিবাহিত। এই ক্যাবারে গার্ল-এর সঙ্গে যে আমার কোন পরিচয় আছে এ কথা আমার বউকে জানাতে চাইনে।

অতুল কিশোর ভীমানির অনুরোধ শুনে হাসলো। গতানুগতিক অনুরোধ। অবৈধ প্রেম করবে কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী যেন এই কেলেঙ্কারীর কোন আভাস না পান ---

অতুল হেসে বললোঃ আপনার অনুরোধ আমরা রাখবো। কিন্তু তার পরিবর্তে আপনাকে আমরা যা করতে বলবো তাই করতে হবে। আমরা মিস মালার এই দ্বীপে কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু খবর চাই। আপনি চমৎকার প্রেমিকের অভিনয় করেন। মিস মালার সঙ্গে আপনাকে এ অভিনয় করতে হবে। আপনার অভিনয় অতি নিখুঁত হওয়া চাই যেন মিস মালা বুঝতে না পারে যে আপনি অভিনয় করছেন। ওর মনের কথা বের করতে হবে। প্লে দি গেম ফর আস মিস্টার কিশোর।

আমি করবো...

অতুল আর বেশীক্ষণ কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে পারলো না। ওয়ারলেস ইন্সপেক্টর হালদার এসে খবর দিলোঃ স্যার, জ্যাকসনকে তার বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অতুল যা সন্দেহ করেছিল তাই হয়েছে। জ্যাকসনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

অতুল চলে যাবার পর মহেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবলেন। জ্যাকসনকে সুপারিশ করে তিনি জেলখানা থেকে বের করে এনেছেন। বের করে নিয়ে আসার অনেক কারণ ছিলো। যদি জেলখানায় পুলিশের জেরায় জ্যাকসন স্বীকার করে যে রামকুমারকে হত্যা করা হয়েছে আর এই খুনের পেছনে তারাপদর হাত আছে তাহলে মহেন্দ্রনাথ বিপদে পড়বেন। অতুলও তারাপদকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তারাপদর অতীত জীবন এবং তার কাজকারবার নিয়ে যদি তদন্ত শুরু করা হয় তাহলে অনেক গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর প্রতিটি রহস্যের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন। যদি তারাপদ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাহলে সমাজের সবাই জানতে পারবে মহেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় কী? তিনি কী দেশদ্রোহী --- বিশ্বাসঘাতক, স্মাগলার না...।

অভিযোগের বাকীটুকু মহেন্দ্রনাথ চিন্তা করতে চাইলেন না।

মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছেন যদি সময় থাকতে তিনি সতর্ক না হন তাহলে তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। মহেন্দ্রনাথ বিপদে পড়েছেন। আজ তাকে এই বিপদ থেকে রেহাই পেতে হবে। তাকে দেখতে হবে অতুল যেন জ্যাকসনকে জেরাবন্দী করতে না পারে। জ্যাকসনকে চুরি করে তাঁর কোকেন, হেরোন তৈরির ফ্যাক্টরীতে লুকিয়ে রাখতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদকে টেলিফোন করলেন। তিনি উদয়চাঁদকে হুকুম দেবেন : কিডন্যাপ জ্যাকসন।

উদয়চাঁদ নিজের ঘরে বসে মালার প্রতীক্ষা করছিলেন। সুন্দরী রূপসী, মালা হলো উদয়চাঁদের বান্ধবী। উদয়চাঁদ শুধু তার দৈহিকলালসা মেটাবার জন্যে মালাকে আন্দামানে আমন্ত্রণ করে আনেননি। মালাকে

এই দ্বীপে আনবার আর একটি গৌণ কারণ ছিলো। কলকাতা থেকে মালা এটাচী কেস ভর্তি করে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে এসেছে। উদয়চাঁদ এই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে জেলে-ডিঙির নাবিকদের হাত করতে চান। আর নাবিকদের কিনে রাখবার কারণ হলো তিনি এই দ্বীপের স্মাগলিং-এর ব্যবসার প্রধান কর্তা হতে চান। দীর্ঘকাল তিনি মহেন্দ্রনাথের তাঁবেদারি করেছেন। আর নয়। তিনি গোপনে মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁকে আন্দামান থেকে সরাতে হবে এবং মহেন্দ্রনাথের সম্পত্তি গ্রাস করতে হবে।

উদয়চাঁদ বুঝতে পেরেছেন অতুল কেন এই দ্বীপে এসেছে। মহেন্দ্রনাথ তাকে আন্দামানে নিয়ে এসেছেন। কারণ মহেন্দ্রনাথ তাঁর শত্রুদের নির্মূল করতে চান। অতুলের প্রধান কাজ হলো যারা মহেন্দ্রনাথের কাজকর্মের রহস্য জানে তাদের স্মাগলিং-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা। মহেন্দ্রনাথের প্রধান শত্রু রামকুমারকে হত্যা করা হয়েছে। এবার উদয়চাঁদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে। কারণ আজ অবধি মহেন্দ্রনাথের সমস্ত নোংরা স্মাগলিং-এর কাজ উদয়চাঁদ করেছেন। পুলিশ যদি তাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না যে আন্দামান দ্বীপের আসল স্মাগলার হলো উদয়চাঁদ। মহেন্দ্রনাথ পর্দার অড়ালে থাকেন। দৈনন্দিন স্মাগলিং-এর কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। তবুও স্মাগলিং-এর কাজের লাভের প্রধান অংশ মহেন্দ্রনাথ উপভোগ করছেন। উদয়চাঁদ হলেন সামান্য জুনিয়র পার্টনার কিংবা বলা যায় তাঁর হুকুমের তাঁবেদার।

অনেক দিন আগে ব্রিটিশ শাসনকালের সময় উদয়চাঁদ আন্দামানে এসেছিলেন। তাঁর আশা এবং আকাঙক্ষা ছিলো যে এই দ্বীপে ওকালতির ব্যবসা করে তিনি পসার জমাবেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। জীবনের এই সময়টা তাঁর বেশ দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে কেটেছিলো। কিন্তু তারপর একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। একদিন রাত্রিবেলায় তিনি এক মোটর দুর্ঘটনা দেখতে পেলেন। এই দুর্ঘটনায় যে লোকটি নিহত হয়েছিলো তিনি উদযচাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলেন। লোকটি মারা যাবার আগে দুটি নাম উচ্চারণ করে গেলেন: যাদের পরিচয় বের করতে উদয়চাঁদের কোন অসুবিধা হয় নি। মরবার আগে লোকটি শুধু দুটি কথা বলতে পেরেছিলেন - মহেন্দ্রনাথ আর দুর্গাপ্রসাদ -— কথা শেষ করবার আগে লোকটি মারা যায়।

ধূর্ত আইন ব্যবসায়ী উদয়চাঁদ বুঝতে পেরেছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু তার একবারও মনে হয়নি যে মৃতব্যক্তি বলতে চেয়েছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি। উদয়চাঁদ সেদিন একথা বুঝতে পারেননি। যদি বুঝতে পারতেন তাহলে দীর্ঘকাল তাঁকে মহেন্দ্রনাথের গোলামি করতে হতো না। মহেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর হাতের মুঠোয় রাখতে পারতেন। বরং মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে তিনি তাঁর জালে আটকে পড়লেন। কারণ তিনি যখন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে সেদিনকার মোটরদুর্ঘটনার কথা বললেন তখন মহেন্দ্রনাথ তাঁর মুখ বন্ধ করবার জন্যে মাসিক মাসোহারাতে তাঁকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। উদয়চাঁদ প্রতি মাসে মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে মোটা টাকা পেতেন। এই টাকা পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে মহেন্দ্রনাথ দুর্গাপ্রসাদ এবং মোটর অ্যাকসিডেন্টের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর মহেন্দ্রনাথ যখন দেশনেতা হলেন, তাঁর ব্যবসা আরো ফেঁপে উঠলো এবং তাঁকে যখন টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর জুনিয়ার পার্টনার হিসেবে

নিযুক্ত করা হলো তখন থেকে তাঁর অর্থের লোভ আরো প্রবল এবং তীব্র হলো। শুধু তাই নয়। কিছুদিন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করবার পর তিনি মহেন্দ্রনাথের চরিত্রের আসল পরিচয় জানতে পারলেন। স্বদেশপ্রেম, দান খয়রাত সবই তাঁর মুখোশ। শুধু তাঁর আসল রূপকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা।

মহেন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় হলো তিনি হলেন স্মাগলার। তিনি মহেন্দ্রনাথের এ কাজে বাধা দেননি। বরং তাঁকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে স্মাগলিং-এর কাজে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে এ স্মাগলিং-এর কাজকর্মে তিনি ছিলেন মহেন্দ্রনাথের হাতে কলের পুতুল। স্বাধীনভাবে কোন কিছু করবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না।

সম্প্রতি উদয়চাঁদ বুঝতে পেরেছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রথমত মহেন্দ্রনাথের ছেলে অতুল পুলিশের বড়ো কর্মচারী। বাবার বিপদ দেখলে ছেলে বাবাকে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজন হলে মহেন্দ্রনাথের দোষ তাঁর সহকর্মী উদয়চাঁদের ঘাড়ে চাপানো হবে। অতুল আন্দামানে আসবার পর উদয়চাঁদ কিছুটা আতঙ্কিত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে হয়তো মহেন্দ্রনাথ তাঁর পথের কাঁটা দূর করবার জন্যে দিল্লীর কর্তাদের কাছে সুপারিশ করে অতুলকে আন্দামানে নিয়ে এসেছেন। আর মহেন্দ্রনাথের পথের কাঁটা হলেন উদয়চাঁদ। কাবণ মহেন্দ্রনাথ এই দ্বীপে কী ধবনের নোংরা স্মাগলিং-এর কাজকারবার করছেন তার পুরো খবর উদয়চাঁদ জানেন।

উদয়চাঁদ কী পুলিশের কাছে গিয়ে বলবেন যে দেশনেতা মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলার। কে তাঁর অভিযোগ বিশ্বাস করবে ? শুধু তাই নয়। ব্রজমাধবেব হত্যাকান্ডের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন এ কথা আজ প্রমাণ করা সহজ হবে না। কারণ সেদিন রাত্রে মোটর দুর্ঘটনা স্থলে উদয়চাঁদ ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলো না। উদয়চাঁদ এসব কথা চিন্তা-ভাবনা করে বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁর সামনে যে বিপদ এগিয়ে আসছে একথা তিনি বুঝতে পেবেছেন। কিন্তু এ বিপদেব হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী করে এইটে হলো প্রধান চিন্তা।

বিপদের হাত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে উদয়চাঁদ অতীতেব স্মৃতি বোমন্থন কবতে লাগলেন। তাঁর জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো ব্রজমাধবকে মহেন্দ্রনাথ কী কারণে হত্যা করেছিলেন। আর মৃত্যুর আগে ব্রজমাধব দুটি নাম উচ্চারণ করেছিলেন। আর সে দুটি নাম হলো মহেন্দ্রনাথ আর দুর্গাপ্রসাদ। উদয়চাঁদ জানবার চেষ্টা করলেন দুর্গাপ্রসাদ কে ? যদি তিনি দুর্গাপ্রসাদের দেখা পান তাহলে হয়তো ব্রজমাধবের হত্যার কারণ বের করতে পারবেন। আর নিহত ব্যক্তি ব্রজমাধব কে ? উদয়চাঁদ দুর্গাপ্রসাদের সন্ধান পান নি বটে কিন্তু ব্রজমাধবের সম্বন্ধে খোঁজখবব নিযে জানতে পারলেন যে ব্রজমাধবের কন্যা রমার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রেম ছিলো। উদয়চাঁদ আন্দাজে অনুমান করলেন ব্রজমাধবের হত্যার পেছনে এই অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিলো।

উদয়চাঁদ ব্রজমাধবের কন্যা রমার অনুসন্ধান করেছিলেন বটে কিন্তু তার কোন খোঁজখবর পান নি। শুধু জেনেছিলেন যে ব্রজমাধবের মৃত্যুর পর তার মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। পরে আরো জেনেছিলেন যে রমা নিকোবর দ্বীপে চলে গিয়েছিলো। আর সেখানে তাব একটি অবৈধ সন্তান হয়।

উদয়চাঁদ তার পরে এই অবৈধ সন্তানের খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। কিন্তু ছেলেটির

কোন খবর তিনি পান নি। শুধু পাড়ার লোকেরা বলেছিলো যে রমার অবৈধ সন্তান এক খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলো।

উদয়চাঁদের মনে প্রশ্ন জাগলো তারাপদ কে ? আর মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে কেন এতো স্নেহ করেন। শুধু তাই নয়। মহেন্দ্রনাথ কী কারণে তারাপদকে মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন জানবার জন্যে তার যেমন আগ্রহ হয়েছিলো তারাপদর সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক সেইটে জানবার তেমন ইচ্ছে হয়েছিলো। উদয়চাঁদ জানতেন যে তারাপদ খুনী। মানুষকে হত্যা করতে তার কোন দ্বিধা সংকোচ হয় না। শুধু তাই নয়। তারাপদ হলো মহেন্দ্রনাথের অনুগ্রাহী। তাঁর নির্দেশানুযাযী বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। মহেন্দ্রনাথের নির্দেশানুযায়ী তারাপদ রামকুমারকে হত্যা করেছে। আর রামকুমারকে খুন করবার কারণ কী ? হয়তো রামকুমার মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন জানেন। শুধু তাই নয় রামকুমারের মৃত্যুর দিন উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমারের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তার সাবাংশ শুনতে পেয়েছিলেন। রামকুমার বার বার দুর্গাপ্রসাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন। আর তিনি মহেন্দ্রনাথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনে মহেন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনে মহেন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছিলেন কেন ? তাহলে কী দুর্গাপ্রসাদ এবং মহেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি!

হঠাৎ তার অতীত দিনের স্মৃতি মনে পড়লো। নিহত ব্রজমাধব মরবার আগে শুধু একটি কথা বলেছিলো : মহেন্দ্রনাথ আর দুর্গাপ্রসাদ ---

ব্রজমাধব তার কথা শেষ করতে পারেন নি। হয়তো ব্রজমাধব বলতে চেয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ আর দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি।

উদয়চাঁদ ভাবতে শুরু করলেন --- যদি মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি তাহলে দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনে মহেন্দ্রনাথ এতো উত্তেজিত হয়েছিলেন কেন ? নিশ্চয় দুর্গাপ্রসাদের নামের সঙ্গে এমন রহস্য জড়িত যে মহেন্দ্রনাথ কাউকে জানাতে চান না। উদয়চাঁদ দুর্গাপ্রসাদের জীবন কাহিনী জানবার চেষ্টা করলেন।

অনেক অনুসন্ধান করবার পর উদয়চাঁদ জানতে পারলেন যে আন্দামানে আসবার আগে কলকাতার বাজারে মহেন্দ্রনাথ দুর্গাপ্রসাদ নামে পরিচিত ছিলেন। শুধু তাই নয়। মহেন্দ্রনাথ এবং রামকুমার ছিলেন বন্ধু। আর বন্ধুর সন্ধানেই রামকুমার আন্দামান দ্বীপে এসেছিলেন। কী কারণে বন্ধুর সন্ধানে এই নির্বাসিতের দ্বীপে রামকুমার এসেছিলেন তার পুরো কারণ তিনি জানতে পারেন নি। রামকুমার দুর্গাপ্রসাদের অতীত জানতেন। হয়তো তার অতীত জীবন নিয়ে মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলেন। উদয়চাঁদ জানেন যে মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করা দুরূহ কঠিন কাজ। রীতিমতো আগুন নিয়ে খেলা করা। যদি এই কাজ করতে গিয়ে চালে সামান্য ভুল হয় তাহলে তাকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। রামকুমারও নিশ্চয় কোন ভুল করেছিলেন। তাই তিনি আগুনে পুড়ে মরেছেন। কিংবা রামকুমার হয়তো মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের এমন কোন গোপন রহস্য জানেন যে তার বেঁচে থাকা মহেন্দ্রনাথের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রামকুমার ছিলেন : দি ম্যান হু নিউ টু মেন।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর উদয়চাঁদ ঠিক করলেন যে তাঁকে দুর্গাপ্রসাদের অতীত জীবন

জানতে হবে। আন্দামানে খোঁজখবর নিতে হবে দুর্গাপ্রসাদ বলে কেউ এখানে থাকতো কিনা ! আর যদি মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি হন তাহলে কী কারণে মহেন্দ্রনাথ তাঁর নাম পাল্টে ছিলেন। উদয়চাঁদ বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্গাপ্রসাদের জীবনকাহিনী জানবার একমাত্র সূত্র হলো : রামকুমার। কিন্তু তিনি রামকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার আগেই রামকুমার নিহত হলেন। আর বর্তমানে পুলিশ এবং অতুল এই হত্যাকান্ড নিয়ে তদন্ত করছে। উদয়চাঁদ জানেন যদি এই তদন্তে বেফাঁস কিছু জানা যায় তাহলে অতুল নিশ্চয় সেই কেলেঙ্কারী ধামা চাপা দেবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর উদয়চাঁদ ঠিক করেছিলেন যে তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত লোক দ্বারা দুর্গাপ্রসাদের অতীত জীবনের কাহিনী সংগ্রহ করবেন। আর এমন নিপুণভাবে তাঁকে কাজ করতে হবে যেন মহেন্দ্রনাথের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে উদয় তাঁর অতীত জীবনের রহস্য বের করবার চেষ্টা করছে। আর এই কাজ করবার জন্যে তিনি তাঁর বান্ধবী মালার সাহায্য নিলেন। প্রয়োজন হলে তিনি মালাকে দিয়ে অতুলকে বশ করবেন। উদয়চাঁদ জানতেন যে সুন্দরী নারীর দেহ এমন জিনিস যে পুরুষ তার প্রলোভন কখনই সংবরণ করতে পারে না। মালা শুধু সুন্দরী নয় তার দেহ ভর্তি আছে সেক্স। আর শুধু তাই নয়। মালা পুরুষ এবং বিপদ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। মালা হেসে বলতো — জানো উদয় পুরুষ আর সাপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি হলুম সাপুড়ে বেদেনী। সাপ নিয়ে খেলা করা আমার পেশা। উদয়চাঁদ জানতেন যে মালা অতুলকে বশ করবে। শুধু তাই নয়। যদি উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের রহস্য বের করতে পারেন তাহলে বেদেনী মালা অতুলকে গিয়ে বলবে : তোমার বাবা মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলার। তার আসল নাম হলো দুর্গাপ্রসাদ ! রামকুমারের মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আর দুটো কাজ উদয়চাঁদকে করতে হবে। তারাপদকে হাত করতে হবে। তাকে বলতে হবে তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে মহেন্দ্রনাথ কারু সঙ্গে বেইমানি করতে দ্বিধা সংকোচ বোধ করেন না। নিজের জীবন এবং সমাজের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি অটুট রাখবার জন্যে মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে বিসর্জন দিতে পারেন। তারপর তিনি তারাপদকে মহেন্দ্রনাথের জীবনরহস্যের কথা বলবেন। মহেন্দ্রনাথ যে দুর্গাপ্রসাদের নাম ভাঁড়িয়ে আছেন — একথা জানানো দরকার। একবার যদি তারাপদকে মহেন্দ্রনাথের হাতের মুঠো থেকে বের করে আনতে পারেন তাহলে তিনি মহেন্দ্রনাথের বিষ দাঁত ভাঙতে পারবেন। আর মহেন্দ্রনাথের বিষ দাঁত যদি ভাঙা যায় তাহলে তিনি কখনই কামড় দিতে পারবেন না।

উদয়চাঁদের চিন্তায় বাধা পড়লো। টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। রাশভারী, হুকুমী মেজাজের কণ্ঠস্বর। উদয়চাঁদকে কোন নোংরা কাজের নির্দেশ দেবার সময় মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়।

উদয়চাঁদ ! একটা দুঃসংবাদ আছে। সময়মতো কাজ না করতে পারলে আমরা বিপদে পড়বো। আজ এখুনি জ্যাকসনকে তাব বাড়ি থেকে কিডন্যাপ করে আমাদের আস্তানায় বন্দী করে রাখতে হবে। পুলিশ জ্যাকসনকে জেরা বন্দী করতে চায়।

পুলিশ মানে অতুল। উদয়চাঁদের এই জবাবে ব্যঙ্গের রেশ ছিলো।

অপর প্রান্ত থেকে কোন জবাব শোনা গেল না। বোঝা গেলো উদয়চাঁদের কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ খুব খুশী হন নি। হয়তো ভাবছেন উদয়চাঁদের কথার কী জবাব দেবেন।

শোন মহেন্দ্র ! যেদিন থেকে অতুল আন্দামানে এসে পা দিয়েছে সেদিন থেকে আমাদের বিপদ শুরু হয়েছে। তুমি জানো মহেন্দ্রনাথ, আজ ক'দিন হলো আমরা জেলেডিঙি থেকে মাল তুলতে পারি নি। ডকের কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে। আর ঝিনুক যদি নিয়মিত সাপ্লাই না করতে পারি তাহলে আমাদের সরকারী কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল হয়ে যাবে। আমি খবর পেয়েছি যে সরকার ঝিনুক তোলার কন্ট্রাক্ট অন্যকে দেবার পরিকল্পনা করছে। শীগগিরই কলকাতা থেকে দু-চারজন ব্যবসায়ী এই ঝিনুকের কন্ট্রাক্ট নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে দ্বীপে আসছে। আমার কথা শোন মহেন্দ্র ! হয় তুমি অতুলকে দিল্লীতে ফেরত পাঠাও নতুবা —

মহেন্দ্রনাথ এবার মুখ খুললেন : অতুল আজ আমাকে স্পষ্ট বলেছে যে স্মাগলিং-এর কাজেব তদন্ত শেষ না করে দিল্লী যাবে না।

তাহলে তুমি অতুলকে বোঝাও যে এই তদন্ত করলে তুমি আমি সবাই বিপদে পড়বো। আর তোমার কোন বিপদ হওয়া মানে অতুলের বিপদ। বাপ যদি স্মাগলার হয় তাহলে ছেলে কী আর সমাজে আর সরকারের কাছে মুখ দেখাতে পারবে ? টেক হিম টু ইয়োর কনফিডেন্স — উদয়চাঁদের কথা শেষ হবার আগেই মহেন্দ্রনাথ স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বললেন : তা হয় না উদয়। আমার জীবনেব কলঙ্ক আমি ছেলের গায়ে লাগতে দিতে পারিনে। আমি চাইনে যে আমাদের কাজকর্মের কোন খবব অতুল পায়। তাই এক ঘন্টার মধ্যে জ্যাকসনকে ওর বাড়ি থেকে সবিযে দূরে নিযে যেতে হবে।

উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন যে মহেন্দ্রনাথ ছেলের কাছে মুখ খুলবেন না। হযতো মহেন্দ্রনাথ এবং অতুলের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। অতুলকে তিনি বলেছেন যে দ্বীপে আসল স্মাগলাব ছিলেন রামকুমার। আজ রামকুমার মরে গেছে। উদয়চাঁদ বেঁচে আছে। আর সেই হলো স্মাগলারদের সর্দার। মহেন্দ্রনাথ বাঁচবেন কিন্তু তাব পরিবর্তে উনি উদযচাঁদের গলায় ফাঁস পরাবেন। আজ উদয়চাঁদকে সতর্ক হযে কাজ করতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উদয়চাঁদ জবাব দিলেন : বেশ। আমি তারাকে বলছি যেন জ্যাকসনকে বাড়ি থেকে নিযে যাওয়া হয়।

মহেন্দ্রনাথ আবার আপত্তির সুর তুললেন : তাবা কী একাজ করতে পারবে ?

মহেন্দ্রনাথ, তুমি জানো একাজ তারাপদ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। অন্য কাউকে এ কাজের দায়িত্ব দিলে সে একাজ ভণ্ডুল করে দেবে। না, আমি তারাকে এ কাজের জন্যে পাঠাচ্ছি — উদয়চাঁদ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন। প্রয়োজন হলে তিনি মহেন্দ্রনাথের আদেশ অমান্য করবেন।

উদয়চাঁদ আর বেশীক্ষণ কথা বললেন না। কারণ তাঁর মনে হলো ঘরের ভেতর কে জানি ঢুকছে। উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের আলোচনা অতি গোপনীয়। তাদের আলোচনার বিষয়ে একটি অক্ষর বাইরের কেউ জানলে উদয়চাঁদ বিপদে পড়বেন।

মালা ঘরে ঢুকলো।

মালাকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে উদয়চাঁদের দুশ্চিন্তা দূর হলো। বরং মালাকে দেখে তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠলো। আজ এই সন্ধ্যায় সুন্দরী রূপসী মেয়ের সান্নিধ্য কে না চায়।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলবার পর উদয়চাঁদ তারাপদকে ডেকে বললেনঃ কর্তার হুকুম। জ্যাকসনকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে সরিয়ে আইল্যান্ডে ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যেতে হবে।

তারাপদ মহেন্দ্রনাথের নির্দেশ শুনে বিস্মিত হয়েছিলো। জ্যাকসনকে তার বাড়ি থেকে কিডন্যাপ করবার কী দরকার?

দরকার আছে তারাপদ। তোমার সাহেবের ছেলে অতুল আন্দমানে এসে আমাদেব কাজকর্মের প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। ব্যবসা আজকাল আর হচ্ছে কৈ?

অতুলের দ্বীপে আগমনে তারাপদও বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলো। বিরক্ত হবার কারণ ছিলো বৈ কি। প্রথমত অতুল আন্দামানে আসবার পর বাতাসী বড়ো চঞ্চ ল হয়েছে। আজকাল প্রায়ই অতুল এবং বাতাসীকে একসঙ্গে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত জেলেডিঙির নাবিকেরা দ্বীপে মাল নিয়ে এলে তারাপদ ওদের সঙ্গে বসে বিলিতি মদ খেতো। তাস খেলতো আর হৈ-হল্লা করতো। কিন্তু আজকাল আর জেলেডিঙির নাবিকেরা আসে না — তারাপদ বিলিতি মদ পায় না। তারাপদ তার পারিবারিক জীবনের দুঃখকে ভুলবার জন্যে মদ খেতে চায়।

তারাপদ আর কোন প্রশ্ন করলো না। কিন্তু আজ মহেন্দ্রনাথের হুকুম শোনবার পর তার মন বিরক্তিতে ভরে গেলো। দীর্ঘকাল তারাপদ মহেন্দ্রনাথের গোলামি করেছে। সব হুকুম তালিম করেছে, কোন প্রশ্ন করে নি কিন্তু আজ তার জানবাব ইচ্ছে হলো জ্যাকসনকে কিডন্যাপ করবার প্রয়োজন আছে কী? তারপরেই তার মনে হলো কী হবে এসব ছাইপাঁশ ভেবে? আগে কাজ, তার পরে প্রশ্ন।

ঘবের ভেতর ঢুকে মালা এটাচী কেসটি বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললোঃ এই নাও, তোমার মাল। করকরে নতুন বিদেশী মুদ্রার নোট আছে এর ভেতর। তোমার মাল তো এনে দিলুম। এবার বলো আমায় কী ইনাম দেবে —

মালাকে দেখে উদয়চাঁদের মনের উত্তেজনা কেটে গেলো। ক্ষণিকের জন্যে মহেন্দ্রনাথ, অতুল, তারাপদর কথা ভুলে গেলো। হাজার হোক জীবনের আর একটা দিক আছে। আর সে দিক হলোঃ এঞ্জয় লাইফ।

উদয়চাঁদের কামিনী কাঞ্চ ন পাবার বাসনা দীর্ঘকালের। নির্বাসিতের দ্বীপে এবং মহেন্দ্রনাথের অধীনে কাজ করবার পর তিনি জীবন উপভোগ করা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। জীবনের রঙীন স্বাদ পেয়েছিলেন কলকাতায় গিয়ে। সেখানে তার নাইট ক্লাবে মালার সঙ্গে আলাপ — পরিচয় হয়। তারপর তাদের বন্ধুত্ব যখন দৃঢ় হলো তখন উদয়চাঁদ মালাকে বললোঃ আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে?

কী ধরনের ব্যবসা? কৌতূহলী বিস্মিত হয়ে মালা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো। একঘেয়ে একটানা নাইট ক্লাবে নর্তকীর কাজ করতে করতে মালার জীবনে একটা বিস্বাদ এসে গিয়েছিলো। নতুন জীবনের আস্বাদ পাবার আকাঙক্ষা তার তীব্র প্রবল হয়েছিলো।

বিজেনেস ইজ বিজেনেস। তবে বিজনেসে আনন্দ আছে, এক্সাইটমেন্ট আছে আর আছে বিপদ।

আনন্দ, এক্সাইটমেন্টের নাম শুনে মালা উত্তেজিত হলো। জীবনে বহুবার সে এডভেঞ্চার করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু প্রতিবারেই নিরাশ হয়েছে। নাইট ক্লাবের জীবন গতানুগতিক, নাচ,সুরা আর প্রেমালাপ, আর স্তাবকের মিষ্টি বুলি। মালা এই জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো।

বলো না তুমি কী ধরনের ব্যবসা করতে চাও, যার ভেতর উত্তেজনা আছে।

স্মাগলিং — ছোট জবাব দিয়ে উদয়চাঁদ মালার মুখের দিকে তাকালো।

কিন্তু মালা উদয়চাঁদের কথা শুনে নিরাশ হলো। বললো : ওঃ শুধু স্মাগলিং। আমি ভেবেছিলাম তুমি আরো কিছু এক্সাইটিং ব্যবসার কথা বলবে। ধরো মার্ডার, কিডন্যাপিং। জানো উদয়, কলকাতার এই নর্তকীর জীবনে আমার ঘেন্না ক্লান্তি ধরে গেছে। আমি কলকাতার বাইরে যেতে চাই।

তাহলে আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করো। তুমি কলকাতা থেকে বিদেশী মুদ্রা আন্দামানে নিয়ে যাবে আর আমি সে মুদ্রা আমার জেলেডিঙির নাবিকদের মারফত বর্মার বাজারে বিক্রি করতে চাই। আর এই বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তে আফিং মিলবে। আর সে আফিং থেকে পাওয়া যাবে হেরোন।

লাভলি! খুব ছোট জবাব দিলো মালা। উদয়চাঁদ বুঝতে পারলো যে তার প্রস্তাব মালার মনে ধরেছে।

তাহলে তুমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে কলকাতা থেকে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আন্দামানে যাবে। আর একাজের জন্যে আমি তোমাকে প্লেনের যাতায়াত খরচা দেবো। আর প্রতিবার মাল নিয়ে যাবার জন্যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো। আর টাকাটা অবিশ্যি বিদেশী মুদ্রায় দেয়া হবে। আর এ টাকা দিয়ে রোম, লন্ডন, প্যারী শহর ঘুরে দেখতে পারবে।

মালা হাত বাড়িয়ে বললো : ডিল।

ডিল — উদয়চাঁদ পাল্টা জবাব দিলো।

উদয়চাঁদ মালাকে কাজে নিযুক্ত করবার সময় শুধু একটি কথা ইচ্ছে করে বলে নি। আর সে কথাটি হলো স্মাগলিং ব্যবসার আসল কর্তা উদয়চাঁদ নন। তার এই ব্যবসায় আর একজন কর্তা আছেন যার নাম হলো মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে যদি মালাকে আর একটি কথা বলা হতো যে মহেন্দ্রনাথের আসল নাম দুর্গাপ্রসাদ তাহলে শুধু উত্তেজিত নয়, আন্দামানে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা মালার আরো প্রবল হতো। কারণ বাজারে মালার প্রকৃত পরিচয় কেউ জানতো না। মালা হলো বিপ্লবী যুগের কর্মী মাধবী সেনের বোন — যাকে খুন করবার অভিযোগে দুর্গাপ্রসাদ ইংরেজ সরকারের সাহায্য নিয়ে আন্দামানে গিয়েছিলো। জীবন সংসারের ঘূর্ণিপাকে মালা হয়েছে নর্তকী — ক্যাবারে ড্যান্সার।

কিছুদিন প্লেনে কলকাতা আন্দমান যাতায়াত করবার পর মালা বুঝতে পারলো যে সে কলকাতা আন্দামান অ্যান্টি স্মাগলিং পুলিশ স্কোয়ার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মালা উদয়চাঁদকে তার আশঙ্কার কথা বললো। উদয়চাঁদ অনেক চিন্তা-ভাবনা করবার পর বললো : সুন্দরী নারী যখন বেপোরোয়া হয় তখন জীবনে সে সবকিছু করতে পারে। আমার মনে হয় তোমার এই স্মাগলিং কাজের জন্যে এক সহকারী দরকার। আর এই সহকারীর সাহায্য নিয়ে তুমি বিদেশী মুদ্রা স্মাগলিং করবে।

এবার আন্দামানে আসবার সময় মালা যখন কিশোর ভীমানিকে দেখতে পেলো এবং ভীমানি

যখন নিজে যেচে এসে আলাপ-পরিচয় করলো তখন সে মনে মনে বললো : শিকার পেয়েছি। এবার তাকে জালে আটকাতে পারলে হয়।

কিন্তু মালার মনে একবারও সন্দেহ হয় নি যে কিশোর ভীমানির সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হয়েছে এবং ভীমানির কাছে যে এটাচী কেসটি দিয়েছে এ জিনিসটি আর একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি হলেন একজন পুলিশ কর্মচারী। যদি মালা একথা জানতে পারতো তাহলে সে আন্দামানে সেই যাত্রায় আসতো কিনা সন্দেহ।

মালার কাছ থেকে এটাচী কেসটি পেয়ে উদয়চাঁদের মন খুশীতে ভরে উঠলো।

সত্যি মালা তোমার সাহস এবং বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। এতো দিন যাবৎ তুমি কলকাতা -আন্দামান যাওয়া-আসা করছো কিন্তু আজ অবধি পুলিশ তোমার অস্তিত্বের খবর পায় নি।

মালা হাসলো। মিষ্টি হাসি। কিছুদিন উদয়চাঁদের সঙ্গে কাজ করবার পর জানতে পেরেছে স্মাগলিং ব্যবসার আসল অধিনায়ক তার কাছে আজো অপরিচিত আর উদয়চাঁদ হলেন সেই অদৃশ্য ব্যক্তির হুকুমের তাঁবেদার।

আজ পায় নি কিন্তু ভবিষ্যতে আমি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে রেখো উদয়, সুন্দরী নারী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর যদি সেই নারী স্মাগলার হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আচ্ছা উদয়, আমাকে একটা কথার জবাব দাও। এই যে তুমি আমি স্মাগলিং-এর কাজ-কারবার করছি এ কার জন্যে? তোমার হাবভাব কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ব্যবসার আসল কর্তা তুমি নও। আমি দলের নেতার সঙ্গে আলাপ করতে চাই —

কেন ? বেশ বিস্মিত গলায় উদয়চাঁদ প্রশ্ন করলো। হঠাৎ তার মনে হলো যে মালা মহেন্দ্রনাথের অস্তিত্বের আভাস পেয়েছে। উদয়চাঁদ মালাকে মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান না। মালা হলো তার বান্ধবী, সে সদা সর্বদাই তার হাতের মুঠোয় থাকবে।

কারণ আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি যে তুমি বিচলিত হয়েছ। তোমার বিচলতার কারণ কী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। আমার মনে হয় তোমাকে কারু নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে হয়।

উদয়চাঁদ হাসলো। তাহলে মালা এখনও মহেন্দ্রনাথের অস্তিত্বের খবর পায নি।

জানো মালা, আমাদের এই স্মাগলিং-এর কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে সরকার দিল্লী থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠিয়েছে। আর যে কর্মচারী এই তদন্ত করতে আন্দামানে এসেছে সে হলো আমারই এক বন্ধুর ছেলে।

বন্ধুর ছেলে ! তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না --- মালার এই প্রশ্নে শুধু বিস্ময় নয় কৌতূহল ছিলো।

হ্যাঁ, বাপ স্মাগলিং করছে আর ছেলের সাহায্য নিয়ে শত্রুদের নিপাত করছে। তবে বেশীদিন ওর তাঁবেদারী আমাকে করতে হবে না। তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। আমরা শীগগিরই ওকে হাতের মুঠোয় আনবো। আর স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবসা শুরু করবো। এবার থেকে তুমি হবে আমার বিজনেস পার্টনার।

মালা মন দিয়ে উদয়চাঁদের কথাগুলো শুনলো। তারপর বিছানার উপর গা এলিয়ে দিয়ে বললো : তোমার প্রস্তাবটি লোভনীয় বটে কিন্তু কী করে তুমি তোমার বন্ধুকে বশ করবে তার কোন আভাস দিলে না।

উদয়চাঁদ মৃদু হেসে বললো : অতো ব্যস্ত হয়ো না প্রেয়সী। সব কিছুই হবে তবে ধীরে ধীরে। এবার এটাচী কেস খুলে পয়সাগুলো গুনে নেয়া যাক।

চাবি দিয়ে এটাচী কেস খুলতে উদয়চাঁদের বেশীক্ষণ সময় নিলো না। কিন্তু এটাচী কেসের ডালা খুলেই উদয়চাঁদ জোরে চীৎকার আর্তনাদ করে উঠলো।

মালা বিস্মিত অবাক হয়ে উদয়চাঁদের মুখের দিকে তাকালো।

কী হলো, অমন চীৎকার করছো কেন ?

উদয়চাঁদ এর জবাব দিলো না। শুধু কাছে এসে মালার হাতটি জোরে চেপে ধরলো। বললো: আমাকে ডবল ক্রস করবার চেষ্টা করো না। আমার কথার জবাব দাও। বলো বিদেশী মুদ্রা নিয়ে তুমি কী করেছ ?

মালা যেন উদয়চাঁদের কথাগুলো বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বেশ বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলো : তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না, ডবল ক্রস : টাকা কী হলো একথার মানে কী ? আর হাত ছাড়ো --- লাগছে। মনে রেখো আমি তোমার বিজনেস পার্টনার, মাইনে করা গোলাম নই।

উদয়চাঁদ এবার এটাচী কেসটি মালাকে দেখালো। বাক্সের ভেতর কোন টাকা নেই। কতোগুলো বাজে কাগজে ভর্তি, উদয়চাঁদ আবার রুক্ষ সুরে জিজ্ঞেস করলো : বলো টাকা কোথায় ?

মালার মুখে অবজ্ঞার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। অতো জোরে চীৎকার করো না। তোমার টাকা আমি নিইনি। তবে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের স্মাগলিং-এর কাজকর্ম আর পুলিশের কাছে অজানা নেই।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে আপন মনে বলতে শুরু করলো : কিশোর...কিশোর কী এই এটাচী কেস খুলে টাকাগুলো সরিয়ে নিয়েছে ? হয়েতো কিশোর আদৌ বিজনেসম্যান নয়। পুলিশের লোক। জানতো আমি টাকা স্মাগল করছি। তাই আন্দামানে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলো। কিশোর বেইমান : পুলিশের লোক। না কিশোরের পেছনে অন্য কোন লোক আছে ?

উদয়চাঁদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো : কিশোর কে ?

আজ সকালে কলকাতা থেকে যে লোকটি এটাচী কেস বয়ে এনেছে তার নাম কিশোর। কিন্তু ছেলেটির মুখ হাবভাব দেখলে মনে হয় না সে প্রতারক। আমার সঙ্গে জালিয়াতি করবে। ওর পেছনে নিশ্চয় আর কেউ আছে...কিশোরকে ধরতে হবে। শোন উদয়, ব্যাপারটি সত্যিই জটিল ঘোরালো। আমার মনে হয় নিশ্চয় কেউ কিশোরের সঙ্গে সহযোগিতা করে এটাচী কেস থেকে নোটের বান্ডিলগুলো বের করে নিয়েছে।

যতোই মালার কিশোরের প্রতারণার কথা মনে হলো ততোই তার মনের রাগ প্রতিহিংসা তীব্র হতে লাগলো। আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে প্রতারণা করবার সুযোগ পায় নি। বরং মালাই বহু পুরুষকে নিরাশ করেছে, তাদের মনে দুঃখ দিয়েছে।

উদয় কিশোরকে আমার চাই। আজ রাত্রেই। আমি জানতে চাই এই টাকা কে চুরি করলো? কিশোর কে এইটে আমাদের জানতে হবে। কিশোর কী পুলিশের লোক না সত্যিই প্রতারক ?

কিশোর পুলিসের লোক ? তুমি বলছো কী মালা ?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় পুলিশ আমাদের স্মাগলিং-এর খবর জানতে পেরেছে। আর কিশোর যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করে এই এটাচী কেসটি আন্দামানে বয়ে এনেছে। তারপর সুটকেস থেকে টাকা খুলে নিয়েছে। উদ্দেশ্য আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে। জানবার চেষ্টা করবে এই স্মাগলিং দলের সর্দার কে ? না, কিশোর পুলিশের কাছে সব কথা খুলে বলবার আগে ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। আজ রাত্রেই ওকে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তারপর জিজ্ঞেস করবো ও কোন দলের — পুলিশের...না কিশোর আমাদের মতোই স্মাগলার।

মালার কথা শুনে উদয়চাঁদ চিন্তিত হলেন। আবার তার মহেন্দ্রনাথ এবং অতুলের কথা মনে হলো। তার মনে হলো : কিশোর হলো মহেন্দ্রনাথ এবং অতুলের লোক। উদয়চাঁদকে ফরেইন এক্সচেঞ্জ স্মাগলিং-এর ব্যাপারে ধরবার জন্যে ওরা দুজনে এই নাটকের বন্দোবস্ত করেছে। বিপদ ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে। সময়মতো জাল গুটোতে না পারলে উদয়চাঁদ বিপদে পড়বেন। আর জাল গুটোবার মানে হলো: অতুল মাস্ট গো ব্যাক টু দিল্লী। যদি অতুল দিল্লী ফিরে না যায় তাহলে উদয়চাঁদ মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের মুখোশ খুলে দেবেন! আর মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের রহস্যকে জানবার জন্যেই মালার সাহায্য নিতে হবে। তাহলে কী তিনি মালাকে সব কথা খুলে বলবেন ?

উদয়চাঁদকে চুপ করে থাকতে দেখে মালা জিজ্ঞেস করলো : কী ভাবছ ?

তুমি ঠিক বলেছ। কিশোর পুলিশের লোক। মহেন্দ্রনাথের শাগরেদ। আমি স্মাগলিং এর কাজ করছি একথা প্রমাণ করবার জন্যে একজন সাক্ষীর দরকার। কিশোর হলো সেই সাক্ষী। শোনো মালা, আমাদের হাতে সময় নেই। সময় থাকতে কাজ না করলে আমরা বিপদে পড়বো। তুমি আর আমি...হাজার হোক তুমি আমার বিজনেস পার্টনার। আমরা দুজনে একই সুতোয় গাঁথা।

মহেন্দ্রনাথ কে ? মালা চুপ করে উদয়চাঁদের কথাগুলো শুনছিলো।

উদয়চাঁদ ম্লান হাসলো। তারপর বললো : মহেন্দ্রনাথ হলেন টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার —— আমার কর্তা। ওর কথাই তোমাকে বলছিলুম। উনি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন...উদ্দেশ্য যেন কেউ বলতে না পারে যে স্মাগলিং দলের সর্দার হলেন মহেন্দ্রনাথ। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কারণ আমি ওর জীবনের এক রহস্য জানি যার আভাস যদি অতুল কিংবা পুলিশের কর্তারা পান তাহলে এই তদন্ত বন্ধ হবে।

কী সেই রহস্য ? মালা তার মেয়েলী অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করলো।

মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন আছে। আর তার সেই অতীত জীবনের নাম হলো দুর্গাপ্রসাদ। মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি।

উদয়চাঁদের কথা শুনে মালা অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো। উদয়চাঁদের কথা যেন সে বিশ্বাস করতে পারলো না।

কী হলো ? উদয়চাঁদ মালার মনের বিস্ময়ের কারণ বুঝে উঠতে পারলেন না।

কী হলো ! মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে তুমি অবাক হয়েছ..

হ্যাঁ উদয়, দুর্গাপ্রসাদ নামটি আমার কাছে পরিচিত। এই নামটি আমার বোনের কাছে শুনেছিলুম

তোমাব বোন ! তোমাব বোনের সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদের কী সম্পর্ক ?

মালা জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তাব মুখ দেখে উদয়চাঁদের মনে হলো যে মালা অতীতের স্মৃতি বোমন্থন করছে। মালা কী তাহলে দুর্গাপ্রসাদকে চেনে ? কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকবার পব মালা মৃদুকণ্ঠে বললো : উদয়, আমি কোনদিন নাইট ক্লাবেব ক্যাবারে ড্যান্সার ছিলুম না। আর স্মাগলার হবার কল্পনা আমি কোনদিন করিনি। আজ নিজের জীবনকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে নর্তকীব জীবিকা অবলম্বন করতে হয়েছে।

আমি যে পরিবারের মেয়ে সেই পবিবারের অনেকেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে আমার ভাই বোনেরা জেল খেটেছেন। আমার বোন মাধবী সেন ছিলেন এক বিপ্লবী দলের কর্মী। একদিন নিজেকে পুলিশ এবং তার পার্টির কমরেডদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাব বোন আত্মহত্যা করেন। সেদিন তিনি আত্মহত্যা না কবলে বাজারে, পার্টিব কমরেডদেব কাছে গুজব রটতো যে আমার বোন ছিলেন পুলিশ স্পাই। আমার বোনের আত্মহত্যার প্রধান কারণ ছিলো দুর্গাপ্রসাদ বলে এক ব্যক্তি। কারণ দুর্গাপ্রসাদ আমার বোনেব সঙ্গে প্রেম করবার ভান করে পার্টির কতোগুলো গুপ্ত খবব পুলিশের কাছে বিক্রি করেছিলো। কিন্তু পার্টিব কমরেডরা আসল কথা জানতে পাবলেন না যে আমাব বোন নির্দোষ। বাজারের দুর্নামের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সেদিন আমাব বোন আত্মহত্যা করে। কিন্তু পুলিশ দুর্গাপ্রসাদকে খুনী বলে গ্রেপ্তার করে এবং আন্দামানে তার যাবজ্জীবন কাবাদন্ডহয়। পার্টিব কমবেডদের কাছে দুর্গাপ্রসাদ হলেন হিবো, কারণ সবাই ভাবলো যে দুর্গাপ্রসাদ এব পুলিশ স্পাইকে খুন কবেছে..

উদয়চাঁদ মালাব কথাগুলো বিশ্বাস কবতে পারলো না। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজ সরকারের ইনফবমাব। আব নিজেব পবিচযকে গোপন কববাব জন্যে দুর্গাপ্রসাদ আন্দামানে এসে ছদ্মনামে বসবাস করছিলো।

উত্তেজিত হয়ে উদয়চাঁদ ঘবের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি যেন অন্ধকারে আলোব সন্ধান পেয়েছেন। ট্রেইটাব .বিশ্বাসঘাতক মহেন্দ্রনাথ আজ স্বাধীন ভারতে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু কেউ তাব আসল পবিচয জানে না। যাবা জানতো তাদেব মহেন্দ্রনাথ একে একে খুন কবেছেন প্রথমে গেলো ব্রজমাধব .হাঁা, এবার তাব মনে পড়লো যে মৃত্যুর আগে ব্রজমাধব বলেছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ আব দুর্গাপ্রসাদ . কথাটি ব্রজমাধব শেষ করতে পারেন নি। হযতো উনি বলতে চেযেছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি। তারপরে ব্রজমাধবেব মেয়ে কোথায় উধাও হযে গেলো হয়তো মহেন্দ্রনাথ এই মেয়েকে নিকোবর দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আব তাকে নিকোবর দ্বীপে লুকিয়ে রাখার প্রধান কারণ হলো যেন ব্রজমাধবের মেয়ে কখনও কারু কাছে মহেন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় দিতে না পারে. ..কিন্তু মেয়েটির এক সন্তান হয়েছিলো। কাব সন্তান? মহেন্দ্রনাথের! জারজ সন্তান। হযতো মেয়েটি লজ্জায সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলো। ছেলেটি কোথায় পালিয়ে গেলো? তারাপদ! কিন্তু তারাপদ যে মহেন্দ্রনাথের জারজ সন্তান তার প্রমাণ কৈ? না মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করতে হলে বা সমাজের কাছে, সরকারের কাছে যদি তার মুখোশ খুলে দিতে হয় তবে আবো নির্ভরশীল প্রমাণ সংগ্রহ কবতে হবে।

হ্যাঁ, মহেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় রামকুমার জানতেন। তাই সেদিন রামকুমার উত্তেজিত গলায় বার বার মহেন্দ্রনাথকে দুর্গাপ্রসাদ বলে সম্বোধন করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে রামকুমার আর এক মুহূর্ত জীবিত থাকলে তার সন্তান অতুল বাবার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারবে। মহেন্দ্রনাথ তার ছেলে এবং সমাজের কাছ থেকে অতীত জীবনের কলঙ্ক লুকিয়ে রাখতে চান। তাই রামকুমারকে হত্যা করবার প্রয়োজন হয়েছিলো।

এমনি করে যারা মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন জানতেন তাদের সবাইকে খুন করা হয়েছে। মালা যদি দুর্গাপ্রসাদের কাহিনী বলে তাহলে তারও জীবন বিপন্ন হবে।

মহেন্দ্রনাথ কী মালার অস্তিত্বের খবর জানে? সে কী জানে যে তার প্রাক্তন কমরেডের এক বোন, যার সঙ্গে সে প্রবঞ্চনা করেছিলো এবং যার আত্মহত্যার জন্যে সে দায়ী, আজও বেঁচে আছে? হয়তো আজ এই এটাচী কেসের ভেতর থেকে বিদেশী মুদ্রা চুরি করে নেবার পেছনে মহেন্দ্রনাথ --- অতুলের হাত আছে। হয়তো কিশোর ভীমানি অতুলের স্পাই। যেচে মালার সঙ্গে আলাপ করেছে শুধু মালাকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে। আর মালাকে ফাঁদে আটকালে উদয়চাঁদও বিপদে পড়বেন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে উদয়চাঁদের মাথা গরম হয়ে উঠলো। কী করবেন তিনি? মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ যে একই ব্যক্তি একথা তাকে প্রমাণ করতে হবে। শুধু তাই নয় দুর্গাপ্রসাদ যে তার রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন একথা প্রমাণ করতে হবে। শুধু মালার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ব্রজমাধব এবং রামকুমারও জীবিত নেই.. প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মালা উদয়চাঁদকে উত্তেজিত হয়ে হাঁটতে দেখে বিস্মিত হলো। কী ভাবছে উদয়চাঁদ?

কী ভাবছো? মালার ছোট প্রশ্নে কৌতূহলের সুর ছিলো।

মালা, আমরা সাপ নিয়ে খেলা করছি। যদি আমাদের এই খেলায় কোন ভুলত্রুটি হয় তাহলে সবাই মারা পড়বো। আমরা যদি ওর বিরুদ্ধে এবং দুর্গাপ্রসাদের অতীত জীবন কাহিনীর কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। আমরা ওকে হাতের মুঠোয় পাবো -- উদয়চাঁদ উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বললো।

প্রমাণ? মালা কী জানি ভাবলো। তারপরে বললো: দুর্গাপ্রসাদ যে ইংরেজ সরকারের স্পাই ছিলো এ কাহিনী নিশ্চয় পুলিশের খাতায় লেখা আছে।

মালার জবাব শুনে উদয়চাঁদ প্রথমে খানিকটা চমকে উঠলেন। তারপরে ম্লান হেসে বললো: হয়তো এ প্রমাণ পুলিশের ডায়েরীতে লেখা ছিলো। কিন্তু মনে রেখো ১৯৪৭ সালে ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাবার সময় সমস্ত প্রমাণ আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবন, তার কলঙ্ক ইংরেজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেছে .। আবার চিন্তা করতে বসলেন উদয়চাঁদ। তার মনে হলো তিনি মহেন্দ্রনাথকে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন। শুধু একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। শোন মালা, আমার মনে হয় এই দ্বীপে নিশ্চয় আরো কিছু লোক জীবিত আছেন যাঁরা মহেন্দ্রনাথের আসল পরিচয় জানেন। কিছুদিন আগে আমি একটি উড়ো খবর পেয়েছিলুম যে ব্রজমাধবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। তার নাম ছিলমোটা গণেশ। আমাদের এই গণেশকে খুঁজে বার করতে হবে। হয়তো গণেশ আমাদের বলতে পারবে মহেন্দ্রনাথ কেন তাঁর নাম পাল্টে ছিলেন। শুধু তাই নয়। আমি খবর পেয়েছি যে আজ অতুলের সঙ্গে রামকুমারের মেয়ে এই দ্বীপে এসেছে। অতুল তাকে

কেন এই দ্বীপে নিয়ে এসেছে জানি। যদি রামকুমারের কাছে মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকে তাহলে সেই প্রমাণকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে। আমাদের রামকুমারের মেয়েকে হাত করতে হবে। আর তার কাছ থেকে রামকুমারের কাগজ এবং ডায়েরী যোগাড় করতে হবে। না মেয়েটিকে চুরি করতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না...ওকে আমি আমাদের ছোট দ্বীপে লুকিয়ে বাখবো। কেউ এমনকি মহেন্দ্রনাথও ওর কোন খোঁজ পাবেন না।

আর একজন লোককে আমাদের দলের মধ্যে টানতে হবে। এই লোকটির নাম হবে কিশোর ভীমানি। আমি জানতে চাই কিশোর ভীমানি কে এবং কী তার পরিচয়? কেন সে এই দ্বীপে এসেছে? অতুলের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? সে কী অতুলের স্পাই?

কিশোর ভীমানি? না, ওর জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না উদয়। লোকটি আমার প্রেমে ডগমগ হয়ে আছে। পুরুষদের পেট থেকে কথা বার করতে কোন কষ্ট হয় না। আমি সহজেই ওকে বশ করতে পারবো। কিন্তু আমি ভাবছি মোটা গণেশের খোঁজ পাবো কী করে?

আবার ভাবতে শুরু করলেন উদয়চাঁদ। মোটা গণেশ কী আজো বেঁচে আছে? হয়তো মহেন্দ্রনাথ টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন...

হঠাৎ তাঁব তারাপদর কথা মনে হলো। তিনি তারাপদকে তাঁর দলের ভেতর টানবার চেষ্টা করবেন। আজ যদি তারাপদকে হাত করা যায় তাহলে কোন চিন্তা করতে হবে না। আজ তাঁর এই ব্ল্যাকমেলের খেলার তুরুপ হলো তারাপদ। যদি তারাপদ তাঁব বিরোধিতা করে তাহলে তাঁর এবং মালার জীবন বিপন্ন হবে। যেমন করে হোক তারাপদকে হাত করা চাই। তাকে খুলে বলতে হবে যে মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের সঙ্গে তার জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! সেই সম্পর্ক কী উদয়চাঁদ জানতে চান...।

উদয়চাঁদের মুখে হাসির রেখা দেখা দিলো। বললো: তুমি চিন্তা করো না মালা। আমরা দু একদিনের মধ্যে মোটা গণেশকে খুঁজে বাব করবো। আর শুধু মোটা গণেশকে নয় --- রামকুমারেব মেয়ে এবং কিশোরকে আটক করতে হবে। আজ ওরা আমাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আব একটা লোককে আমার দরকার --- উদয়চাঁদ তারাপদব নাম উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে চুপ করে গেলেন। শুধু বললেন: যদি আমরা ঠিকমতো জাল গুটোতে পারি তাহলে আমাদেব আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। মহেন্দ্রনাথের কাছে দুটো পথ খোলা থাকবে। হয় সে অতুলকে দিল্লীতে ফেবত পাঠাক, স্মাগলিং-এর তদন্ত বন্ধ করুক। অথবা ওর আন্দামানের সমস্ত ব্যবসা আমার নামে লিখে দিক নতুবা আমরা সমাজের কাছে প্রকাশ করবো মহেন্দ্রনাথ কে এবং কী তাঁর পরিচয় ---

তোমার নামে সম্পত্তি লিখে দেবে? কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে মালা প্রশ্ন করলো। তোমার এই বাঘবন্দীর খেলায় আমার হিস্যে কতো?

আহা চটছো কেন মালা। তুমি আর আমির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি আমি টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মালিক হই তাহলে তুমি হবে আমার জুনিয়ার পার্টনার...

শুধু বিজনেস পার্টনার — মালা বেশ কিছুটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলো।

না শুধু বিজনেস পার্টনার নয়, তুমি হবে বেড পার্টনার...

মালা হাসলো। কিন্তু উদয়চাঁদকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলো না। কারণ উদয়চাঁদের হাসি দেখে তার মনে হলো শয়তান হাসছে। উদয়চাঁদ ধূর্ত শেয়াল একথা মালা জানে...

থানায় এসে অতুল শুনতে পেলো যে জ্যাকসনকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টম পিটার্স বললো: কিছুক্ষণ আগে আমরা এক ইনফর্মারের কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে কয়েকজন লোক একটা গাড়ি করে জ্যাকসনকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে। আমরা ওর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলুম। ওরা বললো: জ্যাকসনকে পুলিশ জেরা করার জন্যে থানায় নিয়ে গেছে।

পুলিশ! অতুল কিছুটা রাগ কিছুটা বিস্ময়ের কণ্ঠে ছোট প্রশ্ন করলো।

মিথ্যে কথা স্যার। পুলিশ জ্যাকসনের বাড়িতে যায় নি। আমার মনে হয় যারা রামকুমারকে খুন করেছে তারাই পুলিশের নাম করে জ্যাকসনকে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে। ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জ্যাকসন যেন মুখ না খোলে।

অতুল যেন টম পিটার্সের কথার ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলো। রামকুমারের খুনী জ্যাকসনকে মুখ বন্ধ করাতে চায় কেন? কারণ জ্যাকসন হয়তো জানে রামকুমারের হত্যার পেছনে কার হাত আছে। এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের আর একটা কথা মনে হলো: তার বাবা মহেন্দ্রনাথ জ্যাকসনকে জামিনে মুক্তি দেবার জন্যে কেন চীফ কমিশনারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন? জ্যাকসনকে জামিনে বের করে নিয়ে আসার পেছনে কী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিলো! আর সেই উদ্দেশ্য হলো জ্যাকসনকে গুম করা এবং পরে তাকে খুন করে তার মুখ বন্ধ করা। তাহলে মহেন্দ্রনাথের এই গোপন ষড়যন্ত্রের পেছনে হাত আছে!

মহেন্দ্রনাথ জানেন যে রামকুমার কে এবং কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে। আজ অতুলের কাছে তার বাবার হাবভাব কথাবার্তা সবই সন্দেহজনক বলে মনে হলো। মহেন্দ্রনাথ তাকে বার বার স্মাগলিং-এর কাজ-কারবার বন্ধ করে দিল্লীতে ফিরে যেতে বলছেন কেন? মহেন্দ্রনাথ স্মাগলিং এর তদন্ত বন্ধ করতে চান কেন? তাহলে কী মহেন্দ্রনাথ স্মাগলিং-এর কাজ-কারবারের সঙ্গে জড়িত আছেন? খুব সম্ভবত। অতুল আজ তার বাবাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। পুলিশের তদন্তে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই।

অতুলের মা'র কথা মনে হলো। তার মা কী জানেন যে তার স্বামী হলেন স্মাগলার। হয়তো না --- কারণ তিনি অধিকাংশ সময় পুজো-আর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

টম পিটার্সের কথায় অতুলের চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো।

আমি আন্দামানের সমস্ত মোবাইল পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছি। যদি সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় তাহলে যেন অবিলম্বে আমাদের খবর দেয়।

বেশীক্ষণ দেরি করতে হলো না। আন্দামানের এক নির্জন প্রান্ত থেকে পুলিশের ওয়ারলেস জীপ খবর দিলো যে তারা দুটো কালো গাড়ি রুটল্যান্ড পয়েন্টের দিকে যেতে দেখেছে। গাড়ি দুটো লুকিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ ওরা গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ওদের পেছু নেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রুটল্যান্ড পয়েন্ট: হঠাৎ অতুলের বাতাসীর কথা মনে পড়লো। বাতাসী তাকে বলেছিলো যে রুটল্যান্ড পয়েন্টের কাছেই আর একটা ছোট দ্বীপ আছে ওখানে গভীর রাত্রে জেলে ডিঙি করে ভূত

আসে। ভূত নয়, ওরা আসলে হলো স্মাগলার। নিশ্চ য় স্মাগলারের দল জ্যাকসনকে নিয়ে ঐ দ্বীপে যাচ্ছে।

অতুল এবার দেয়ালে টাঙানো একটি বড়ো ম্যাপের কাছে এগিয়ে গেলো।

টম, রুটল্যান্ড পয়েন্ট কোথায় বলতে পারো?

টম, পিটার্স আঙুল দিয়ে রুটল্যান্ড পয়েন্ট দেখালো।

এই ছোট দ্বীপ ডাঙা থেকে কতোদূর? অতুল একটি ছোট দ্বীপকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো:

সিকি মাইল হবে না। সাঁতরে যাওয়া যায়।

তুমি গিয়েছ কখনও ওখানে? অতুলের প্রশ্ন শুনে টম পিটার্স বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো। অতুল এই ধরনের প্রশ্ন করছে কেন?

নিশ্চ য়! ওখানে তো টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মস্ত বড়ো গুদামঘর আছে। আপনার বাবা ওখানে মালপত্র মজুত রাখেন...। আর একটা কথা স্যার...

টম পিটার্স তার কথা শেষ না করে অতুলের মুখের দিকে তাকালো। কী বলতে চায় টম?

কী কথা টম? অতুল জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

কিছুদিন আগে বাজারে একটা গুজব শুনেছিলুম যে কতোগুলো লোক ঐ দ্বীপে গমের চাষের নাম করে বেআইনীভাবে আফিঙের চাষ করছে। আমরা এই গুজব সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার জন্যে তদন্ত শুরু করেছিলুম। আপনার বাবাকেও প্রশ্ন করেছিলুম। উনি হেসে আমাদের কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন: টম, ঐ ছোট দ্বীপে যারা থাকে তারা সবাই আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী। ওরা বেআইনী কোন কাজ করবে না। আর তুমি তো জানো, আমি হলুম সরকারের লোক। আমি কী

না, না আপনি কেন বেআইনী কাজ করবেন?

আমার জবাব শুনে আপনার বাবা আশ্বস্ত হয়ে ছিলেন। আমরা কী স্যার আপনার বাবাকে অবিশ্বাস করতে পারি! তবে একটা কথা বলবো স্যার। আপনার বাবার কতোগুলো কর্মচরী আছেন ওদের স্বভাব চরিত্র ভালো নয়।

ওদের নাম কী? অতুল কর্মচারীদের নাম জানবার চেষ্টা করলো।

উদয়চাঁদ! উনি স্যার, আপনার বাবার কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, জুনিয়র পার্টনার। আসলে আইন ব্যবসায়ী। উদয়চাঁদ দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দামানে আছেন। এই দ্বীপের অনেক কিছু রহস্য জানেন। পুরোনো দু'চারজন জেল কয়েদীও ওঁর সঙ্গে কাজ করছে...

জেল কয়েদী? অতুল জেল কয়েদীর নাম শুনে চমকে উঠলো।

হ্যাঁ স্যার, একটি কয়েদীর নাম হলো তারাপদ। লোক খুন করে তারাপদ একবার জেলে গিয়েছিলো। কিন্তু উদয়চাঁদ আইনের ফাঁক ধরে ওকে জেলখানা থেকে বের করে আনেন।

মিথ্যে কথা টম। আমি তারাপদকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি। তারাপদ খুনী নয় --- হয়তো বেশ উত্তেজিত হয়ে অতুল কথাগুলো বলেছিলো। কারণ সে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে তার কর্কশ কণ্ঠ শুনে টম পিটার্সের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অতুল তার ভুল বুঝতে পারলো। ধমকের সুরে কথা বলা তার উচিত হয় নি।

আমি দুঃখিত টম। আমার চাইতে তুমি এ দ্বীপের খবর অনেক বেশী রাখো। আমি তারাপদকে কতোটুকু চিনি ? শুধু ছেলেবেলায় যখন আন্দামানে আসতুম তখন দু চারবার তারাপদর সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করেছি।

কথা বলতে বলতে অতুল থেমে গেলো তারপর জিজ্ঞেস করলো উদয়চাঁদ এবং তারাপদর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কোন প্রমাণ আছে?

প্রমাণ যোগাড় করবার সুযোগ পেলুম কৈ? আপনার বাবার কাছে একথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি হেসে বললেন তোমার বুদ্ধি ভ্রম হয়েছে টম। উদয়চাঁদ আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী আর তারাপদ হলো আমার ডান হাত। ওদের কাজকর্মের, চরিত্রের গ্যারান্টর হলুম আমি। আপনার বাবার কাছ থেকে এ আশ্বাস পাবার পর আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আর তদন্ত করিনি। তবে আপনাকে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আজকাল উদয়চাঁদ কলকাতার মেয়েছেলেদের নিয়ে বড্ডো বেশী মাখা-মাখি করছেন। প্রায়ই ওঁর কাছে কলকাতা থেকে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা আসে । অতুল হাসলো। কারণ আজই সে কলকাতার ক্যাবারে ড্যান্সার মালাকে আন্দামানে আসতে দেখেছে। আর টম পিটার্স এবং অতুল জানে মালা কী জন্যে এবং কার কাছে এসেছে। উদয়চাঁদের কাছে এসেছে। অতুলের মনে হলো রহস্যের অন্ধকার যেন ক্রমেই দূর হচ্ছে।

অতুল এবং টম পিটার্সের আলোচনায় বাধা পড়লো। ওয়ারলেস জীপ থেকে খবর পাওয়া গেলো যে কালো গাড়ি রুটল্যাণ্ড পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অতুল আর দেরি করলো না। টম পিটার্স এবং কয়েকজন আর্মড কনস্টেবল নিয়ে জীপে করে রুটল্যান্ড পয়েন্টের দিকে রওনা দিলো।

অন্ধকার সমুদ্রের রাস্তা। দূর থেকে আসছে ঢেউ এর গর্জন পুলিশের দুটো জীপ গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে। অতুলের মনে হাজার চিন্তা এসে জড়ো হয়েছিলো। মনে হলো যেন তার হিসেবের গরমিল হয়ে যাচ্ছে। স্মাগলিং এর তদন্ত শুরু করবার আগে সে কখনও কল্পনা করে নি তারই অতি নিকট, অতি প্রিয় কাউকে এই নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িত দেখবে। তাই সে পুরো উৎসাহ নিয়ে এ কাজ করতে শুরু করছিলো। কিন্তু ঘটনার আবর্তে পড়ে আজ সে বিভ্রান্ত হয়েছে। কী করবে সে? আজ কী সে নিরাশ হয়ে দিল্লীতে ফিরে যাবে? কর্তাদের কাছে গিয়ে তার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করবে? অসম্ভব। কখনই সে শূন্য হাতে দিল্লীতে ফিরে যেতে পারে না। তার কর্তব্য, তার দায়িত্ব সুসম্পন্ন তাকে করতেই হবে। আজ তাকে দেশের এবং দশের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে স্বাধীন ভারতে প্রথম এবং সর্বপ্রধান জিনিস হলো চরিত্র। যে জাতির চরিত্র নেই সে জাতি বাঁচতে পারে না। পুলিশ কর্মচারী হিসেবে তার প্রধান কাজ হলো দোষীর বিচার করা। দোষী যদি তার অতি নিকটতম আত্মীয় হয় তাহলে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সে কুণ্ঠা বোধ করবে না। আইনের ন্যায়-বিচার করবার দায়িত্ব সরকার তাকে দিয়েছেন। এ কাজ করতে সে কখনও পিছিয়ে যেতে পারে না। কখনও পরাজয় স্বীকার করতে পারে না।

অতুল ভাবলো কেন সে এতো দুশ্চিন্তা করছে। অতুল মনে মনে হাসলো। তার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হলো যে মহেন্দ্রনাথ, টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর কর্ণধার, যিনি অতুলের অতি

নিকটতম আত্মীয়, তার বাবা সেই মহেন্দ্রনাথের চরিত্র আজ তার কাছে যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার বাবা মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলার। না, না অসম্ভব। অতুল কখনই তার বাবাকে স্মাগলার বলে কল্পনা করতে পারে না। অতুল ভুল কল্পনা করছে। আসল স্মাগলার হলো তার দুই কর্মচারী উদয়চাঁদ এবং তারাপদ। তাহলে মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলিং দলের সর্দার? এ কী কখনও সম্ভব? এতোদিন সে তার বাবাকে সম্মান করেছে, শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু আজ তার সমস্ত স্বপ্ন চিন্তাধারা চূর্ণ—বিচূর্ণ হয়ে গেলো। আবার ভাবলো তার বাবা হলেন স্মাগলার...না, না স্মাগলার নন। তিনি স্মাগলারদের সর্দার। আর প্রকৃতির এমনি পরিহাস, আজ ছেলে তার বাবাকে সন্দেহ করছে, তাকে আইনের কাঠগড়ায় স্মাগলার আসামী বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে।

এ কাজ যতোই অপ্রিয় হোক, একাজ তাকে করতে হবে।

হঠাৎ টম পিটার্সের কথায় তার চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো।

স্যার গাড়ি দুটো দেখতে পাচ্ছেন... সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কারু জন্যে অপেক্ষা করছে...ঐ দেখুন স্যার, ডাঙার দিকে একটা স্পীড বোট এগিয়ে আসছে। আমার মনে হয় ওরা জ্যাকসনকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

সামনের গাড়ি দুটোর আলো যেন আরো স্পষ্ট উজ্জ্বল হলো। অতুল সমুদ্রের দিকে তাকালো। দেখতে পেলো একটা স্পীড বোটের আলো ডাঙার দিকে এগিয়ে আসছে।

টম, স্পীড বোটকে বাধা দিতে হবে। তুমি একটা কাজ করো। ওয়ারলেসে খবর পাঠাও। রুটল্যান্ড পয়েন্টে যেন অতি অবশ্য কিছু স্পীড বোট পেট্রোল পাঠান হয়। আমরা ঐ স্পীড বোট ধরবার চেষ্টা করবো।

অতুল এবার সামনের গাড়ি দুটোর দিকে তাকালো। চার-পাঁচজন লোক একটি লোককে ধরে নিয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে...। যাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেই লোকেটি যে জ্যাকসন, একথা বুঝতে অতুলের কোন অসুবিধে হলো না। ওরা জ্যাকসনকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। ওদের বাধা দিতে হবে।

অতুল পুলিশ জীপ থেকে নেমে একটি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চীৎকার করে বললো তোমরা পালাবার চেষ্টা করো না। তাহলে বিপদে পড়বে।

লোকগুলো থমকে দাঁড়ালো। চাঁদের খানিকটা আলো-আবছায়ায় অতুল যেন লোকগুলোকে ভালো করে দেখতে পারলো না। এদের মধ্যে একটা লোক তার কাছে খুবই পরিচিত।

সে হলো তারাপদ।

অতুল থমকে দাঁড়ালো।

তাহলে তার কল্পনা, অনুমান মিথ্যে নয়।

তারাপদ স্মাগলার...আর তারাপদ হলো তার বাবার অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী...অনুগত শাগরেদ। বাজারের গুজব তাহলে সত্যি। মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলারদের সর্দার।

একথা বিশ্বাস করতে অতুলের মন চাইলো না। ভাবলো হয়তো পুরো তদন্ত করলে সে তার ভুল বুঝতে পারবে।

টম পির্টাস কানে কানে অস্ফুট সুরে বললো : লোকটাকে চিনতে পারছেন? তারাপদ। এর কথাই আপনাকে বলেছিলুম। মার্ডারার এবং স্মাগলার।

অতুল আবার মাইক্রোফোনের সাহায্যে জোরে চীৎকার করে বললো : পালিয়ে যাবার চেষ্টা করো না। তাহলে আমরা গুলি করবো।

কিন্তু তারাপদর দল অতুলের সর্তকবাণীতে কান দিলো না। বরং সমুদ্রের দিকে দৌড়ুতে লাগলো। অতুলও সময় নষ্ট করলো না। তারাপদর দলের পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগলো।

বিরাট সমুদ্র, নির্জন প্রান্ত। দূর থেকে জলের শব্দ আর স্পীড বোটের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। অতুল এবং তার দল বেশ খানিকটা পথ তারাপদর দলের পেছনে দৌড়ুল। কিন্তু দলের কাউকে ধরতে পারলো না। কারণ স্পীড বোট ততোক্ষণে ডাঙার কাছে দাঁড়িয়েছিলো ! তারাপদর সাঙ্গোপাঙ্গোরা স্পীড বোটে গিয়ে উঠলো। অতুল দেখতে পেলো তারাপদ জ্যাকসনের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আর দেরি করবেন না স্যার। দেরি করলে আমাদের পস্তাতে হবে। যা কিছু করবার একটা করুন। ওরা এক্ষুনি জ্যাকসনকে নিয়ে স্পীড বোটে উঠবে...বেশ ব্যস্ত হয়ে টম পির্টাস বললো।

অতুল একবার চারিদিকে তাকালো। টম পির্টাসের অনুমান মিথ্যে নয়। তারাপদর স্পীড বোটের ইঞ্জিনের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওরা তারাপদ এবং জ্যাকসনের জন্যে দেরি করছে।

তারাপদ, তুমি পালাবার চেষ্টা কবো না। যদি পালাতে চেষ্টা করো তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে গুলি করতে হবে...

তারাপদ একবার অতুলের দিকে তাকালো। তারপর জ্যাকসনের মুখটাকে চেপে ধবে স্পীড বোটের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। অতুলও বুঝতে পারলো যে তারাপদ তার কথা শুনবে না.. সে এবার বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে শুরু করলো।

দুটো গুলি তারাপদর গায়ের পাশ দিয়ে চলে গেলো। তৃতীয়বার যেই অতুল রিভলবার তুলে তারাপদর দিকে গুলি ছুঁড়লো অমনি তারাপদ জ্যাসকনকে ঠিক তার সামনে এনে দাঁড় করালো। গুলিটা তারাপদর গায়ে লাগলো না। লাগলো জ্যাকসনের গায়ে। পর পর দুটো গুলি। জ্যাকসন মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

তারাপদ দেরি করলো না। সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুধু জলে ঝাঁপ দেবার আগে চীৎকার করে বললো : জ্যাকসনকে খুন করেছ তুমি, আমি নই ---

জ্যাকসনের গায়ে গুলি লাগা এবং তার দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতুল বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘটনার এই পরিণতি সে কখনও কল্পনা করে নি। তারই গুলিতে জ্যাকসনের যে মৃত্যু হবে একথা অতুল কখনও ভাবে নি। আজ আইনের চোখে খুনী কে ? অতুল না তারাপদ ?

অতুল তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারাপদর স্পীড বোট দূরে চলে গেছে। জ্যাকসনের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে।

অতুল জ্যাকসনের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে শহরে চলে এলো। আজ তার বাবার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। স্পষ্ট, খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে হবে --- এ দ্বীপের

আসল স্মাগলার কে ? উদয়চাঁদ, তারাপদ না স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ। আর মহেন্দ্রনাথ যদি নিজে স্মাগলার না হন, তাহলে উনি উদয়চাঁদ এবং তারাপদর মতো দুই শয়তানকে পয়সা দিয়ে পুষছেন কেন ? তারাপদ শুধু স্মাগলার নয়, সে খুনী। তার প্রমাণ সে আজ পেয়েছে। আর উদয়চাঁদ যে স্মাগলার এ অভিযোগ প্রমাণ করতে তার অসুবিধে হবে না। কারণ কিশোর ভীমানি যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে যে উদয়চাঁদের বান্ধবী মালা তার মাবফত বিদেশী মুদ্রা পাচার করবার চেষ্টা করছিলো তাহলে উদয়চাঁদের সাজা হবে।

আর মহেন্দ্রনাথ যদি নিজে স্মাগলার হন তাহলে অতুল কী করবে ? তারও বিচার করতে হবে। আইনের চোখে বাবা, মা, ছেলে, বউ বলে কেউ নেই। সব সমান। একই নিক্তিতে সবার সমান বিচার করতে হবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অতুলের মাথা গরম হয়ে উঠলো।

হঠাৎ টম পিটার্সের ডাকে তার চিন্তার রেশ ভাঙলো।

আমার মনে হয় এ দ্বীপে পুলিশ বাহিনী নিয়ে হানা দিলে আমরা তারাপদকে ধরতে পারবো।

অতুল মৃদু হাসলো, বললো : তুমি প্রমাণ করতে পারবে না যে তারাপদ জ্যাকসনকে গুলী করেছে। বরং তারাপদ উল্টো বলবে যে আমার গুলীতে জ্যাকসনের মৃত্যু হয়েছে। ওকে ধরবার জন্যে আমাদের আরো প্রমাণ চাই... । আর সে প্রমাণ আমরা দু'একদিনের মধ্যে সংগ্রহ করবো।

কথা বলতে বলতে অতুলের ছবির কথা মনে হলো। আজ বিকেলে ছবি তার বাবার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়েছে। দেখতে চায় ঐসব কাগজের ভেতর থেকে রামকুমারের কোন শত্রুর সন্ধান এবং মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কি না? অতুল ছবিকে কথা দিয়েছিলো যে সন্ধ্যার সময় সে ছবির সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। কিন্তু আজকের সমস্ত ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে গেল যে অতুল ছবির সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পায় নি।

অতুল যাবার আগে টম পিটার্সকে বললো : আমাদের আরো দুজন লোকের উপর নজর রাখতে হবে। কিশোর ভীমানি এবং মালা। কিশোর ভীমানি ভীরু, কাপুরুষ। হয়তো উদয়চাঁদ ওর মুখ থেকে কথা বের করে নেবে যে ও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। তাহলে ওরা সর্তক হবে। পাখি উড়ে যাবে। আর মালার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। মেয়েটি কুহকিনী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই...ওর উপর কড়া নজর রাখলে আমরা উদয়চাঁদের কার্যকলাপের খবর পাবো...

রামকুমারের চাকর আব্দুল অতুলকে দেখে অবাক হলো। মনে হলো সে যেন ভূত দেখেছে।

সাহেব ! আপনি ? আব্দুলের কণ্ঠস্বরে ছিলো উত্তেজনার রেশ।

কেন কী হলো আব্দুল ? আমি তো বলেছিলুম যে সন্ধ্যার পরে এসে তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবো।

না সাহেব, খানিক আগে একটা লোক গাড়ি নিয়ে এলো। বললো : আপনি গাড়ি পাঠিয়েছেন --- দিদিমণিকে নিয়ে যাবার জন্যে...আপনি কাজে আটকা পড়ে গেছেন তাই আসতে পারলেন না।

অতুল এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটি আঁচ করে নিলো। উদয়চাঁদের দল ছবিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। হয়তো এই দ্বীপে ছবির উপস্থিতি বিপজ্জনক। তাহলে রামকুমারের মৃত্যুর পেছনে আরো

কোন গূঢ় রহস্য আছে। কিন্তু সেই রহস্য কী করে অতুল জানতে পারবে. .ছবি নেই...ওকে খুঁজে বার করতে হবে। জানতে হবে যে রামকুমারের পুরোনো কাগজের ভেতর কোন গোপনীয় চিঠি কিংবা ডায়েরী পাওয়া গেছে কিনা।

'আব্দুল অতুলের চিন্তাকে দূর করলো। বললো : ওরা তাহলে দিদিমণিকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

ওরা কে ? বেশ উত্তেজিত হয়ে অতুল জিজ্ঞেস করলো।

দুর্গাপ্রসাদের দল।

দুর্গাপ্রসাদ ! নামটি তার কাছে অপরিচিত নয়। সরকারী ফাইলে সে দুর্গাপ্রসাদের নাম পড়েছে কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ কে কী ধরনের কাজ করে তার কোন খবর অতুল পায় নি। আজ আব্দুলের মুখে দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনে তার আবার জানবার অপরিসীম আগ্রহ হলো : দুর্গাপ্রসাদ কে ? বার বার বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে সে দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনতে পাচ্ছে কেন ? দুর্গাপ্রসাদের জীবন রহস্য জানবার তীব্র আকাঙ্খা হলো।

দিদিমণি বাবুর একটি পুরোনো ডায়েরী খুঁজে পেয়েছিলেন। সে ডায়েরী দিদিমণি আপনাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেছেন। আর ঐ ডায়েরীতে বাবু দুর্গাপ্রসাদের নাম লিখে রেখেছিলেন।

কী লিখেছিলেন রামকুমার ? উৎকণ্ঠিত হয়ে অতুল প্রশ্ন করলো।

কী লিখেছিলেন তার পুরোটা দিদিমণি আমাকে বলেন নি। শুধু আমাকে বললেন : আব্দুল বাবার সবচাইতে বড়ো শত্রু হলো দুর্গাপ্রসাদ। উনি বাবার পার্টির কমরেড ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে দুর্গাপ্রসাদ বাবার সঙ্গে শত্রুতা বেইমানী করছেন। দুর্গাপ্রসাদ আজও জীবিত আছেন এবং এই আন্দামান দ্বীপে আছেন।

কোথায় ? অতুল তার মনের উত্তেজনাকে চাপতে পারলো না।

সে কথা দিদিমণি আমাকে বলেন নি। শুধু বললেন : আব্দুল আমরা যদি দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে বাবার মৃত্যুর কারণ আমরা জানতে পারবো।

কথা বলতে বলতে আব্দুল থেমে গেলো। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো, দিদিমণি হঠাৎ বেমক্কা আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন : আব্দুল, তুমি গণেশকে চেনো ?

গণেশ ! অতুল এর আগে কখনও এই নামটি শুনতে পায় নি। তার জানবার আকাঙ্খা হলো গণেশ কে।

হ্যাঁ, দিদিমণি বললেন : বাবা লিখেছেন যে যদি আমি গণেশকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে সমাজের কাছে দুর্গাপ্রসাদের মুখোশ খুলে দিতে পারবো। গণেশের কাছে পুলিশের একটি ডায়েরী আছে। আর সেই ডায়েরীতে দুর্গাপ্রসাদের অতীত জীবনী লেখা আছে। কারণ দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন ব্রিটিশ স্পাই, পুলিশ ইনফর্মার। তিনি অর্থের লোভে তাঁর পার্টির কমরেডদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা করেছেন। গণেশকে খুঁজে বার করতে হবে আব্দুল।

তুমি গণেশকে চেনো আব্দুল ?

অতুলের মনে হলো সে যেন অন্ধকারের ভেতর আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে। আজ তাকে দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করতে হবে। তার সমস্ত তদন্তের চাবিকাঠি হলো দুর্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদ

কে, কী ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা সে তার বন্ধুদের সঙ্গে করেছে সেই খবর তাকে বার করতে হবে। তাহলে রামকুমার কী প্রতিহিংসা নেবার জন্যে আন্দামান দ্বীপে এসেছিলো ? হয়তো দুর্গাপ্রসাদ একথা জানতে পেরে রামকুমারকে খুন করেছে।

আমি গণেশকে চিনিনে সাহেব কিন্তু আমি জানি গণেশ এই দ্বীপে কোথাও থাকতো। গণেশ ছিলো আমাদের জেলের চীফ ওয়ার্ডার ব্রজমাধবের আত্মীয়। হঠাৎ একদিন কে জানি ব্রজমাধকে মোটরগাড়িতে চাপা দিয়ে খুন করে। বেচারী ব্রজমাধবের মেয়েটি ! বাপ মারা যাবার পর পাগল হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আপনি কী জানতে চান গণেশ কোথায় থাকতো ?

হ্যাঁ, আব্দুল এ কথা আমার জানা দরকার। আমরা যদি দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে জানতে পারবো তোমার দিদিমণিকে দুর্গাপ্রসাদের দল চুরি করে নিয়ে গেছে।

আপনি তো গণেশকে খুঁজে পাবেন না সাহেব। মোটা গণেশ, আমরা ওকে মোটা গণেশ বলে ডাকতুম --- অনেকদিন আগে মারা গেছে..... । কিন্তু ওর এক আত্মীয়া বেঁচে আছে। আমাদের বাবু খুন হবার আগের দিন এই খবর জানতে পেরেছিলেন।

তুমি সেই আত্মীয়ার নাম জানো ?

হ্যাঁ, বাবু আমাকে বলেছিলেন আব্দুল বাতাসীকে খুঁজে বার করতে হবে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম : বাতাসী কে ? বাবু বললেন : আব্দুল, গণেশ মারা গেছে কিন্তু তার শালীর মেয়ে বাতাসী বেঁচে আছে। আর ঐ বাতাসীর কাছে কী আছে জানো আব্দুল। ব্রিটিশ সরকারের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের কালো বই , সিক্রেট ডকুমেন্ট। আর ঐ ডকুমেন্টে দুর্গাপ্রসাদের জীবনের সব কুকীর্তির কথা লেখা আছে। ইংরেজ চলে যাবার সময় তাদেব গোপনীয় কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু গণেশ আগুন থেকে বইটি উদ্ধার করে নিজের কাছে রেখে দেয়। আমি জানি আব্দুল, যদি আমরা বাতাসীর কাছে গিয়ে খোঁজ করি তাহলে নিশ্চয় ঐ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের --- দুর্গাপ্রসাদের জীবনের পুরোনো খাতা খুঁজে বার করতে পারবো।

বাতাসী।

আব্দুলের মুখে বাতাসীর নাম শুনে অতুল চমকে উঠলো। এক দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে যেন লাগলো তার মুখে। বাতাসী সেই পাগলী দুরন্ত মেয়ে যে সমুদ্রের জল থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়ায়, যার দুরন্ত বন্যরূপ --- অতুলের মনে আলোড়ন সঞ্চার করেছে। যার কালো কাজল চোখ তার মনে সৃষ্টি করেছে পুরুষের মনের চিরন্তন প্রশ্ন, নারী কে ? কী তার রূপ ? সে কী পাগলা দুরন্ত হাওয়া---আসে যায়, তবু ধরা দেয় না ! সেই বাতাসীর কাছে একটি কাগজে গোপন রহস্য লুকোনো আছে। আর এই খবর তার কাছে অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান।

অতুল দেরি করলো না। বাতাসীর সঙ্গে তার এক্ষুনি দেখা করতো হবে। কিন্তু বাতাসীর সঙ্গে দেখা করবার আগে তার একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই লোকটি তার অতি নিকট, তার কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ইনি হলেন মহেন্দ্রনাথ --- তার বাবা। আজ তার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অতুল জানতে চায় তার বাবার সঙ্গে তারাপদর কী সম্পর্ক ? মহেন্দ্রনাথ কেন একজন খুনী, স্মাগলার তারাপদকে এতো স্নেহ করেন ? শুধু তাই নয়। বাতাসী এবং তারাপদ এরা দুজনে কে ? কী ওদের পরিচয় আর কী ওদের সম্পর্ক ?

আজ তাকে এইসব ধাঁধাঁর উত্তর জানতে হবে।

নিজের অফিসে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রনাথ ভাবছিলেন যে আজ তিনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেকদিন আগে যখন তিনি রামকুমার এবং পার্টির কমরেডদের হাতে নিজের জীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন তখন তাঁকে একবার বিচলিত হতে হয়েছিল। তারপর আর কোনদিন মহেন্দ্রনাথ এতো কঠিন সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ান নি। আজ তাঁর মনে হলো তিনি নিজের জীবন নিয়ে সংগ্রাম করছেন। অতুল, তারই নিজের রক্তমাংসের ছেলে আজ তাঁর অতীত, হারানো স্মৃতিকে জানবার চেষ্টা করছে। অতুল জানতে চায় মহেন্দ্রনাথ কে ? তিনি কী আন্দামান দ্বীপের স্মাগলিং দলের সর্দার, না দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ? আর তাঁর অবৈধ সন্তান, তারাপদ আজ তার আত্মপরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারাপদ জানতে চায় তার বাবা কে ? মহেন্দ্রনাথ কী তার জীবনের কলঙ্ক এবং দুর্বলতার কথা অতুলের কাছে স্বীকার করবেন ? বলবেন যে তারাপদর মা'র সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। আর সেই অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি হলো তারাপদ!

মহেন্দ্রনাথ জানেন যে তারাপদ তার সন্তান কিন্তু তবু তিনি সমাজের কাছে একথা স্বীকার করেন নি। তারাপদকে জানতে দেন নি যে তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। বলতে চাননি যে তারাপদ হলো তার সন্তান। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ জানেন যে তারাপদ আজ একথা জানবার জন্যে চেষ্টা করছে।

আর অতুল ? অতুলকে সমাজের কাছে তাঁর নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিতে মহেন্দ্রনাথ কুণ্ঠা বোধ করেন না। বরং অতি গর্বের সঙ্গে তিনি সমাজের কাছে বন্ধুদেব কাছে তিনি অতুলেব পরিচয় দেন। বলেন : আমার ছেলে দিল্লীতে বড়ো চাকবি করে।

সেই অতুল আজ সমাজের কাছে তার বাবার মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করছে। আর তারাপদ, তাঁর অবৈধ সন্তান — মহেন্দ্রনাথকে সমাজের কলঙ্কের হাত থেকে তাব বাবাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারাপদ কোনদিন তাঁর আদেশ লঙঘন করে নি। বরং বিনা প্রতিবাদে তারাপদ মানুষ খুন করেছে। আর স্মাগলিং-এর কাজকারবারে তারাপদর সাহায্য ছাড়া মহেন্দ্রনাথ কিছুই করতে পারতেন না।

মহেন্দ্রনাথ ধূর্ত উদয়চাঁদকে ভালো করে চেনেন। সুযোগ সুবিধে পেলে উদয়চাঁদ তাঁর গলায় ছুরি বসাতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করবে না। বরং মহেন্দ্রনাথ জানেন যে তাঁরই অজ্ঞাতসারে হয়তো এই মুহূর্তে উদয়চাঁদ তাঁর সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছেন। মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদের কীর্তিকলাপের সব খবর রাখেন কিন্তু তবু তিনি উদয়চাঁদের বিরোধিতা করেন নি কিংবা তাঁকে খুন করবার নির্দেশ তারাপদকে দেননি। উদয়চাঁদকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন ছিলো। কারণ প্রয়োজন হলে তিনি অতুলের কাছে, পুলিশের কাছে বলতে পারবেন যে আন্দামানের প্রকৃত স্মাগলার হলেন উদয়চাঁদ। স্মাগলিং-এর কাজকারবারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

মহেন্দ্রনাথের চিন্তায় বাধা পড়লো। বেশ ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর তারাপদ ঢুকলো।

আজ তারাপদকে এই সময়ে তাঁর অফিসের দপ্তরে দেখে মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। কী চায়

তারাপদ তাঁর কাছে? তারাপদ তো কখনও এমনি আচমকা অসময়ে তাঁর অফিসে এসে হানা দেয় না। তারাপদকে দেখে মহেন্দ্রনাথ বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলেন: কী চাও?

তারাপদ হাসলো। অবজ্ঞার হাসি। তারপর বললো: আমি কিছু চাইনে। আমি শুধু বলতে এসেছিলুম যে আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন।

তার মানে? মহেন্দ্রনাথের এই ছোট প্রশ্নে শুধু কৌতূহল, বিস্ময়ের রেশ ছিলো না। তাঁর কণ্ঠে কিছুটা আতঙ্কের সুর ছিলো। অতুল এই দ্বীপে আসবার পর থেকে তাঁর সমস্ত জীবন যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। উদয়চাঁদ ঠিকই বলেছে: অতুল মাস্ট গো ব্যাক টু দিল্লী। নইলে সবাইকে জেলখানায় বসবাস করতে হবে।

মানে অতি সহজ। আমরা জ্যাকসনকে চুরি করে আমাদের ফ্যাক্টরীর গুদামঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু আমাদের চেষ্টা সফল হয় নি......।

মহেন্দ্রনাথ যেন তারাপদর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি যেন বিপদের আভাস পেলেন। তাই শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন: হোয়াট ডু ইউ মীন? তুমি বলছো কী?

তারাপদ প্রথমে মহেন্দ্রনাথের কথার কোন জবাব দিলো না। বেশ কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইলো। মহেন্দ্রনাথ আবার চীৎকার করে বলে উঠলেন: বোকার মতো তাকিয়ে আছো কেন --- জবাব দাও। জ্যাকসন কোথায়?

মারা গেছে। বেশ তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে তারাপদ জবাব দিলো। আর ওর এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন? আপনি......

মহেন্দ্রনাথের মুখটি নীল ফ্যাকাসে হয়ে এলো। তাঁর মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে ধূসর মলিন হয়ে গেছে। জ্যাকসন মারা গেছে --- অসম্ভব --- অবিশ্বাস্য। তাহলে কী তারাপদ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? মহেন্দ্রনাথের মনে হলো যে আজ সবাই তাঁকে বিপদে ফেলবার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত করেছে। যে তারাপদ, তাঁর অবৈধ সন্তান, যার প্রতি মহেন্দ্রনাথের অগাধ স্নেহ ভালোবাসা ছিলো আজ সে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছে। তারাপদ জানে যে মহেন্দ্রনাথ জ্যাকসনকে জামিনে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। আজ জ্যাকসনের এই হত্যার ব্যাপার নিয়ে যে তদন্ত হবে সেই ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথকে বিস্তর জবাবদিহি করতে হবে। পুলিশ দেশের সরকার মহেন্দ্রনাথকে দোষারোপ করবে। মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: কিছুদিনের জন্যে জ্যাকসনকে আমাদের ফ্যাক্টরীর গুদামঘরে লুকিয়ে রাখো। ওকে খুন করবার আদেশ তো উনি দেননি। কিন্তু তারাপদ নিশ্চয় খুন করবার লোভ সামলাতে পারে নি। তিনি জানেন যে তারাপদর রক্তের নেশা তীব্র, প্রবল।

আজ মহেন্দ্রনাথের মাথায় যেন খুনের নেশা চাপলো। তিনি তারাপদর কাছে এসে তার গালে এক বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় মেরে বললেন: স্কাউনড্রেল, খুনী মার্ডারার, তুমি জ্যাকসনকে খুন করেছ। এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। আমি তোমাকে কুকুরের মতো গুলী করে মারবো........

মহেন্দ্রনাথের হাতে বিরাট থাপ্পড় খেয়ে তারাপদ হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মহেন্দ্রনাথ থামলেন না। এবার তিনি তারাপদর পেটে লাথি মেরে চীৎকার করে বললেন: তুমি কে জানো, খুনী, না শুধু খুনী নও, তুমি জারজ সন্তান...বাস্টার্ড...।

কথাটা বলেই মহেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। কিন্তু আজ তার মনের উত্তেজনা এতো তীব্র প্রবল

হয়েছিলো যে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হলো যে তিনি ভাষার উপর লাগাম হারিয়েছেন।

তারাপদ প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না যে মহেন্দ্রনাথ কেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন। কী কারণে তিনি এতো চীৎকার হল্লা করছেন? এব আগে মহেন্দ্রনাথ কোনদিন তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন নি। আজ রেগে যাবার অহেতুক কারণ কী? তারপর মহেন্দ্রনাথ যখন জারজ সন্তান, বাস্টার্ড বলে তাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন তখন তার চোখমুখে এক ঝলক রক্ত উঠলো। খুনের নেশা তার মাথায় চাপলো। এতোদিন বিনা প্রতিবাদে তারাপদ মহেন্দ্রনাথের সমস্ত আদেশ পালন করেছে। কোনদিন প্রশ্ন করে নি যে কেন তাকে নোংরা কাজ করবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে মহেন্দ্রনাথ তাকে বাঁচিয়েছিলেন। তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তারাপদ মহেন্দ্রনাথের গোলামি করেছে কিন্তু আজ যখন তাকে জারজ সন্তান, বাস্টার্ড বলে গালিগালাজ করতে লাগলো তখন তারাপদ যেন তার রাগ সামলাতে পারলো না। সে মাটি থেকে উঠে এসে মহেন্দ্রনাথের শার্টের কলার ধরলো।

আপনি যদি আর একবার আমাকে জারজ সন্তান, বাস্টার্ড বলেন তাহলে আপনাকে আমি খুন করবো। জেনে রাখবেন যে আমি জারজ সন্তান নই --- আমার বাবা বেঁচে আছেন। আমি আপনাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু করলুম না শুধু এক কারণে। যদি আমি আমার বাবাকে খুঁজে বার করতে পারি তাহলে আপনাকে ওঁর সামনে গিয়ে জোড়হাত করে ক্ষমা চাইতে হবে।

কথা বলতে বলতে তারাপদর গলা ধরে এলো। মহেন্দ্রনাথও নিজের বিপদের আশঙ্কা করলেন। হয়তো রাগের মাথায়, ঝোঁকে তিনি তারাপদকে গালিগালাজ করেছেন। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর মনে অনুতাপ এলো।

তারাপদ আবার বলতে লাগলো : মহেন্দ্রনাথ, আপনি কী শ্রেণীর নোংরা জীব আজ সমাজের কেউ জানে না। আমি জানি। আজ আপনি জ্যাকসনকে জামিনে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে দিলেন তার কারণ আমি জানি। জ্যাকসন জানতো যে রামকুমারকে হত্যা করবার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন। আপনি আশঙ্কা করেছিলেন যে জেলখানায় জ্যাকসন পুলিশের কাছে মুখ খুলবে। আপনি তাই জামিনে জ্যাকসনকে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। তারপর? হ্যাঁ, তারপর আমাকে বললেন জ্যাকসনকে বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আপনার গুদামঘরে লুকিয়ে রাখতে। আর আমি কী করতে যাচ্ছি সে খবরটি আপনি আপনার পুলিশ ছেলেকে দিতে ভোলেন নি। আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। আপনার ছেলেকে বলেছিলেন আন্দামানের স্মাগলিং-এর সর্দার হলুম আমি। এই দ্বীপের যতো সব নোংরা কাজ আমি করছি। আমি খুনী। আমি জ্যাকসনকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। তাই অতুল অতো সহজে জানতে পারলো আমি কোনখান দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছি। সবই আপনার ষড়যন্ত্র। কিন্তু আপনার এই চক্রান্ত সফল হয় নি। কারণ জ্যাকসনকে আমি খুন করিনি। খুন করেছে আপনার ছেলে — অতুল।

তারাপদর কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হলেন। তার মনে হলো যেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন। অতুল জ্যাকসনকে খুন করেছে। আজ মহেন্দ্রনাথ যেন তারাপদর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারাপদ জ্যাকসনকে খুন করে অতুলের নামে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে।

তিনি আবার হুংকার দিয়ে বললেন: মিথ্যে কথা বলো না। জ্যাকসনকে তুমি খুন করেছ।

অবজ্ঞার, বিদ্রূপের হাসি হাসলো তারাপদ। বললো: কেন মহেন্দ্রনাথ আপনি বিশ্বাস করতে চান না যে আপনার নিজের বৈধ সন্তান মানুষ খুন করতে পারে? আপনি শুধু বিশ্বাস করতে চান যে একটি বাস্টার্ড ছেলে মানুষ খুন করে। অতুল যে জ্যাকসনকে খুন করেছে তার প্রমাণ পাবেন পোস্ট মর্টমের রিপোর্টে। দেখতে পাবেন যে গুলিতে জ্যাকসনের মৃত্যু হয়েছিলো সেই গুলি কোন রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছিলো। সে রিভলবার আমার না অতুলের? হ্যাঁ পুলিশের পোস্ট মর্টম পড়বার পর আপনার স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

আমি জানি কেন অতুল জ্যাকসনকে খুন করেছে। কারণ জ্যাকসন জানতো যে রামকুমারকে হত্যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন। আজ জ্যাকসনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ ছিলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। বলুন: আমার কথা সত্যি কিনা?

মহেন্দ্রনাথ তারাপদর কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। হয়তো তারাপদর কথার জবাব দেবার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না। তারাপদ সত্যি কথা বলছে যে, পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট থেকে জানা যাবে জ্যাকসনকে কে খুন করেছে। তাঁর কাছে সমস্ত সংসার বিশ্বজগতের রং পাল্টে গেলো। মহেন্দ্রনাথ তাঁর কমরেডদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনার পর তাঁর মনে হতে লাগলো যে তাঁর এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তিনি মিথ্যের বালুচরের উপরে গড়ে তুলে ছিলেন। অতীত জীবনে তিনি যে পাপ করেছিলেন আজ তাঁকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে তারাপদ তাঁর অনেক কুকীর্তির খবর জানে। আজ তারাপদর পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বিপজ্জনক। তিনি কী তারাপদকে পৃথিবী থেকে সরাবার নির্দেশ দেবেন আজ তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। তারাপদ তাঁর অবৈধ আইন বিগর্হিত সন্তান - ইচ্ছে করলে মহেন্দ্রনাথকে জেলখানায় পাঠাতে পারে। কিন্তু তারাপদ এখনও তাঁর কোন ক্ষতি করে নি। আর অতুল তাঁরই রক্তমাংস থেকে সৃষ্ট, আজ তাঁকে জেলখানায় পাঠাবার জন্যে প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী করবেন তিনি ? আত্মহত্যা ! সমাজের কেলেঙ্কারী, নিজের ছেলের সম্মানকে অটুট রাখবার জন্যে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। মৃত্যুর আগে তিনি অতুলের কাছে তার অতীত এবং বর্তমান জীবনের কার্যকলাপের স্বীকারোক্তি করে চিঠি লিখে যাবেন।

আত্মহত্যা : বার বার তাঁর এই কথা মনে হতে লাগলো। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ভাবলেন যে আত্মহত্যা করে তিনি সমাজের ও ছেলের মনের সন্দেহ দূর করতে পারবেন না। আজ তাঁকে এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাঁচতে হবে, মর্যাদা সম্মান নিয়ে সংসারে থাকতে হবে।

হঠাৎ তাঁর উদয়চাঁদের কথা মনে পড়লো। উদয়চাঁদ তাঁকে বহুবার বলেছিলো: মহেন্দ্রনাথ তোমার এবং আমার বাঁচবার একটা পথ খোলা আছে। আর সে পথ হলো — অতুলের কাছে সমস্ত কথা স্বীকার করা। তুমি স্মাগলার একথা অতুল কখনই বাইরের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না ছেলে কী কখনও বাপের কলঙ্কময় জীবনের কথা বাজারে প্রকাশ করবে ? অসম্ভব ! কিন্তু মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন নি। কারণ তিনি জানেন যে অতুল অন্য ধাতের মানুষ। জীবনে তার একটি আর্দশ -- ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে হবে। মিথ্যে ব্যভিচারকে সে কোনপ্রকারে সমর্থন করবে না। মহেন্দ্রনাথ কী অতুলকে বলবেন যে আমার একটি অতীত জীবন আছে। আমি আমার

পুরাতন রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি। তাঁদের জেলখানায় পাঠিয়েছি, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। বাপ বিশ্বাসঘাতক আর শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়, বাপ দেশদ্রোহী এ কথা কোন সন্তান গ্রহণ করতে পারে না।

উদয়চাঁদের কথা মনে হতেই মহেন্দ্রনাথের আর একটি কথা মনে হলো। তিনি উদয়চাঁদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : জ্যাকসনকে কিছুদিনের জন্যে আমাদেব ফ্যাক্টরীব গুদামঘবে আটক করে রাখো। কিন্তু তিনি বলেন নি যে একাজের জন্যে তারাপদকে পাঠাও। আজ তাবাপদকে পাঠাবার দরুন এই বিভ্রাট হয়েছে।

তাহলে এই সমস্ত ঘটনা বিভ্রাটের পেছনে উদয়চাঁদের হাত আছে। আজ উদয়চাঁদ তাঁকে বিপদে ফেলবাব জন্যে বিরাট ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করেছেন। আর এই চক্রান্তের আভাস তিনি আগেই পেয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ ভাবলেন যে উদয়চাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

তাবাপদর কণ্ঠস্ববে মহেন্দ্রনাথের চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো। তাবাপদ বললো : আমি আপনার কাছ থেকে সুবিধে চাইতে আসি নি। শুধু বলতে এসেছিলুম যে, আজ থেকে আমি আপনাব গোলামি আর করবো না। আমাকে আপনি আব কোন নোংবা কাজেব জন্যে পাবেন না।

তারাপদব স্পষ্ট কথা শুনে মহেন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ভযেব সুর ফুটে উঠলো। কোথায় যাবে ? তাঁর জানবার ইচ্ছে হলো তাবাপদ কী পুলিশের কাছে গিযে স্বীকারোক্তি করবে যে আন্দামান দ্বীপের সবচাইতে বড়ো স্মাগলাব হচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ!

তারাপদ আশ্বাসের সুরে বললো : ভয় নেই। আমি আপনাব সঙ্গে প্রতারণা করবো না কিংবা পুলিশের কাছে গিয়ে আপনার কুকীর্তির কথা বলবো না। আমার জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হলো আমার বাবাকে খুঁজে বার কবা। জারজ সন্তানেব কলঙ্ক নিয়ে অনেকদিন বেঁচে থেকেছি মহেন্দ্রনাথ। এ কলঙ্ক হয়েছে আমার জীবনের সবচাইতে বড়ো সমস্যা। আমি এ সমস্যার সমাধান করতে চাই। আমি জানতে চাই, আমার বাবা কে — আমি কার ছেলে —

তারাপদ মহেন্দ্রনাথের জবাবেব জন্যে দেরি করলো না। দমকা বাতাসেব মতো ঘব থেকে বেরিয়ে গেলো।

বেরিয়ে যাবার সময় তারাপদ যদি লক্ষ্য করতো তাহলে দেখতে পেতো যে মহেন্দ্রনাথের ঘরে অতুল ঢুকছে।

অতুল তারাপদকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে নি। যদি দেখতে পেতো তাহলে হয়তো তার মনে ধাঁধাঁর কিছুটা সমাধান করতে পারতো। তার মনে যে সামান্য সংশয় ছিলো যে মহেন্দ্রনাথ স্মাগলাব ন'ন সেই দ্বিধা দূর হয়ে যেতো।

আচমকা ঘরের ভেতর অতুলকে ঢুকতে দেখে মহেন্দ্রনাথ চমকে গেলেন। অতুল এখানে? কী চায় অতুল তার কাছে ? তারাপদর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর মহেন্দ্রনাথ বিচলিত, চিন্তিত হয়েছিলেন। ভাবছিলেন যে আজকের সমস্যার হাত থেকে তিনি কী করে রেহাই পাবেন। কিন্তু হঠাৎ অতুলকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে তাঁর মনের চিন্তা বিচলতা আরো তীব্র হলো।

অতুল ! তুমি এখানে ? মহেন্দ্রনাথ কিছুটা বিস্ময় কিছুটা বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমাকে তুমি এখানে দেখতে পাবে নিশ্চয় আশা করো নি কিংবা দেখে খুশী হও নি — অতুলের প্রশ্নে রূঢ়তা ছিলো। মহেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। আজ তাঁকে একটু কঠোর হতে হবে। সন্তানকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। মহেন্দ্রনাথ শুধু তার বাবা ন'ন। মহেন্দ্রনাথ হলেন এই দ্বীপের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ছেলের কাছে তিনি অপমানিত হতে চান না।

তোমার প্রশ্নের কণ্ঠস্বরে অভদ্রতার রেশ আছে অতুল। মনে রেখো — তুমি তোমার গুরুজন, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছো।

এই দাবি নিয়ে যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো তাহলে ভুল করছো। মহেন্দ্রনাথ — অতুলের শেষ কথায় কর্তৃপক্ষের হুকুমের সুর ছিলো। মহেন্দ্রনাথও এই হুকুমি কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। তাঁর ছেলে আজ তাঁকে নাম ধরে ডাকছে। মহেন্দ্রনাথের মনে হলো তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, অতুল।

অতুল মহেন্দ্রনাথের চীৎকার শুনে বিচলিত হলো না। শুধু মহেন্দ্রনাথের কাছে এসে বললো: আজ থেকে আমি তোমার সন্তান নই, আর তুমি আমার বাবা নও। আমি হলুম পুলিশ কর্মচারী অতুল আর তুমি হলে ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারতুম তুমি হলে স্মাগলার, দেশের অর্থসম্পদ, উন্নতির রক্ত যারা শুষে খাচ্ছে তুমি হলে তাদের একজন।

কথা বলতে বলতে অতুলের গলা ধরে গেলো। কিছুক্ষণের জন্যে সে থামলো। মহেন্দ্রনাথ যেন তাঁর সামনে মৃত্যুর কালো বিভীষিকা দেখতে পেলেন। মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁর সামনে ঝুলছে। আর সেই মৃত্যুর বাণী নিয়ে এসেছে তাঁর নিজের সন্তান।

এবার মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটে উঠলো। তিনি ভাঙা গলায় বললেন : অতুল, তুমি আমাকে ভুল বুঝছো। তোমার অভিযোগ মিথ্যে। আমি স্মাগলার নই .. ।

মহেন্দ্রনাথ. দীর্ঘকাল আমি এ কথা বিশ্বাস করেছি যে তুমি হলে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমার জীবন নিষ্পাপ। অনেকদিন তোমাকে স্মরণ করে আমি বলেছিলুম যে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরম তপঃ.. । কিন্তু আজ দেখতে পেলুম যে আমার সমস্ত চিন্তাধারা ছিলো ভুল। যে শ্রদ্ধার চোখে আমি তোমাকে দেখতুম আমার সেই চোখ তুমি অন্ধ করে দিয়েছ। বিশ্বাস থাকা ভালো কিন্তু অন্ধবিশ্বাস মানুষকে ধ্বংস করে। আজ ক'দিন ধরে দ্বীপের চারদিকে ঘোরাফেরা করে আমি শুধু একটি কথা জানতে পেরেছি যে তুমি স্মাগলার খুনীকে পোষণ করো। তুমি স্মাগলার স্মাগলার ।

অতুলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠলো। মহেন্দ্রনাথ আবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন : না...না...তুমি ভুল অভিযোগ শুনেছ। তোমার আমার মধ্যে সম্পর্ক দূষিত করবার জন্যে বাজারের সবাই তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। অতুল যদি তুমি চাও তাহলে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেশে চলে যাবো। আন্দামান থেকে ব্যবসার পাট তুলে নেবো...চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

অতুলের ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি ভেসে উঠলো। বললো : মহেন্দ্রনাথ, তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। আজ আর তোমার ফেরবার পথ নেই। একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখো। তাহলে তুমি নিজেকে চিনতে পারবে, জানতে পারবে তুমি কে ? তুমি হলে স্মাগলার।

মহেন্দ্রনাথ, তুমি কী একবার ভেবে দেখেছ তোমার ধর্ম কী, আর্দশ কী। না স্মাগলারের এসব কিছুই নেই। তাব জীবনে শুধু আছে একটি কামনা --- অর্থলিপ্সা। এতো সম্পদ তুমি কার জন্যে তৈরী করেছ ? তোমার ছেলের জন্যে ? না, আমার ঐ প্রাচুর্যের প্রয়োজন নেই।

মহেন্দ্রনাথ অতুলের কথায় বাধা দিলেন। বললেন : না, না, আমি আমার সব সম্পদ, ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেবো। আমি আবার হবো দেশের সামান্য নাগরিক। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অতুল।

না, মহেন্দ্রনাথ, অর্থলিপ্সা এক বিরাট ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা নেই। লোভ তুমি কোনদিনই সামলাতে পারবে না। তুমি কী একবাব জানলা দিয়ে ঐ আন্দামান শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আজ শহরবাসীরা ঘুমিয়ে আছে। ওরা জানে না তুমি কে, তুমি কোন শ্রেণীর জীব। ওরা জানে--তুমি দেশপ্রেমিক, ধার্মিক। ওরা তোমাকে সরল মনে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। ঐ নাগরিকদের সঙ্গে তুমি প্রবঞ্চনা করেছ। ওদের কাছে তুমি ভালো মানুষ সেজেছ। ওরা যদি একবার তোমার প্রকৃত পরিচয় পেতো তাহলে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। না, আমার আজ তোমার সঙ্গে এগিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই। একটা কথা তুমি মনে বেখো। যে ন্যায় অন্যায় দন্ডের বিচার করবে তার কাছে জাত নেই, ধর্ম নেই, শ্রেণী নেই। এমন কি বাপ, মা, ভাই-বোন, স্নেহ ভালোবাসা সবকিছু তাকে ভুলতে হবে। তার হাতে থাকবে দুটি জিনিস। বিচারের নিক্তি --- আর আর্দশ ও নীতি। এ পথ থেকে সে কোনদিন বিচ্যুত হতে পারে না। আমিও হবো না। মনে রেখো আজ আমি যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, সে দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে... । আজ আমাকে জানতে হবে তুমি কে --- কী তোমার আসল রূপ। জানতে হবে তুমি কী বহুরূপী স্মাগলার না আর্দশপরায়ণ ব্যক্তি। আজ দেশেব এবং দশের কাছে তোমার মুখোশ খুলে দেয়াই হবে আমার সেই নিক্তির বিচার...না, তোমাব সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলে আমি আমার সময় নষ্ট করবো না।

এই বলে অতুল ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মহেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁব মনে হলো কালো ঘন অন্ধকার নেমে আসছে তাঁর চোখের সামনে।

মহেন্দ্রনাথ যখন তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন তখন তাঁর হঠাৎ উদয়চাঁদের কথা মনে হলো।

উদয়চাঁদ তাঁর পুরাতন সহকর্মী.. কিন্তু মহেন্দ্রনাথ জানেন তাব আসল চরিত্র কী । দীর্ঘকাল আগে উদয়চাঁদ তাঁর কাছে আকারে ইঙ্গিতে বলেছিলো : মহেন্দ্রনাথ, তোমার অতীত, আমাব কাছে অজানা নেই। ব্রজমাধবকে তুমি হত্যা কবেছ আমি পুলিশেব কাছে যাবো না। শুধু এক শর্তে আমি তোমাব ঐশ্বর্যের বখরা চাই।

মহেন্দ্রনাথ প্রথমে তাকে ঐশ্বর্যের হিস্যা দেন নি বটে কিন্তু মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাকে যথেষ্ট টাকা দিয়েছিলেন। পরে যখন মহেন্দ্রনাথ স্মাগলিং-এব কাজকর্ম শুরু করলেন তখন থেকে উদয়চাঁদ হলেন তাঁর পরামর্শদাতা। তারপরে তিনি হলেন মহেন্দ্রনাথের জুনিয়র পার্টনার। যেদিন থেকে উদয়চাঁদ তাঁর ব্যবসার অংশীদার হলেন সেদিন থেকে তিনি গোপনে গোপনে মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করেছেন। মহেন্দ্রনাথকে আন্দমান দ্বীপ থেকে তাড়াতে হবে। যদি মহেন্দ্রনাথকে এই দ্বীপ থেকে তাড়ানো যায় তাহলে টমসন অ্যান্ড টমসন কোম্পানীর মালিক হবেন উদয়চাঁদ। আজ উদয়চাঁদের সম্পত্তির লোভ তীব্র হয়েছে।

তাই তিনি গোপনে দিল্লীর কর্তাদের কাছে খবর দিচ্ছেন যে মহেন্দ্রনাথ হলেন স্মাগলার...তারই খবরকে ভিত্তি করে অতুল এই দ্বীপে স্মাগলিং-এর তদন্ত করতে এসেছে..

মহেন্দ্রনাথ ভাবলেন যে উদয়চাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই যে অতুলকে তাঁর স্মাগলিং-এর কাজকর্মের খবর দিচ্ছেন উদয়চাঁদ। আজ শয়তান নিমকহারাম উদয়চাঁদ। আজ তার সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না করলে তাঁকে আরো বিপদে পড়তে হবে।

মহেন্দ্রনাথ আর দেরি করলেন না। ঘড়ির দিকে তাকালেন। বিকেল প্রায় ছ'টা। হয়তো উদয়চাঁদকে তিনি ফ্যাক্টরীর গুদামঘরে পাবেন...আজকাল উদয়চাঁদ জীবন উপভোগ কববার জন্যে সুন্দরী নারীর সাহচার্য নিয়ে সময় কাটায়...

মহেন্দ্রনাথ আইল্যান্ডে তাঁর ফ্যাক্টরীব গুদামঘরের দিকেরওনা দিলেন।

অতুল ঝড়ের বেগে মহেন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো। তার মনে হলো সে যেন চিন্তা করবাব শক্তি হারিয়েছে।

বাইরে এসে অতুল ভাবতে লাগলো এবার কী কববে ? কোথায় যাবে ? জীবনে এতো কঠিন পরীক্ষার সামনে সে কখনও দাঁড়ায় নি। আজ তাকে সমাজের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে তার বাবা মহেন্দ্রনাথ স্মাগলার ন'ন। কিন্তু তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যে মহেন্দ্রনাথ স্মাগলাব, তাহলে সে কী করবে! সে কী তার বাবার দোষ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করবে? আজ তার সামনে দুটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে দাঁড়ালো। মহেন্দ্রনাথ তার বাবা। তার সঙ্গে রক্তেব সম্পর্ক আছে। আর মহেন্দ্রনাথ যদি স্মাগলার হ'ন তাহলে অতুল কী করবে ? আজ তার কাছে কোন জিনিসটি বড়ো ? তার বাবা না দেশ ? কথাটি ভাববার সঙ্গে সঙ্গে অতুল নিজের মনে মনে চীৎকার করে বললো : অসম্ভব , আমার কাছে নীতি, আর্দশ, দেশ অনেক বড়ো। মহেন্দ্রনাথ যদি তুমি স্মাগলার হও তাহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে কিংবা তোমার অপরাধের যাতে উপযুক্ত দন্ড হয় সে কাজ করতে আমি কুণ্ঠা বোধ করবো না। আজ আমি যদি অন্যায়ের বিচার করতে পেছপা হই তাহলে আমাকে সমস্ত দেশবাসীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সবাই বলবে : মহেন্দ্রনাথের ছেলে তার বাবাব অপরাধকে ধামাচাপা দিয়েছে। বাবার চাইতে আইন নীতি তার কাছে অনেক বড়ো...

কিন্তু তাব বাবা যে সত্যি স্মাগলার তার প্রমাণ সে কোথায় পাবে ? বাজাবের উড়ো চিঠি কিংবা গুজবের উপর ভিত্তি করে সে তার বাবাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। আইনের কাছে তার বাবা যে স্মাগলার এ প্রমাণ করবার জন্যে তাকে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সে কোথায় পাবে?

হঠাৎ তার আব্দুলের কথা মনে হলো। আব্দুল তাকে রামকুমারের ডায়েরীর কথা বলেছিলো। আর সেই ডায়েরীতে লেখা ছিলো যে মহেন্দ্রনাথের একটি রহস্যপূর্ণ অতীত আছে। কী সেই রহস্যময় অতীত জীবন তাকে জানতে হবে। আর সব খবর জানা যাবে জেল ওয়ার্ডার গণেশের কাছে। কিন্তু গণেশ বেঁচে নেই। তবে বাতাসী আছে। বাতাসী হলো গণেশের শালার মেয়ে। বাতাসী কী মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের কোন খবব জানে ?

হঠাৎ অতুলের মনে পড়লো যে একদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে বাতাসী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো : সাহেব, তুমি পড়তে পারো ? আমার কাছে একটা বই আছে। আর ঐ বইতে অনেক কিছু লেখা আছে। ঐ বই পড়তে পারলে পর অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

বই পড়তে পারলে পর টাকা পাওযা যাবে...টাকা পাওয়া যাবে ..কী লেখা আছে ও বই- এর ভেতর? বাতাসী সেদিন তাকে সেই বই দেখাবার জন্যে ছুটে বাড়ি চলে গিয়েছিলো। কিন্তু অতুল সেদিন বাতাসীর বই-এর জন্যে দেরি করে নি। তারাপদর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওখান থেকে চলে এসেছিলো।

আজ অতুলের বাতাসীর সেই বই-এর কথা মনে পড়লো। সেই বইতে কী লেখা আছে দেখতে হবে...হয়তো কোন গোপন কথা লেখা আছে। নইলে বাতাসী বললো কেন বই পড়লে পর টাকা পাওয়া যাবে!

এই ধরনের বহু চিন্তা করতে করতে অতুলের মাথা গরম হয়ে উঠলো। অতুল ঠিক করলো যে এক্ষুনি গিয়ে বাতাসীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাকে গিয়ে বলতে হবে. .বাতাসী আমি পড়তে পারি। আমাকে বইটা দাও।

খানিকটা উন্মাদের মতো অতুল সমুদ্রের ধার দিয়ে ছুটতে লাগলো। আজ বাতাসীকে তার বড়ো প্রয়োজন। হয়তো বাতাসী তার মনের অনুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।

রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে অতুল টম পিটারসের দেখা পেলো। টম পিটারস তাকে কী জানি বললো। কিন্তু টম পিটারসের কথা অতুলের কানে যায় নি। টম পিটারস বলেছিলো : স্যার, কিশোরকে গেস্ট হাউসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুজন লোক এসে কিশোরকে গাড়ি করে কোথায় জানি নিয়ে গেছে।

তাহলে মহেন্দ্রনাথ কিশোরকে কিডন্যাপ করেছেন। তিনি পুলিশের সাক্ষীসাবুদ সবার মুখ বন্ধ করতে চান। আজ বিকেলে ছবিকে চুরি করা হয়েছে। এবার কিশোরকে গায়েব করার পালা।

কিশোরের কিডন্যাপ করার কথা নিয়ে অতুল কোন চিন্তা করলো না। সে বাতাসীর বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলো।

নির্জন সমুদ্র...শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে পাগলা বাতাস আর ঢেউর গর্জন. .আলো আর অন্ধকার মেশানো এক সন্ধ্যা।

কতোটা পথ অতুল উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেঁটেছিলো অতুলের মনে নেই। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর হঠাৎ তার মনে হলো যে বাতাসী কোথায় থাকে সে জানে না...এ জেলে পাড়ার পাশে --- কী করবে অতুল ? আবার তার মনে হলো যে বাতাসীকে আজ তার দরকার। অতুল ভাবলো একবার চীৎকার করে ডাকে। বলে : বাতাসী, বাতাসী তুমি কোথায় আছো ? কিন্তু এই নির্জন সমুদ্র তটে বাতাসীর দেখা সে কোথায় পাবে?

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর অতুল ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হাঁটার চাইতে তার মনের উত্তেজনা অতুলকে বেশী ক্লান্ত করলো। অতুল কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার জন্যে সমুদ্রের বালির উপর বসে পড়লো।

কতোক্ষণ অতুল বালির উপর বসেছিলো ঠিক বলতে পারবে না। হয়তো দশমিনিট কিংবা

তারও বেশী। বসে বসে আজকের দিনের সমস্ত ঘটনাগুলোকে সে রোমন্থন করছিলো। সে কখনও কল্পনা করে নি যে স্মাগলিং-এর তদন্ত করতে গিয়ে তাকে এই কঠিন জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সাহেব...

হঠাৎ পেছন থেকে এক মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে অতুল চমকে উঠলো।

কে ? বাতাসী ? না আজ বাতাসীকে চিনতে তার ভুল হয় নি। অতুল দেখতে পেলো দূরের অস্পষ্ট আলোয় একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কে চিনতে অতুলের অসুবিধে হলো না। সাগরপাড়ের মেয়ে বাতাসী।

সাহেব, তুমি এখানে বসে বসে কী করছো ? উচ্ছল হাসিত ঝর্ণাধারা যেন ফুটে উঠলো বাতাসীর মুখে। আজ বাতাসীকে দেখে অতুলেব মনে হলো সে হলো অন্ধকারে আলোব রূপের ঝিলিমিলি। সাহেব, তুমি এখানে বসে কী করছো ? আবার বাতাসী মিষ্টি গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলো।

অতুল উঠে গিয়ে বাতাসীর হাত দুটো ধরলো। বাতাসী যেন অতুলের এই ব্যবহার প্রত্যাশা করে নি। কিছুক্ষণ সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। সাহেব করছেন কী ?

অতুলের মনে হলো বাতাসীর হাত দুটো ভারী কোমল নরম।

বাতাসী......অতুল বাতাসীর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুটা উত্তেজনায় কিছুটা আনন্দে তার কথা গলায় আটকে গেলো।

কী বলবে সাহেব ? বাতাসীর প্রশ্নে বিস্ময়ের রেশ লেগে ছিলো। অতুলকে এতো উদ্বেলিত, উত্তেজিত এর আগে কখনও সে দেখে নি।

বাতাসী— আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করতে পারো ? অতুল এমন বোকার মতো এই কথা বললো যে তার নিজের কানেই তার কণ্ঠস্বর বেসুরো লাগলো।

তুমি কী বলছো সাহেব, আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে .....বাতাসীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। মুখ গম্ভীর হলো।

হ্যাঁ বাতাসী, তোমার মনে পড়ে কিছুদিন আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে সাহেব তুমি পড়তে পারো ? বলো এই প্রশ্ন তুমি আমাকে কেন করেছিলে ?

বাতাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসির ঝর্ণাধারায় ভেঙে পড়লো। তাবপর হাততালি দিয়ে বললো : সাহেব, তুমি আমাকে পড়তে শেখাবে ? তারাপদটা কিছুই জানে না। একেবারে গোমুখ্যু।

বাতাসী তার কথার জবাব এড়িয়ে গেলো। অতুল আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো : শেখাব। কিন্তু তার আগে আমার কথার জবাব দাও। তুমি সেদিন কেন জানতে চেয়েছিলে যে আমি লিখতে পড়তে পারি কিনা ?

বাতাসী এবার অতুলের হাত ধরে টানতে টানতে জলের কাছে নিয়ে গেলো। তারপর হেসে বললো : সাহেব, সেদিন তুমি বালির উপর কতোগুলো ছবি এঁকেছিলে। আবার আঁকবে ছবি ?

আঁকবো কিন্তু তার আগে আমার কথাব জবাব দাও।

বলছি তো সব কথা। কিন্তু তুমি ছবি না আঁকলে আমার ঐ সব ছাই কথা মনে পড়বে না।

অতুল বুঝতে পারলো যে বাতাসীকে সন্তুষ্ট না করলে সে তার কথার জবাব দেবে না। অতুল মনে করবার চেষ্টা করলো সেদিন বালির উপর কী এঁকেছিলো। আঁকে নি তো --- কী জানি লিখেছিলো। লিখেছিলো : বাতাসী আমি তোমাকে ভালোবাসি। কথাটা ভাবতে অতুলের মুখ লজ্জায় লাল হলো। অতুল কী লিখবে কথাগুলো বালির উপর।

আঁকো না ছবিগুলো : বাতাসী আব্দারের সুরে বললো।

অতুল বালির উপর আঙ্গুল দিয়ে লিখলো : বাতাসী আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অতুলের লেখাগুলো দেখে বাতাসী আবার হাসতে লাগলো। কী চমৎকার তুমি ছবি আঁকো।

এবার বলো তুমি আমাকে সেদিন এ প্রশ্ন করেছিলে কেন ? অতুল আবার পুরোনো কথা তুললো।

শোন সাহেব, আমার পিসেমশায় বলতেন -- বাতাসী তুই খুব বড়লোক হবি। শাড়ি কিনবি, গয়না কিনবি। জানো সাহেব, এ শহরে যে মেমসাহেবরা চলাফেরা করে আমি ওদের মতো ডগমগ করে হাঁটবো -- এই বলে বাতাসী মেমসাহেবদের নকল করে হাঁটতে লাগলো।

তোমার পিসেমশায়, কী নাম তার ? অতুল জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

গণেশ --

মোটা গণেশ --- অতুল বাতাসীর কথার জের টেনে বললো।

বাতাসী এবার অতুলের কাছে ছুটে এসে বললো : তুমি তাকে চিনতে সাহেব ?

না, তবে নাম শুনেছি। বলো তোমার পিসেমশায় আর কী বলতেন ?

আর কী বলতেন ? বাতাসী আবার চিন্তা করতে লাগলো। কী বলতেন ' হ্যাঁ, তোর অনেক পয়সা হবে - বাচ্চা হবে। না সাহেব, আমার পয়সাও হবে না তারাপদ তো আর আমাকে বিয়ে করবে না।

কেন ? অতুলের মনে হলো বাতাসী তার আসল প্রশ্ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তারাপদ বলে আমার বাবা নেই আমি বিয়ে করবো না। আচ্ছা সাহেব, তুমি বলো, বাবা না থাকলে তারাপদর জন্ম হলো কী করে ? এই প্রশ্ন করে বাতাসী আবার জোরে হাসতে লাগলো।

বাতাসী, তুমি আমার কথার জবাব দাও। বলো তোমার পিসেমশায় মোটো গণেশ আর কি বলেছিলেন। অতুল যেন তার মনের উৎকণ্ঠা চাপতে পারে না।

দাঁড়াও ভাবছি উনি আর কী বলেছিলেন বাতাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

হ্যাঁ মনে পড়েছে। পিসেমশায় আমাকে একটা মোটা বই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বাতাসী বইটা রেখে দিস। এই বই বিক্রি করে তুই অনেক টাকা পাবি ---

বাতাসীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতুল প্রায় চীৎকার করে বললো : বই ' কোথায় সেই বই ?

উত্তেজনায় অন্যমনস্ক হয়ে অতুল বাতাসীর হাত দুটো বেশ জোরে চেপে ধরেছিলো।

হাত ছাড়ো সাহেব --- আমার বড্ডো লাগছে। যন্ত্রণার আভাস ফুটে উঠলো বাতাসীর চোখ মুখে।

অতুল অপ্রস্তুত বোধ করলো। তাড়াতাড়ি বাতাসীর হাত দুটো ছেড়ে দিলো। বাতাসী আবার হেসে বললো : সাহেব, তোমার হাতে কী জোর। মনে হলো আমার হাত দুটো মুচড়ে দিয়েছ।

শোন বাতাসী, আজ আমার ঐ বইটি বড্ডো দরকাব। আমি বইটি পাবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি -- অতুল বেশ তাড়াতাড়ি কথাগুলো বললো।

বাতাসীব মুখের হাসি মিলিযে গেলো। মুখ গম্ভীর করে বললো : তাহলে তুমি আমাব কাছে আসো নি?

অতুল ভাবতে লাগলো বাতাসীর কথার কী জবাব দেবে। বাতাসী কী জানে যে মোটা গণেশের এ বইটি তার জীবনেব মস্ত বড়ো সমস্যার সমাধান করবে। সে জানতে পাববে এ বইতে কী লেখা আছে। বামকুমার ডায়েরীতে এই বই-এর কথা উল্লেখ করেছেন কেন ? সমস্ত প্রশ্ন এসে তার মনে জড়ো হলো।

শোন বাতাসী, আজ আমি তোমাব কাছে এসেছি। আর এসেছি কেন জানো? তোমার পিসেমশায়েব বইটি আমাব বিশেষ দরকাব।

কিন্তু এ বই তো আমার কাছে নেই।

বই নেই ! অতুলেব মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুলো না। বাতাসী বলছে কী ? অতুলের মূল্যবান প্রয়োজনীয বইটি কী হলো ?

বাতাসী বলো, বইটি কোথায় ? আবাব চীৎকার করে অতুল জিজ্ঞেস করলো। অতুলেব কণ্ঠস্বর ছিলো তীব্র, উৎকণ্ঠিত।

বাঃ রে, তোমাব বুঝি মনে নেই। সেদিন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলুম সাহেব তুমি পড়তে পাবো ?

তুমি তো আমার কথার জবাব দিলে না। চলে গেলে। আমি ঐ বইটি নিয়ে এলুম। এসে দেখলুম তুমি নেই। সেদিন আমার বড্ডো রাগ হয়েছিলো আমি তারপব - -

বাতাসী তার কথা শেষ না করে সমুদ্রের দিক তাকালো।

অতুল চমকে উঠলো। পাগলী মেযেটি বলছে কী ? আর কথা বলতে বলতে সমুদ্রেব দিকে তাকাচ্ছে কেন ?

তারপর তাবপব কী হলো ?

কিছুক্ষণেব জন্যে বাতাসী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়েছিলো। অতুলের কথায় সে সম্বিৎ ফিরে পেলো। অতুলকে আচমকা জিজ্ঞেস কবলো। আচ্ছা সাহেব, আমার বাবা কী আর কখনও ফিরে আসবেন না?

অতুল আবার পুরানো কথায় ফিরে যাবার চেষ্টা করলো। বেশ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বলো বাতাসী, বইটি কী করলে?

বই। হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি বইটি নিযে এলুম। আব তুমি চলে গেলে। আমার সেদিন তোমার উপর ভারী রাগ হলো। আমি বইটি বালির উপর ছুঁড়ে ফেললুম... ....

বালিব উপর বই ছুঁড়ে ফেললে? তুমি বলছো কী বাতাসী? তুমি জানো ওই বইয়ের ভেতর কী লেখা ছিলো। অনেক খবর। আর ঐ খবর আমাব দরকার।

বাঃ রে, বই-এর ভেতব কী লেখা ছিলো আমি জানবো কী করে? আমি কী লিখতে পড়তে পারি! তাইতো তোমাকে জিজ্ঞেস কবেছিলুম, সাহেব তুমি পড়তে পারো? বেশ একটু অভিমানের সুবে বাতাসী জবাব দিলো।

বইটি কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছিলে? আমাকে ঐ বইটি খুঁজে বাব করতে হবে। আমার ঐ বইটি খুব দরকার।

বাতাসী খিলখিল করে হাসলো।

সাহেব তুমি বলছো কী? ঐ বইটি কী আর আছে? সমুদ্রেব জলে ধুয়ে নিয়ে গেছে।

না, না --- এ কখনই হতে পাবে না। হয়তো বালির নিচে চাপা পড়ে আছে। আমাকে ঐ বই খুঁজে বার করতেই হবে। কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছিলে? বলো? অতুল ব্যস্ত হযে বললো।

হোথায়! বাতাসী আঙুল দিয়ে একটা বালির ঢিপি দেখালো।

জায়গাটা বেশী দূরে নয়।

দুজনে তাড়তাড়ি হেঁটে ওখানে গেলো।

দিনের আলো নিভে এসেছে। সমুদ্রতট ভালো স্পষ্ট করে দেখা যায না।

অতুল আর বাতাসী বেশ কিছুক্ষণ জায়গাটা ভালো করে খুঁজলো --- কিন্তু কিছুই পেলো না।

বাতাসীর হতাশ কণ্ঠস্বরে বললো: তোমাকে বললুম বই আব এখানে নেই। জলের টানে সমুদ্রের ভেতর ভেসে গেছে।

অতুল নিরাশ নিরাশ হলো না। বইটি তাকে খুজে বেব করতেই হবে। সে সমস্ত সমুদ্রতট তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজবার পর সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো: তাহলে কী বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বইয়েব আশা ত্যাগ করবে --

হঠাৎ বাতাসীর চীৎকার শুনতে পেলো। আনন্দেব চীৎকাব।

সাহেব বই খুঁজে পেয়েছি। এদিকে এসো --

উত্তেজনায় অতুলের বুক কাঁপতে লাগলো। বই খুঁজে পাওয়া গেছে। হাবানো মানিক পাওয়া গেছে। অতুল তাড়াতাড়ি দৌড়ে বাতাসীব কাছে গেলো। এবং তাব হাত থেকে বইটি ছিনিয়ে নিলো।

বইটি দু'তিনটে পাতা ভিজে গেছে। কিছু বালির প্রলেপও পাতার উপর পড়েছে। সন্ধ্যাব অস্পষ্ট আলোয় অতুল বই-এর ভেতরের কিছু পড়তে পাবলো না। শুধু দেখতে পেলো বই - এর প্রথম পাতায় বেশ বড়ো বড়ো করে লেখা আছে : সিক্রেট। কনফিডেন্শিয়াল রিপোর্ট অব দি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট অব বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ১৯৩০-১৯৪৭। আব তারপরই লেখা রিপোর্ট ফ্রম ইনফর্মার দুর্গাপ্রসাদ। কোড নেম --- মহেন্দ্রনাথ।

বই-এর প্রথম দুটি লাইন পড়ে সমস্ত পৃথিবী যেন অতুলের ঘুবতে লাগলো। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারলো না যে তার বাবা মহেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ পুলিশেব ইনফর্মার। মহেন্দ্রনাথ হলো তার ছদ্মনাম। আসল নাম হলো দুর্গাপ্রসাদ। অসম্ভব ! এতোদিন অতুল সন্দেহ করেছিলো যে তার বাবা হলেন স্মাগলার। কিন্তু আজ সে ব্রিটিশ পুলিশেব সিক্রেট ডায়েরী থেকে তার বাবার আর একটি পরিচয় জানতে পারলো। আর সে পরিচয় হলো যে মহেন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী...পুলিশেব সিক্রেট এজেন্ট।

অতুলের চোখে ভেসে উঠলো স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃশ্য ..১৯৩০. ১৯৩৫...১৯৪৭। ইংরেজ পুলিশ সহস্র সহস্র রাজনৈতিক বিপ্লবী নেতাদের কারাগারে বন্ধ করে রেখেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই -- শুধু আছে দুর্গাপ্রসাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর। জেলখানায় যাবার আগে, ওরা সবাই জয়গান গাইছে : বন্দেমাতরম্ --- আমরা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক স্পাই দুর্গাপ্রসাদের মৃত্যু চাই।

আর অতুল সেই বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র সন্তান --- আজ সমুদ্রের ধারে বসে তার বাবার অতীত জীবনের কলঙ্কের কাহিনী পড়ছে।

অতুল বেশ কিছুক্ষণ নীরব, নিস্তব্ধ, স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সমুদ্রের পাগলা জলো হাওয়ার গতি যেন আরো তীব্র হয়েছে। ঢেউগুলো আর্তনাদ করে সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়ছে। পাগলী বাতাসী বকবকম করে কী জানি বলছে...না আজ এসব কিছুই যেন অতুলের কানে যাচ্ছে না.. অতুল হয়েছে মূক বধির...।

কে ? অতুলের মনে হলো একটি কালো ছায়া যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ, খদ্দরের পাঞ্জাবি পায়জামা, মাথায় খদ্দরের টুপী। চিনতে পারছো?

অতুল মাথা নাড়ে।

আমার নাম সূর্য সেন। সবাই বলে মাস্টারদা। আমরা চট্টগ্রামে যে বিপ্লবের আয়োজন করেছিলুম তার গোপন খবর পুলিশকে কে দিয়েছিলো জানো ? তোমার বাবা......দুর্গা প্রসাদ, বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বেইমান ...

এই কথা বলে কালো ছায়া যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু অতুলের কানে আসতে লাগলো সূর্য সেনের কণ্ঠের ধিক্কার - তোমার বাবা দুর্গাপ্রসাদ, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, বেইমান. বার বার এই কণ্ঠ তার কানে তালি দিয়ে বাজতে লাগলো।

কোথায় গেলেন মাস্টারদা...মাস্টারদা...শুনুন আমার বাবা অতুলের কথা শেষ হবার আগে গুরু গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো : তোমার বাবা বিশ্বাসঘাতক, ইংরেজ পুলিশের স্পাই।

হঠাৎ অতুল যেন পেছন থেকে এক মেয়েলি কণ্ঠ শুনতে পেলো।

আমার নাম মাধবী সেন। আমার আত্মহত্যার জন্যে তোমার বাবা দায়ী। চার্লস টেগার্টের হত্যার যে ষড়যন্ত্র করেছিলুম তার খবর পুলিশকে কে দিয়েছিলো জানো ? তোমার বাবা. .মেয়েলি কণ্ঠস্বর শূন্য আকাশে প্রতিধ্বনি করে বলতে লাগলো : তোমার বাবা...

অতুল তার শরীরে এক অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলো। আজ সমাজের কাছে অতুলের কী পরিচয় ? উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, বিত্তশালী, ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান তার বিশাল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী. .না, তার পরিচয় হলো এক স্মাগলার, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহীর পুত্র...।

আমাকে তুমি চিনতে পারবে না অতুল। আমার নাম রামকুমার...অতুলের সামনে আর একটি ছায়া এসে দাঁড়ালো।

অতুল, দুদিন আগে এই দ্বীপে আমাকে হত্যা করা হয়েছে। এই খুনের পেছনে কার হাত আছে জানো...তোমার বাবা, দুর্গাপ্রসাদের। দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন আমার রাজনৈতিক সহকর্মী...দীর্ঘকাল

আমরা জানতে পারিনি যে তোমার বাবা ছিলেন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ইনফর্মাব ওর কাছ থেকে খবর পেয়ে ইংরেজ পুলিশ বহু রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তাব করেছিলো। তোমাব বাবা বহু বাজনৈতিক কর্মীর পরিবারের সর্বনাশ কবেছেন, অসহায় করেছেন...দুধের শিশুকে ভাতে মেবেছেন। চমকে উঠোনা অতুল, তোমার বাবা পার্টি ফান্ড-এর টাকা চুরি কবে এই দ্বীপে আত্মগোপন কবেছিলেন। আমি তাব সন্ধানে এই দ্বীপে এসেছিলুম। কিন্তু এর প্রকৃত মুখোশ খুলবাব আগে আমাকে তোমাব বাবা খুন করেছেন। অতুল তোমার বাবা খুনী. বিশ্বাসঘাতক ...।

ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো কিন্তু রামকুমাবেব কণ্ঠস্বব শূন্য আকাশে প্রতিধ্বনি কবে ফিরতে লাগলো। হ্যাঁ, তোমাব বাবা ছিলেন ইংরেজের স্পাই। তিনি অসংখ্য বীর শহীদেব সর্বনাশ করেছেন। আর তোমার হাতে যে বইটি আছে তার ভেতর লেখা আছে তাব জীবনের সমস্ত কলঙ্ক। ঐ বইটি আমার প্রয়োজন অতুল --- অতুল পেছন থেকে এক বাশভাবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। প্রথমে অতুল ভেবেছিলো সে স্বপ্ন দেখছে, হয়তো কোন অদৃশ্য ছায়া তব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অতুল দেখতে পেলো যে এই কণ্ঠস্বর কোন অদৃশ্য ছায়ার নয়। তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন উদযচাঁদ ...তাব সঙ্গে আছে আরো দুটি গুন্ডা প্রকৃতির লোক।

বাতাসী ভয়ে এসে অতুলেব গা ঘেঁযে দাঁড়ালো।

বাস্টার্ড -- বাস্টার্ড --- তুমি হলে জারজ সন্তান বার বার মহেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তারাপদর কানে এসে বাজতে লাগলো। তাহলে কী তাব বাবা নেই, তার মা'ব জীবনের ক্ষণিকেব দুর্বলতাব জন্যে সে এই পৃথিবীতে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

এতোদিন তারাপদর মনে ক্ষীণ আশার রেখা জেগেছিলো। সে তাব বাবাকে খুঁজে পাবে। সমাজের সবার কাছে তার বাবা এসে দাঁড়িয়ে বলবেন তারাপদ আমাব বৈধ সন্তান। আমি তার মাকে আইনসঙ্গতভাবে বিয়ে কবেছিলুম কিন্তু আজ মহেন্দ্রনাথের তিবস্কার শুনে তাব মনে ক্ষোভ লজ্জা হলো। জারজ সন্তান। যার সমাজে কোন স্থান নেই। এতোদিন তারাপদ বাতাসীকে বুঝিয়েছে যেদিন বাবাকে খুঁজে পাবো সেদিন তোকে বিয়ে করবো। বাপেব পরিচয় না থাকলে কী আব বিয়ে করা যায়। কিন্তু আজ কোনমুখে তারাপদ গিয়ে বলবে: বাতাসী আমি তোকে বিয়ে কবতে পারবো না। আমার জন্ম হলো অপরিষ্কার, কলঙ্কেব আবর্জনায় মিশ্রিত . আমি হলুম জারজ সন্তান...বাস্টার্ড.....।

মহেন্দ্রনাথের ঘব থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তারাপদ উন্মাদেব মতো বাস্তাব চাবদিকে ঘুরে বেড়ালো। কী করবে তারাপদ। তাব মনে হলো যে আজ সমাজেব কাছে তার মুখ দেখাবাব যো নেই।

মহেন্দ্রনাথ জানতেন যে তারাপদ হলো জারজ সন্তান। তাই মহেন্দ্রনাথ তাকে তার নোংরা খুনখারাপির কাজের জন্যে ব্যবহার কবেছেন। তারাপদ দীর্ঘকাল মহেন্দ্রনাথের জন্যে স্মাগলিং- এর কাজ করেছে। ঝিনুকেব মুক্তো চুরি করে মহেন্দ্রনাথকে দিয়েছে। হয়তো একাজ না কবে তার কোন উপায় ছিলো না। কারণ মহেন্দ্রনাথ যদি আজ প্রকাশ্যে সবার কাছে তার অবৈধ জন্মেব কথা প্রকাশ

করেন তাহলে এ সমাজে তারাপদ কী স্থান পাবে? অসম্ভব! সমাজের আবহাওয়ার আজো কোন পরিবর্তন হয় নি.. কুসংস্কার, গোঁড়ানীতি আজো সমাজে দানা বেঁধে আছে।

তারাপদ আবাব ভাবতে শুরু করলো। মহেন্দ্রনাথ আজ তাকে জারজ সন্তান বললেন কেন? জ্যাকসনের মৃত্যুর জন্যে তো সে দায়ী নয়। মহেন্দ্রনাথের সন্তান অতুল তাকে গুলী করে হত্যা করেছে। আর মহেন্দ্রনাথ জ্যাকসনের হত্যার জন্যে তাকে দোষী করলেন। তারাপদর ইচ্ছে হলো সে একবার চীৎকার করে বলে: শুনুন মহেন্দ্রনাথ আমি জারজ সন্তান নই! আমি বাবাকে খুঁজে বাব করবোই...

তারাপদ ঠিক করলো যে সে আবাব মহেন্দ্রনাথকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে: আপনি আমার জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপনি কী প্রমাণ করতে পারবেন যে আমার জন্ম অবৈধ, আমি হলুম জারজ সন্তান !

মহেন্দ্রনাথের অফিসের কাছে গিয়ে সে শুনতে পেলো মহেন্দ্রনাথ অতুল উত্তেজিত গলায় কথাবার্তা বলছে। কী বলছে অতুল? হয়তো তার বাবার কাছে গিয়ে স্বীকার করছে যে সে জ্যাকসনকে খুন করেছে। কিংবা বাবাকে বলছে খুনের দোষটা তারাপদর ঘাড়ে চাপাতে হবে। বাপ ছেলেকে নিশ্চ য় সাহায্য কববে।

তারাপদ আবাব মহেন্দ্রনাথের ঘরের ভেতব ঢুকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ সে পেছন থেকে শুনতে পেলো উদয়চাঁদের কণ্ঠস্বর...তারাপদ ওদিকে যেও না। বাপ ছেলে মিলে তোমাব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের সতর্ক হতে হবে। নইলে তুমি আমি বিপদে পড়বো।

তারাপদ দেখতে পেলো উদয়চাঁদ তাব অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে তারাপদ...।

তারাপদ বিবক্তির দৃষ্টিতে উদয়চাঁদের দিকে তাকালো। আজ উদযচাঁদের সঙ্গে কথা বলে তার সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে ছিলো না। তারাপদ কোনদিনই উদয়চাঁদকে সুনজরে দেখে নি। আজো তার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে হলো না। তবু যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে উদয়চাঁদের ঘরেব কাছে টেনে নিয়ে গেলো।

কী বলতে চাইছো উদয়চাঁদ? আমি তোমাব কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে ---- তারাপদর প্রশ্নে খানিকটা অবজ্ঞার রেশ ছিলো।

উদয়চাঁদ হাসলেন। ধূর্ত শেযালের হাসি। হাসবার সময় তার সোনাব দাঁত দুটি বেশ ভালো কবে দেখা গেলো।

তারাপদ, আজ তুমি হয়েছ মহেন্দ্রনাথেব কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় পথের কাঁটা। আর পথের কাঁটাকে দূর করবার জন্যে মহেন্দ্রনাথ এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছেন। আর তাঁর ষড়যন্ত্রের প্রধান সহযোগী কে জানো? তার ছেলে অতুল, যার পরিচয় হলো পুলিশ কর্মচারী।

তারাপদ কিছুক্ষণের জন্যে উদয়চাঁদেব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে যেন সব কথা বুঝে উঠতে পারলো না। বাপ ছেলে মিলে তাদের জেলখানায় পাঠাবার ষড়যন্ত্র করছে; এ কী সম্ভব? এতোদিন তারাপদ ছিলো মহেন্দ্রনাথেব অতি বিশ্বাসী, ডান হাত। আজ সেই মহেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কববার চেষ্টা করছেন। তারাপদব খুনের নেশা চাপলো। যদি উদয়চাঁদের অভিযোগ

সত্যি হয় তাহলে সে মহেন্দ্রনাথকে খুন করবে। মহেন্দ্রনাথের শ্লেষ বিদ্রূপ মন্তব্য --- বাস্টার্ড, জাবজ সন্তান এখনও তার কানে বাজছে।

তুমি যে কথা বলছো তার প্রমাণ কী উদযচাঁদ? তারাপদ যেন উদয়চাঁদের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পাবে না। তারাপদ জানে যে উদযচাঁদ মহেন্দ্রনাথের সম্পত্তি গ্রাস কববাব ফিকিবে আছে। তার আভাস আকার ইঙ্গিতে কিছুদিন আগে উদযচাঁদ দিয়েছিলো। হয়তো আজ তারাপদকে উত্তেজিত কববার জন্যে উদয়চাঁদ এসব কথা বলছে।

তাবাপদর কথা শুনে উদয়চাঁদ খুব জোবে হেসে উঠলেন। বললেন: প্রমাণ চাইছো তাবাপদ? প্রমাণ তোমাকে আমি অসংখ্য দিতে পাবি। প্রথম প্রমাণ মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসঘাতক। না তাবাপদ, আমার এই মন্তব্য শুনে তুমি চমকে উঠো না। নিজেব স্বার্থসিদ্ধি ব জন্যে মহেন্দ্রনাথ সব কিছু করতে পাবে। সে তার বউ ছেলে মেয়ে নিকট আত্মীয়স্বজনকে বিসর্জন দিতে পারে।

আমি মহেন্দ্রনাথকে চিনি। আমি জানি সে কে, কী তাব অতীত জীবন। তারাপদ অনেক বছর আগে দেশ স্বাধীন হবাব আগে মহেন্দ্রনাথ তার নিজের জীবনকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবাব জন্যে এই আন্দামানের একটি নিরপরাধ লোককে খুন করেছিলেন। সেদিন সেই খুনের একমাত্র সাক্ষী ছিলুম আমি। মহেন্দ্রনাথ আমাকে টাকা দিয়ে আমাব মুখ বন্ধ করে বেখেছিলো। সেদিন মহেন্দ্রনাথের আসল পবিচয় আমি জানতে পারিনি। আজ তাব আসল রূপ আমার কাছে খুলে গেছে। তাই তোমাকে সবকথা খুলে বলছি।

তারাপদ, মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসঘাতক স্পাই, স্মাগলাব। ইংরেজেব শাসনকালেব সময তিনি ছিলেন পুলিশের ইনফর্মার। তাঁব কাছ থেকে খবর পেয়ে ইংবেজ কর্তাবা বহু রাজনৈতিক কর্মীকে জেলখানায় পুরেছিলেন। দুদিন আগে যে বামকুমারকে খুন করা হলো সে বামকুমার ছিলো মহেন্দ্রনাথেব স্বাধীনতা যুগের পার্টি কমরেড। রামকুমাব মহেন্দ্রনাথেব অতীত জীবনেব কথা জানতো। হয়তো একটু বেশী জানতো। যেদিন বামকুমাব মহেন্দ্রনাথকে শাসালো যে সে তাব অতীতের নোংবা জীবনের কাহিনী বাজারে ফাঁস করে দেবে সেদিন মহেন্দ্রনাথ তাব মুখ চিরতরে বন্ধ করবাব উদ্দেশ্যে তাকে খুন করলেন। আজ রামকুমাবকে খুন করা হয়েছে। কাল তুমি আমি যাবো। কারণ আমবা মহেন্দ্রনাথের স্মাগলিং এব খববাখবর জানি। তাই আমাদের বিপদ আসন্ন।

বিস্ময়ে অভিভূত হযে তারাপদ উদয়চাঁদের কথাগুলো শুনলো। উদয়চাঁদ কী সত্যি কথা বলছে না তার মনকে উত্তেজিত করবার জন্যে এসব মনগড়া কথা বলছে। তাই সে খুব জোরে মাথা নেড়ে বললো: না, না উদয়চাঁদ আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পাবছিনে।

আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে যদি আমি তোমাকে মহেন্দ্রনাথের সত্যিকারেব পরিচয় দিই। মহেন্দ্রনাথ হলো তার ছদ্মনাম ----

উদয়চাঁদ তার কথা শেষ করতে পারলো না। তারাপদ দুর্গাপ্রসাদের নাম শুনে বাঘের মতো হুংকার দিয়ে বললো: উদয়চাঁদ, তুমি সাবধানে সতর্ক হয়ে কথা বলো। দুর্গপ্রসাদ কে তুমি জানো না...

তারাপদর চীৎকার শুনে উদয়চাঁদ ঘাবড়ালো না। তাচ্ছিল্যের সুরে বললো: আমি জানি দুর্গাপ্রসাদ কে। বেইমান বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ পুলিশের স্পাই।

রাগে ফেটে পড়লো তারাপদ। দৌড়ে এসে উদয়চাঁদের গলা টিপে ধরলো। দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসঘাতক, বেইমান পুলিশের ইনফবমার নন। তুমি তাঁকে সম্মান দিয়ে কথা বলো। উদয়চাঁদ, আমি তোমাকে বলছি দুর্গাপ্রসাদ কে, দুর্গাপ্রসাদ আমার বাবা ----

এবার উদয়চাঁদের বিস্ময়ের পালা। আজকের দিনে তিনি বহু বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছেন কিন্তু তারাপদর সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদের রক্তের সম্পর্ক আছে একথা শুনে তিনি স্তম্ভিত নির্বাক হলেন। এবার তার কাছে সমস্ত বহস্য ধাঁধা যেন স্পষ্ট সহজ সরল হলো।

দুর্গাপ্রসাদ যদি তারাপদর বাবা হন তাহলে ব্রজমাধব হলেন তারাপদর দাদু। আর এই ছেলের জন্ম নিয়ে ব্রজমাধব এবং মহেন্দ্রনাথের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয়েছিলো। হযতো তারাপদর জন্মের দায়িত্ব মহেন্দ্রনাথ নিতে চাননি এবং কেলেঙ্কারীর অপবাদ এড়াবার জন্যে তিনি ব্রজমাধবকে হত্যা করেছিলেন। সমাজের গঞ্জনা, কুৎসার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তারাপদকে নিয়ে তার মা নিকোবর দ্বীপে পালিযে গিয়েছিলেন। সেইখানে শৈশবে তারাপদ এক দুষ্কৃতকারীকে হত্যা কবে পালিয়ে যায়।

উদয়চাঁদ পুরোনো স্মৃতি কাহিনীতে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি এবার বুঝতে পারলেন যে কেন মহেন্দ্রনাথ তারাপদকে --- জুয়াড়ীকে খুনেব অভিযোগ থেকে মুক্ত করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি জানতেন তারাপদব সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিলো। হাজার হোক তাঁর অবৈধ সন্তান হলো তাঁরই রক্ত মাংসের সৃষ্টি। তিনি কী তারাপদকে খুনের অভিযোগে ফাঁসীর মঞ্চে পাঠাতে পারেন। না, কখনই এ সম্ভব নয়। তাই সেদিন তারাপদকে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্ত কববার জন্যে তাঁর উকিল উদয়চাঁদকে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেনঃ উদয়, খুনী তারাপদকে যেমন করে হোক ফাঁসীর কাঠগড়া থেকে বাঁচাতে হবে। খুনী ব্যক্তির পোস্টমর্টমকে জাল কবতে কিংবা তার জন্যে পয়সা খবচ করতে মহেন্দ্রনাথ কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তারাপদর জীবনকে রক্ষা করতে হবে।

তারপর দীর্ঘদিন ধরে মহেন্দ্রনাথ তাবাপদকে নিজের সন্তানের মতো লালন পালন কবেছেন। অপত্য স্নেহ ভালোবাসা দিযে মানুষ কবেছেন। নিজেব সন্তান ছাড়া অন্য কারু প্রতি এতো স্নেহ ভালোবাসা কখনই থাকতে পাবে না। কিন্তু কোনদিন মহেন্দ্রনাথ কারু কাছে এই গোপন কথাটি প্রকাশ করেন নি যে তারাপদ তাব নিজেব সন্তান।

আজ এসব চিন্তাভাবনা কবে উদযচাঁদ খানিকটা বিচলিত হলেন। চিন্তিত হবাব কারণ ছিলো বৈ কি ---। তাবাপদ যদি দুর্গাপ্রসাদ - মহেন্দ্রনাথেব সন্তান হয তাহলে কী তিনি ছেলের কোন অনিষ্ট কিংবা ক্ষতি কববেন? না, - - হযতো আজকেব অতুলেব তদন্তে একটি কথা প্রকাশিত হবে যে আন্দামান দ্বীপের একমাত্র স্মাগলাব হলেন উদয়চাঁদ। বামকুমারকে হত্যা করেছেন উদয়চাঁদ। জ্যাকসনেব মৃত্যুর জন্যেও উদযচাঁদকে দোষী কবা হবে। বেইমান বিশ্বাসঘাতক মহেন্দ্রনাথেব পক্ষে সব কিছু কবা সম্ভব। উদযচাঁদ ভেবেছিলেন যে, মহেন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে তিনি তারাপদর সাহায্য পাবেন কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি জানতে পাবলেন যে তারাপদ এবং মহেন্দ্রনাথেব মধ্যে সম্পর্ক হলো বাপ ছেলের অমনি তিনি বুঝতে পাবলেন যে তার নিজেব জীবনকে বাঁচাবাব জন্যে তাকে একাই লড়তে হবে। যদি তিনি কোনপ্রকাবে মোটা গণেশের সন্ধান পান এবং তাব কাছে

মহেন্দ্রনাথের অতীত জীবনের কলঙ্কের কোন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তাকে আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

তারাপদ তখনও উদয়চাঁদের গলা ধরেছিলো।

শোন উদয়চাঁদ, আমার বাবা দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে তুমি যদি আর একবার খারাপ মন্তব্য করো তাহলে আমি তোমাকে খুন করবো। তারাপদ কাউকে খুন করতে ভয় পায় না। দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসঘাতক একথা তোমাকে অস্বীকার করতে হবে। কথা ফিরিয়ে নিতে হবে।

আমার অভিযোগ কখনই অস্বীকার করবো না। কারণ আমি জানি যে দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসঘাতক, পুলিশ ইনর্ফমার। সে ব্রিটিশ যুগে স্পাই-এর কাজ করেছে। আজো করছে। তাই সে তার ছেলেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চাকুরিতে ঢুকিয়েছে। আর তুমি যে দুর্গাপ্রসাদের সন্তান একথার কোন প্রমাণ আছে কী? মহেন্দ্রনাথ আজো পর্যন্ত তোমাকে সন্তানের স্বীকৃতি দেয় নি।

তারাপদ উদয়চাঁদের কথার ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলো। বরং আজো মহেন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন যে সে হলো জারজ সন্তান, বাস্টার্ড। বাপ কী কখনও ছেলেকে একথা বলতে পারে?

তারাপদ উদয়চাঁদের গলা ছেড়ে দিলো। বললো: দুর্গাপ্রসাদ আমার বাবা একথা আমি জানি। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ যে একই ব্যাক্তি তার প্রমাণ কী?

উদয়চাঁদ তারাপদর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। এবার সহজ গলায় বললো: প্রমাণ আছে তারাপদ। এই দ্বীপে আজো আর একজন লোক আছেন, যিনি মহেন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় জানেন।

কী নাম তার?

মোটা গণেশ।

তারাপদর আবার বিস্ময়ের পালা। কিন্তু সে এবার কণ্ঠস্বর উঁচু করলো না। শুধু উত্তেজিত গলায় বললো: মোটা গণেশ, তুমি তাকে চেনো?

না, তবে তার নাম শুনেছি। মোটা গণেশ ছিলো আন্দামান জেলখানার ওয়ার্ডার। তার কাছে ইংরেজ পুলিশের একটি গোপনীয় খাতা আছে। তার সেই খাতায় লেখা আছে যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যাক্তি। নিজের জীবনকে পার্টির কমরেডদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে দুর্গাপ্রসাদ আন্দামানে মহেন্দ্রনাথ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলো।

তারাপদ মাথা নাড়লো। বললো: তোমার অভিযোগ সত্যি নয়। কারণ আমি জানি যে মোটা গণেশ মারা গেছে।

এবার উদয়চাঁদের অবাক হবার পালা। গণেশকে তারাপদ চেনে একথা সে যেন বিশ্বাস করতে চাইলো না।

গণেশ বেঁচে না থাকতে পারে কিন্তু পুলিশের খাতা নিশ্চয় তার বউ-এর কাছে আছে।

তার বউ নেই ...কিন্তু তার পরিবারের আর একজন. .আরেকজনের কথা বলতে তারাপদর হঠাৎ বাতাসীর কথা মনে পড়লো! তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন এলোমেলো হয়ে গেলো। হ্যাঁ বাতাসীর পিসেমশায়ের নাম ছিলো মোটা গণেশ। আর উনি ছিলেন জেলখানার ওয়ার্ডার। অনেকদিন আগে বাতাসী তাকে একটি বই দেখিয়ে বলেছিলো, তার পিসেমশায় বলতেন এই বই বিক্রি করলে আমরা

অনেক টাকা পাবো। সেদিন তারাপদ কিংবা বাতাসী বই-এর রহস্য বের করতে পারে নি। কারণ তারা দুজনেই লেখাপড়া জানে না। বই-এর ভেতর কী লেখা আছে পড়তে পারে নি। তাহলে হয়তো উদয়চাঁদের কথা সত্যি। গণেশ জানতো যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি। আর ঐ কালো বইতে একথা লেখা আছে। হয়তো গণেশ ঐ বই --- এর কথা বলে মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করবার আগে গণেশের মৃত্যু হয়।

বইটি এখনও বাতাসীর কাছে আছে।

তারাপদ আর দেরী করলো না। তাকে এক্ষুনি বাতাসীর কাছে যেতে হবে। যাবার আগে তারাপদ কর্কশ গলায় বললো: উদয়চাঁদ, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। বাতাসীর কাছে নিশ্চয় ঐ বই আছে। কিন্তু ঐ বইতে যদি কোন প্রমাণ না থাকে যে মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি তাহলে তোমাকে আমি খুন করবো।

হ্যাঁ, খুন করবো এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

বাতাসী? উদয়চাঁদ আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, বাতাসী হলো গণেশের শালীর মেয়ে। বাতাসী আমার ....আমার বউ হবে।

তারাপদ আর দেরী করলো না। ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

. বাতাসী, বাতাসীর নামটি শুনে উদয়চাঁদ অবাক হলেন। নামটি তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাতাসীকে তিনি দু'তিনবার সমুদ্র থেকে ঝিনুক তুলতে দেখেছিলেন। আজ বাতাসীর নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহসৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর সেই সঙ্গে তাকে পাবার তীব্র বাসনাও হলো।

হঠাৎ উদয়চাঁদের মনে হলো যে তারাপদ বাতাসীর কাছে মহেন্দ্রনাথের জীবনের গোপন ডায়েরী সংগ্রহ করতে গেছে। তারাপদ ঐ বইটি সংগ্রহ করবার আগে উদয়চাঁদের বইটি দরকার আর তারাপদ যদি বইটি নিয়ে থাকে তবে ওর কাছ থেকে জোর করে বইটি আদায় করতে হবে।

উদয়চাঁদ সময় নষ্ট করলেন না। জনা তিনেক লোক নিয়ে বাতাসীর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

তারাপদ দৌড়ে এলো বাতাসীর বাড়িতে। কোথায় বাতাসী? তার কাছে কালো যে বইটি আছে সেই বইটি যোগাড় করবে। ঐ বইতে কী লেখা আছে তারাপদ জানতে চায়। জানতে চায় উদয়চাঁদ সত্যি কথা বলছে কিনা। মহেন্দ্রনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ কী একই ব্যাক্তি? আর এই দুর্গাপ্রসাদ কী তার বাবা? দীর্ঘদিন তারাপদ তার বাবার সন্ধান করেছে তাকে ফিরে পাবার কিংবা কোথায় তাকে পাবে তারাপদ জানতো না।

কিন্তু উদয়চাঁদের কথা শোনবার পর তার মনে ক্ষীণ আশা জেগে উঠলো। দুর্গাপ্রসাদ মরেন নি। বেঁচে আছেন... ..স্মাগলার। তবুও যদি তিনি জনসমাজের কাছে স্বীকার করেন যে তারাপদ তার সন্তান তাহলে সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

বাতাসী কোথায়?

বাড়ি খালি। হয়তো সমুদ্রে ঝিনুক তুলতে গেছে। আজ বাতাসীকে বাড়িতে না পেয়ে তার ভারী রাগ হলো। তারাপদ দৌড়ে গেলো সমুদ্রের ধারে।

হ্যাঁ, বইটি আমার বিশেষ প্রয়োজন অতুল। ঐ বই-এর ভেতব ইংরেজ কর্তারা তোমার বাবাব কলঙ্কের কাহিনী লিখে গেছেন। আজকের সমাজ তোমাব বাবার এই কলঙ্কের কথা জানে না। যদি জানতে পারে তাহলে দেশেব সরকার পুলিশ সবাই জানতে পাববে যে আন্দামানের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনপ্রিয় নেতা মহেন্দ্রনাথ শুধু স্মাগলার ন'ন, তিনি হলেন অতীত যুগেব ব্রিটিশ পুলিশেব ইনফর্মার। তার কাছ থেকে খবব পেয়ে ইংবেজ সবকাব বহু রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তাব কবেছে। তাদেব আন্দামানে নির্বাসন দিয়েছে। ফাঁসীর কাঠগড়ায় পাঠিয়েছে। তাই ঐ বইটি আমার দবকার। কাবণ আমি সবাইকে জানাতে চাই: তোমাব বাবা মহেন্দ্রনাথ কিংবা বলতে পারো দুর্গাপ্রসাদ কী চরিত্রেব লোক।

উদয়চাঁদ বেশ বাশভারী গলায় অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বললো।

অতুল এই সময়ে উদয়চাঁদকে সমুদ্রেব ধাবে দেখতে পাবে কল্পনা করে নি। যখন দূব থেকে স্পীড বোটের আওয়াজ শুনতে পেলো এবং উদয়চাঁদ ও তার বন্ধু বান্ধবকে ডাঙায় নামতে দেখলো তখন সে বেশ অবাক হয়েছিলো। উদয়চাঁদ এখানে এসেছে কেন? কী চায়? কিন্তু উদয়চাঁদের কথা শোনবার পর সে বুঝতে পাবলো যে তাব এখানে আসবাব উদ্দেশ্য কী। ডায়েরীটি জোব কবে ছিনিয়ে নিতে চান। ডায়েরীটা নিয়ে যাবার কী উদ্দেশ্য? হয়তো ভবিষ্যতে মহেন্দ্রনাথকে ব্ল্যাকমেল করবেন। কিন্তু আজ পুলিশেব বইটি তারও খুব প্রয়োজন। কাবণ তাব জীবনের সবচাইতে কঠিন প্রশ্নের জবাব এই বইতে লেখা আছে। আর সেই জটিল প্রশ্ন হলো: মহেন্দ্রনাথ কে এবং কী তাব আসল পরিচয়। তিনি কী শুধু স্মাগলাব না ইংবেজ শাসকেব পুলিশ ইনর্ফমার?

বইটি আমি তোমাকে দিতে পারিনে। মনে রেখো এই বইটি আমার হাতে পড়বাব সঙ্গে সঙ্গে এর মালিক হয়েছেন ভাবত সবকার। আব সরকাবেব সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। একাজ বেআইনী।

উদয়চাঁদ হাসলো: কোনটা আইনসঙ্গত কোনটা বে-আইনী তাব হিসেব তোমাকে আমি দেবো না। কারণ তোমাব আসল পরিচয় আমি জানি। তুমি সরকারী পুলিশের মুখোশ পরে তোমার বাবাকে বাঁচাতে এসেছ। আব ঐ বইটি হাত কববার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যেন তোমাব বাবাব নোংবা কাজের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। জানো তোমরা বাপ-ছেলে চমৎকাব অভিনয় কবছো। তোমাদের অভিনয় যখন শেষ হবে, ড্রপসীন পড়বে, তখন গলায় দড়ি পড়বে কার জানো? আমার! না তোমাদেব বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

অতুল উদয়চাঁদের কথা শুনে ঘাবড়ালো না। বরং কর্কশসুরে বললো, উদয়চাঁদ আমি তোমার কাছ থেকে বক্তৃতা শুনতে আসিনি। আমি এই দ্বীপে স্মাগলিং-এর কাজকর্ম নিয়ে তদন্ত কবতে এসেছি।

এই কাজের জন্যে যাবা দোষী তাদের আমি রেহাই দেবো না আব তদন্তের জন্যে বইটি আমার দরকার।

উদয়চাঁদ এবার বাতাসীর দিকে তাকালো। সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়াতে বাতাসীর দেহ থেকে শাড়ির কিছুটা অংশ সরে গিয়েছিলো। উদয়চাঁদ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে বাতাসীর নগ্ন দেহের দিকে তাকালো।

চমৎকার পুলিশ ইনসপেক্টব। ডিউটির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম করছো। তোমার একাজের জন্যে

সরকার নিশ্চয় তোমাকে পুরস্কার দেবেন। যাক তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। বইটি দাও --- উদয়চাঁদের শেষের কথাগুলোতে হুকুমি সুর ছিলো।

তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন জিনিস আদায় করতে পারবে না...অতুল পাল্টা জবাব দিলো।

তাহলে জোর করে পুলিশ-এর কাছ থেকে ডায়েরীটি ছিনিয়ে নিতে হবে। আর যার সময় শুধু ডায়েরী নিয়ে যাবো না। তোমার বান্ধবীকেও নিয়ে যাবো। দেখতে ভারী সুন্দরী --- উদয়চাঁদ এই কথা বলে তার সঙ্গী গুন্ডাগুলোর দিকে তাকালো। তাকাবার অর্থ হলো: আর দেরি করো না। এর কাছ থেকে ডায়েরীটা ছিনিয়ে নাও।

গুন্ডাগুলো অতুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতুল আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো। কাজেই দুটো লোককে কাবু করতে বেশী বেগ পেলো না। তৃতীয় লোকটি অতুলকে পেছন থেকে জাপ্টে ধরলো। বাতাসী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো না। সমুদ্রের ধারে একটা ছোট লাঠি পড়ে ছিলো। লাঠি দিয়ে লোকটিকে মারতে লাগলো। উদয়চাঁদ এই মারপিটে যোগ দেয় নি, দাঁড়িয়ে শুধু মারপিট দেখছিলো। কিন্তু বাতাসী যখন লাঠি দিয়ে লোকটিকে মারতে শুরু করলো তখন সে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো না। পেছন থেকে এসে বাতাসীর চুল টেনে ধরলো। বাতাসী যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। উদয়চাঁদ শ্লেষ কণ্ঠে বললো: ভেবেছিলুম শুধু তোর রূপ আছে। তোর যে এতো ঝাল আছে বুঝিনি...আয় ইদিগে ---

উদয়চাঁদ জোর করে বাতাসীকে টেনে আনবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বাতাসী উদয়চাঁদের হাত কামড়ে ধরলো। অসম্ভব যন্ত্রণায় উদয়চাঁদ চীৎকার করে উঠলো। বাতাসী উদয়চাঁদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আবার অতুলের কাছে গেলো। কিন্তু উদয়চাঁদ আবার এসে বাতাসীকে বাধা দিলো। আর রাগ দেখাতে হবে না। সাহেব তোকে সোহাগ করবে না। আমার কাছে আয়।

কিন্তু উদয়চাঁদ বাতাসীকে ধরে রাখতে পারলো না। ঝটকা মেরে উদয়চাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর বালির উপর দিয়ে দৌড়ুতে লাগলো। উদয়চাঁদ তার পিছু পিছু দৌড়ুতে লাগলো। দৌড়বার সময় দু'চারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো।

ইতিমধ্যে একটা লোক মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো। এবার সে বাতাসীর পেছু নিলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসীকে ধরে ফেললো।

উদয়চাঁদ চীৎকার করে বললো : কেউটে সাপটিকে স্পীড বোটে ভরে রাখো। ওকে গুদামঘরে নিয়ে যাবো।

লোকটি বাতাসীকে টানতে টানতে স্পীড বোটে নিয়ে গেলো। বাতাসী চীৎকার করে ডাকতে লাগলো : সাহেব..... সাহেব . .. তারপরেই তীব্র আর্তনাদ করে বললো : তারা, তারা .আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে।

অতুলের কাছ থেকে পুলিশ - ডায়েরীটি ছিনিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। ডায়েরী এবং বাতাসীকে নিয়ে উদয়চাঁদ তার দলবলসহ আইল্যান্ডের দিকে রওনা দিলো।

অচৈতন্য অবস্থায় অতুল মাটিতে পড়ে রইলো।

তারাপদ বাতাসীকে ঘরে না দেখে সমুদ্রের দিকে ছুটতে লাগলো। কোথায় গেছে বাতাসী। দিন নেই রাত্রি নেই মেয়েটা সমুদ্রের চারধারে ঘুরে বেড়ায়। কতোবার তারাপদ তাকে ধমক দিয়ে বলেছে : বড়ো হয়েছিস। অমন অসভ্যর মতো সমুদ্রের আশেপাশে ঘুড়ে বেড়ায় ?

বাতাসী হেসে জবাব দিতো : বা রে, আমি বুঝি সমুদ্রের ধারে ঘুড়ে বেড়াই ; আমি যে জল থেকে ঝিনুক তুলি।

আজ বাতাসীকে না পেয়ে তারাপদর ভারী রাগ হলো। মেয়েটাকে ভালো শিক্ষা দিতে হবে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে তাকে বেশীক্ষণ হাঁটতে হয় নি। হঠাৎ যেন তার কানে ভেসে এলো এক মেয়েলি কণ্ঠ : তারা...তারা...

তারাপদর বুঝতে অসুবিধা হলো না এ কণ্ঠস্বর কার ? বাতাসীর : ভযার্ত আর্তনাদ। বাতাসী নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। বাতাসী বিপদে পড়েছে — তারাপদ চঞ্চল হলো। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হলো। তারাপদ বাতাসীর কণ্ঠস্বরকে লক্ষ্য করে সমুদ্রের ধার দিয়ে ছুটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বাতাসীর কণ্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পেলো। তারা, তারা.. ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে... ।

ওরা—কে ? তারাপদ ভাবলো । অতুল ? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন বালির উপর অতুলের অচৈতন্য দেহ দেখতে পেলো তখন নিমেষের ভেতর সে সমস্ত ঘটনা আন্দাজ করে নিলো। বাতাসীকে নিশ্চয় কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বাতাসী বিপদে পড়েছে। দূর থেকে তার কানে স্পীড বোটের আওয়াজ ভেসে এলো। এবার তার বুঝতে অসুবিধে হলো না ওরা কে। উদয়চাঁদ না মহেন্দ্রনাথ? আর বাতাসীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একথা সে জানে । আইল্যান্ডের গুদামঘরে।

তারাপদ জলে ঝাঁপ দিলো। যেমন করে হোক ঐ দ্বীপে যেতে হবে।

অতুলের যখন চেতনা ফিরে এলো তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। পুলিশ ডায়েরী এবং বাতাসীকে ওরা জোর করে নিয়ে গেছে। যেমন করে হোক পুলিশ ডায়েরী এবং বাতাসীকে উদ্ধার করতে হবে। দেরি করলে চলবে না। অতুল ঠিক করলো যে এক পুলিশবাহিনী নিয়ে আইল্যান্ডের গুদামঘরে হানা দেবে।

আজ বেশ চিন্তিত মন নিয়ে মহেন্দ্রনাথ তার গুদামঘরের অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। অসময়ে আইল্যান্ডে আসবার একটি গৌণ কারণ ছিলো। মহেন্দ্রনাথ নিজের জীবন সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় কাগজপত্র আইল্যান্ডের অফিসে লুকিয়ে রাখতেন। এতো দিন এই সব কাগজপত্র নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেন নি কিন্তু আজ তিনি বিপদের আশঙ্কা করলেন। তার মনে হলো যে সহকর্মী উদয়চাঁদ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। নিজের জীবনেও মহেন্দ্রনাথ কারু সঙ্গে প্রতারণা করতে দ্বিধা সংকোচ বোধ করেন নি। উদয়চাঁদও এই ধরনের কাজ করতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। এ কথা তিনি জানতেন। তিনি ঠিক করলেন যে ড্রয়ার থেকে পুরানো কাগজ ডায়েরীর পাতা আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

অন্ধকার, নির্জন গুদামঘরে কেউ নেই। অতুল এই দ্বীপে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ আইল্যান্ডে আনাগোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শুধু উদয়চাঁদ স্মাগলিং-এর হেরোন তৈরির কাজ-কারবার দেখতে আসতেন। আজ গুদামঘরে কেউ ছিলো না। তবু মহেন্দ্রনাথ কাগজগুলো ড্রয়ার

থেকে বার কববার সময় বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যদি কেউ তাঁকে দেখতে পায় যে তিনি কতোগুলো পুরানো কাগজ পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তাহলে কী হবে ? মহেন্দ্রনাথকে সন্দেহ করবে। দীর্ঘকাল মহেন্দ্রনাথ এক অন্য জীবন যাপন করেছেন। এই জীবনেব সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মী পুলিশ ইনফর্মাব দুর্গাপ্রসাদের জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলো না। বস্তুত তিনি দুর্গাপ্রসাদকে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নাম গ্রহণ করবার পর দুর্গাপ্রসাদকে কিছুটা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আবাব তাঁর কাছে অতীতের স্মৃতি তীব্র হযে উঠলো। দুর্গাপ্রসাদ...তাঁর প্রেতাত্মা যেন আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি ভাবলেন পুরানো কাগজগুলো যদি পুড়িয়ে ফেলতে পারেন তাহলে হয়তো দুর্গাপ্রসাদের স্মৃতি কিছুটা মলিন হবে।

কাগজগুলো আগুনে দেবার জন্যে তিনি গুদামঘবেব বাইরে একটি ছোট ঘরে গেলেন। সাধারণত এই ঘবে পুরানো আজেবাজে কাগজ জিনিসপত্র রাখা হতো।

অন্ধকার ঘরে কাগজে আগুন দেবার পরেই তিনি যেন ঘরের ভেতর কাব গোঙানিব শব্দ শুনতে পেলেন। মেয়েলি কণ্ঠ :

· মহেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। তাঁর ঘরের ভেতর কে ? এই নির্জন দ্বীপে এই সময়ে তিনি যে কোন মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন কল্পনা করতে পারেন নি। না শুধু কণ্ঠস্বর বা গোঙানি নয় কিছুটা ভয়ার্ত আর্তনাদ.. ।

মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে চারদিকে তাকালেন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু দূব থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে. .না কেউ নেই। হযতো মহেন্দ্রনাথ ভুল কিছু শুনেছেন.. আজ এই সময়ে কে এই নির্জন গুদামঘরে আসবে ?

মহেন্দ্রনাথ আবাব ঘরের ভেতব ঢুকলেন। কাগজগুলো জ্বলছে। আগুনের তাপে ঘরটা বেশ গরম হয়েছে। এবার যেন নাবীকণ্ঠেব গোঙানি আরো স্পষ্ট হলো। মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পাবলেন যে তাঁর শুনতে ভুল হয়নি। কেউ কাতরাচ্ছে.. কে ? না বাইরে কেউ নেই। হয়তো ঘরের ভেতর কেউ আছে।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ভাবতে পারলেন না যে কেউ এই ঘরের ভেতর থাকতে পারে। এই দ্বীপে একান্ত তাঁর অনুগত লোক ছাড়া আর কেউ আসতে পারে না। বিশেষ করে মেয়েমানুষ।

হঠাৎ তাঁর উদয়চাঁদের বান্ধবীর কথা মনে হলো। মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদের জীবনের দুর্বলতার কিছু আভাস পেয়েছিলেন। তিনি কানাঘুষোয় শুনেছিলেন যে আজকাল উদয়চাঁদ কলকাতা থেকে ক্যাবাবে গার্লদের দ্বীপে নিয়ে আসছেন। এবং রাত্রে এই গুদামঘরে তাসখেলার আড্ডা এবং মেয়েদের নাচ-গান হতো। একাজে মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদকে বাধা দেন নি...কারণ ছোটখাটো সামান্য বিষয় নিয়ে উদয়চাঁদের সঙ্গে বিবাদ তিনি করতে চান নি।

কে ? অস্ফুট স্বরে মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন। মহেন্দ্রনাথের মনে হলো তিনি যেন প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলছেন।

কিন্তু তিনি তাঁর অস্ফুট ধ্বনির জবাব পেলেন। আবার গোঙানির শব্দ তীব্র হলো। হঠাৎ তার মনে হলো যে ঘরের ভেতর তিনি একা নেই। আর একজন এই ঘরে উপস্থিত আছে। মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন যে এই ছোট ঘরে একটি মেয়ে আছে।

কথাটি ভেবে মহেন্দ্রনাথ শিউরে উঠলেন। সর্বনাশ! তিনি যে গোপনীয় কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছেন তাহলে তার সাক্ষী আছে।

কে? এবার মহেন্দ্রনাথ বেশ একটু জোরেই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। শুধু তার কানে গোঙানির শব্দ ভেসে এলো।

ঘরের আগুনে খানিকটা অন্ধকার দূর হয়েছিলো। তিনি ঠিক করলেন যে ঘরটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন।

আগুনের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গিয়েছিলো। তাই বেশ কষ্ট করে মহেন্দ্রনাথ ঘরের ভেতর ঢুকলেন। ঘরের চারদিকে তাকাবার পর হঠাৎ ঘরের কোণে যেন অস্পষ্ট কার মূর্তি দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হলো ঘরের ভেতর কাউকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সেই মূর্তির কাছে ছুটে গেলেন। দেখতে পেলেন যে একটি মেয়েকে হাত পা বেঁধে ঘরের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছে। আর মেয়েটিকে চিনতে মহেন্দ্রনাথের কোন অসুবিধে হলো না। মেয়েটি: হলো ছবি ... রামকুমারের মেয়ে।

ছবিকে আইল্যান্ডের গুদামঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবেন একথা যেন মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতে পারলেন না। অসম্ভব। কল্পনার অতীত। এই দ্বীপে ছবিকে কে চুরি করে নিয়ে এলো - আর নিয়ে এলোই বা কেন? আবার তার উদয়চাঁদের কথা মনে হলো। বুঝতে পারলেন উদয়চাঁদ ছবিকে এই দ্বীপে ধরে নিয়ে এসেছে। তার ছবিকে ধরে আনবার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য অতি সহজ। উদয়চাঁদ নিশ্চয় ছবির কাছ থেকে রামকুমারের ডায়েরী কিংবা পুরানো কাগজ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। আর সেই ডায়েরীতে লেখা আছে মহেন্দ্রনাথের জীবনের ইতিকথা। মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে উদয়চাঁদ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে ছবিকে ধরে এনেছে। এতোদিন তিনি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছেন। উদয়চাঁদের আসল উদ্দেশ্য তিনি আঁচ করতে পারেন নি। উদয়চাঁদ কী তার সম্পত্তি গ্রাস করতে চায় না তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চায়? দ্বীপে গত কয়েকদিন যেসব ঘটনা ঘটেছে তার পেছনে উদয়চাঁদের হাত আছে এই বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইলো না। অতুল নিশ্চয় উদয়চাঁদের কাছ থেকে কিছু গোপন খবর পেয়েছে। নইলে আজ অতুল তাঁর সঙ্গে ঝগড়ার সুরে কথা বললো কেন?

মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ছবির হাত পা'র বাঁধন খুলে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ঘরে আটক থেকে ছবিও বেশ খানিকটা অচৈতন্যের মতো হয়েছিলো। মহেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ছবিকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন।

জ্ঞান ফিরে আসবার পর ছবি খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো: কে?

আমি মহেন্দ্রনাথ।

মহেন্দ্রনাথের নাম শুনে ছবি চমকে উঠলো। এই নামের সঙ্গে যে আর একটি নাম জড়িয়ে আছে তার বাবার ডায়েরী থেকে জানতে পেরেছে। মহেন্দ্রনাথ আর দুর্গাপ্রসাদ একই ব্যক্তি। আর দুর্গাপ্রসাদ তার বাবার সর্বনাশ করেছে, তাকে খুন করেছে। ছবির মনে প্রশ্ন জাগলো, মহেন্দ্রনাথ তার কাছে কী চায়? হয়তো বাবার পুরানো ডায়েরী ফেরত চাইবে? কিছুক্ষণ ছবি দেখেছে যে মহেন্দ্রনাথ ঘরের ভেতর অনেক পুরানো কাগজ পোড়ালেন। নিশ্চয় ঐ কাগজের ভেতর গোপন কিছু লেখা ছিলো।

ছবি সম্বিৎ ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোথায় যাবে সে? চারদিক নির্জন, অন্ধকার।

পালাবার চেষ্টা করো না। শুধু শুধু বিপদে পড়বে --- মহেন্দ্রনাথ শাসনের সুরে বললেন।

ছবি অসহায় দৃষ্টিতে মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকালো? কী করবে সে? কিন্তু ওদের দুজনেরই চিন্তায় বাধা পড়লো। দূর অন্ধকার থেকে রাশভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

ছবিকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছো দুর্গাপ্রসাদ। ঐ চেষ্টা করো না। আজ তোমার বিরুদ্ধে লড়তে হলে রামকুমারের মেয়ে ছবিকে আমার দরকার।

মহেন্দ্রনাথ এবং ছবি দেখতে পেলেন যে দূর থেকে একটি অস্পষ্ট ছায়া ক্রমশই তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ছায়াটি কার মহেন্দ্রনাথ চিনতে পারলেন। উদয়চাঁদের। উদয়চাঁদ ছিলো তার সহকর্মী না হুকুমের চাকর? কিন্তু আজ উদয়চাঁদ হয়েছে তাঁর পরম শত্রু।

আমার নাম দুর্গাপ্রসাদ নয়। আমার নাম মহেন্দ্রনাথ। তোমার কথা বলার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়েছি। তুমি জানো আমি কে?

উদয়চাঁদ ওদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে ধূর্ত শেয়ালের হাসি লেগে ছিলো।

তোমাকে চিনতে আমার কোনদিনই অসুবিধে হয় নি। দেশ স্বাধীন হবার আগেই তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছিলাম। মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা যেদিন তুমি ব্রজমাধবকে খুন করলে। সেদিন তোমার খুনের কথা কাউকে বলিনি। কারণ তুমি টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করেছিলে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে আমি জানতে চেষ্টা করেছি মহেন্দ্রনাথ কে? কী তার পরিচয়? রাজবন্দীর পরিচয় দিয়ে সে এই আন্দামান দ্বীপে এলো কেন? আর ব্রিটিশ সরকারের কর্তারা তোমাকে এতো খাতির যত্ন করেন কেন? সেদিন ব্রিটিশ সরকার তোমাকে সুনজরে দেখতেন তার কারণ ছিলো। কারণ তুমি ছিলে ওদের গুপ্তচর — স্পাই। জেলখানার রাজবন্দীদের গোপন আলাপ-আলোচনার খবরাখবর তুমি জেলারকে দিতে। ব্রজমাধবের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে। আর যেদিন ব্রজমাধব তোমার আসল পরিচয় জানতে পারলো, যেদিন জানতে পারলো তুমি রাজবন্দী নও, আসলে হলে ব্রিটিশ কর্তাদের স্পাই সেদিন থেকে ব্রজমাধব তোমার সংস্রব ত্যাগ করলো। তার মেয়ের সঙ্গে যে অবৈধ প্রেম করছিলে সেই প্রেমে বাধা দিলো। সেদিন ব্রজমাধবকে পৃথিবীর থেকে দূরে সরাবার প্রয়োজন তোমার ছিলো। তাকে খুন করলে। তারপর রামকুমারকে খুন করলে। কারণ রামকুমার জানতো তুমি কে। আর যেদিন থেকে আমি তোমার স্বরূপ জানতে পারলুম সেদিন থেকে তুমি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করলে। দিল্লীর কর্তাদের কাছে গোপনে চিঠি লিখলে যে আন্দামানে স্মাগলিং-এর কাজকর্ম হচ্ছে আর এই স্মাগলিং-এর তদন্ত করবার জন্যে তুমি তোমার ছেলে অতুলকে ডেকে আনলে। তুমি জানতে ছেলে বাপের কেচ্ছা ঢাকবে। নিখুঁত আয়োজন। তোমার বন্দোবস্তে কোন ভুল ত্রুটি ছিলো না। শুধু তাই নয়। কলকাতা থেকে আর একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়ে এলে। তার নাম হলো কিশোর ভীমানি। আমি ভীমানির কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে অতুল তাকে জেরাবন্দী করেছে এবং আমাকে জালে আটকাবার চেষ্টা করেছে। তারপর বাতাসীর কাছ থেকে পুলিশ ডায়েরী উদ্ধার করবার জন্যে তোমার ছেলেকে বললে। বেশ কিছুক্ষণ একটানা কথা বলে

গেলো উদয়চাঁদ। মহেন্দ্রনাথ দু'তিনবার প্রতিবাদ করবাব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুখ খুলবার কোন অবকাশ পান নি।

না, না, মহেন্দ্রনাথ আজ আমাকে তুমি ধোঁকা দেবাব চেষ্টা করো না। পাববে না। আব তোমার বিষদাঁতও ভেঙে দিযেছি। তোমার অনুগত, তারাপদ আজ তার পরিচয় জানতে পেরেছে। তারাপদ জানে তুমি তার জন্মদাতা। তুমি এতো দিন তার পবিচয় সমাজের কাছে গোপন কবেছ তার কারণ হলো তুমি অতীতের কলঙ্ক চাপা দিতে চেযেছিলে। তুমি তারাপদকে হাতের মুঠোয় রেখেছিলে যেন তারাপদ তার আসল পরিচয় জানতে না পারে। তোমাব সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে মহেন্দ্রনাথ। তারাপদ জানে যে তার জন্মদাতা কে ? শুধু তোমার চরিত্রের খবব সে আজো জানতে পারে নি। জানতে পারে নি যে তার বাবা ছিলেন দুশ্চ রিত্র, বিশ্বাসঘাতক। দুশ্চ রিত্র, তার কারণ তুমি তারাপদর মা অর্থাৎ ব্রজমাধবের মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলে। তুমি একটি মেয়েব মনের সরলতার সুযোগ নিয়েছিলে। আর তুমি বিশ্বাসঘাতক তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তুমি কী ধরনের নোংরা কাজ করতে তার বিবরণ ইংরেজ সরকাব তাদের ইনটেলিজেন্স রিপোর্টেব ফাইলে লিখে গিযেছিলো। ইংবেজ যাবার সময় সে ফাইল পোড়াতে পারে নি। ব্রজমাধবের বন্ধু গণেশ সেই ফাইল অগ্নিস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছিলো। আজ আমি সেই ফাইল সংগ্রহ করেছি.

এই বলে উদয়চাঁদ পুলিশ ইনটেলিজেন্স রিপোর্টের কালো বইটি মহেন্দ্রনাথকে দেখালো। এই বই-এর মধ্যে কী আছে জানো, তোমার সব অপকীর্তির পুরো কাহিনী। চমকে উঠো না মহেন্দ্রনাথ। আজ তুমি কাউকে ফাঁকি দিতে পারবে না...কারণ তোমার মনিবেরা তোমার কুকীর্তির কথা কালিকলমে লিখে গেছেন..

মহেন্দ্রনাথ চীৎকার কবে উঠলেন --- বললেন : উদয়, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছো। আমার নাম দুর্গাপ্রসাদ নয়, মহেন্দ্রনাথ। তুমি আমার নাম ভাঁড়িয়ে বলছো

মহেন্দ্রনাথের জবাব শুনে উদয়চাঁদ জোরে হেসে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ ধবে হাসলো। সে হাসি ছিলো শয়তানের...

বেশ তাহলে আরো কিছু প্রমাণ দিতে হবে। এই মেয়েটিকে চেনো ? মালা. .এই বলে উদয়চাঁদ মালাকে ডাকলো। মালা উদয়চাঁদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। উদয়চাঁদের ডাক শুনে সামনে এগিয়ে এলো।

এর মুখেব দিকে ভালো করে তাকাও মহেন্দ্রনাথ। হযতো তোমাব এই মুখ দেখে আব একজনকে মনে পড়বে...পেছনের হারানো দিনগুলোব কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করো ..পুবানো কমরেডদের কথা মনে পড়ে? আজকের ক্যাবারে গার্ল মালা তোমাব পুরানো এক কমরেডের বোন...সেই কমরেডের আত্মহত্যার জন্যে তুমি ছিলে দায়ী। কারণ কমরেডের কাছ থেকে পার্টির কতোগুলো গোপন খবর বার করে নিয়ে তুমি পুলিশকে দিয়েছিলে। লজ্জায় গ্লানিতে সেই কমরেড আত্মহত্যা করেছিলো। কারণ কমরেড তোমার সত্যিকারের পবিচয় জানতো না। জানতো না তুমি হলে ব্রিটিশ সরকারের স্পাই। তাই নারীব জীবনের দুর্বল মুহূর্তে সেই কমরেড তোমাকে পার্টির গোপন কথাগুলো বলেছিলো। তারপর কী হলো ? ব্রিটিশ পুলিশ তোমাকে নিরাপদ স্থানে - মানে আন্দামানে পাঠাবার জন্যে এক চমৎকাব অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলো। বাজারেব সবাইকে বলা হলো পুলিশের কাছে পার্টির গোপন খবর দেবার জন্যে তুমি পার্টির কমরেডকে খুন করেছ। আত্মহত্যাকে

খুন বলা হলো। আর সেই অভিযোগে তোমাকে আন্দামানে পাঠান হলো। তুমি নিরাপদ স্থানে এলে। এখানে তোমাব কেউ ক্ষতি করতে পারলো না..

মহেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তিনি নিশ্চ ল, নির্বাক হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মালার মুখের দিকে তাকালেন। পরিচিত মুখ। হঠাৎ তার মনে হলো যে এই মুখের আদল তিনি কোথায় যেন দেখেছেন। কোথায়.. কোথায়...হঠাৎ যেন তাঁর স্মরণশক্তি প্রবল হলো। মনে পড়লো উদয়চাঁদের কথা। মালা হলো পার্টির কমরেডের বোন ..পার্টির কমরেড...মাধবী...। হ্যাঁ মালা হুবহু মাধবীর মতো দেখতে।

মহেন্দ্রনাথ জানতেন যে মাধবীর কোন বোন নেই। তাই প্রতিবাদেব সুরে বললেন, আমাকে 'তুমি ব্ল্যাকমেল করবাব চেষ্টা করো না ..মাধবীর কোন বোন ছিলো না...কিন্তু মহেন্দ্রনাথের কথা শেষ হবার আগেই উদযচাঁদ চীৎকার করে বললো : ব্রাভো,...ব্রাভো ..তাহলে 'তুমি মাধবীকে চিনতে। স্বীকার করে নিচ্ছো...তুমি হলে দুর্গাপ্রসাদ। না অস্বীকার করবার চেষ্টা কবো না। কাবণ মালা তোমাকে বলবে সে মাধবীর বোন কিনা ?

মালা জবাব দিলো : হ্যাঁ, অস্বীকার কববাব চেষ্টা করবেন না যে আপনি আমার দিদি মাধবীকে খুন কবেছিলেন। দিদি যখন আত্মহত্যা করেন তখন আমি শিশু। কিন্তু বড়ো হয়ে দিদির লেখা ডায়েরী পড়ে আমি প্রকৃত পবিচয় জানতে পারি। আমাব বহুদিনেব প্রতিজ্ঞা ছিলো যে দুর্গাপ্রসাদকে খুঁজে বাব কবরো। জানতে চেষ্টা করবো যে কেন আপনি দিদির কাছ থেকে পার্টির খবর নিয়ে পুলিশেব কাছে বিক্রি করেছিলেন ? আব সেই লজ্জায় ক্ষোভে আমার দিদি আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু আমাব দিদিকে খুন করেছেন বলে সরকাবের কাছে বাহবা কিনলেন। চমৎকার অভিনয় কবেছিলেন মহেন্দ্রনাথবাবু। আপনি কথা গোপন করবাব চেষ্টা করবেন না।

বেশ কিছুক্ষণেব জন্যে মহেন্দ্রনাথেব মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তিনি যেন তাঁব কথা বলাব শক্তি হাবালেন। বুঝতে পারলেন যে উদয়চাঁদ আজ তাঁকে বিপদে ফেলবাব জন্যে বেশ আটঘাট বেঁধে নেমেছেন। সহজে তিনি যে উদয়চাঁদেব হাত থেকে বেহাই পাবেন বলে তাঁর মনে হলো না। কী চান উদয়চাঁদ? তাঁব আন্দামানের সম্পত্তি, যে সম্পত্তি তিনি স্মাগলিং-এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থে কবেছিলেন। না আজ তাঁকে পুলিশেব হাতে তুলে দিয়ে উদযচাঁদ নিস্কৃতি পাবেন না। কারণ তাঁর স্মাগলিং-এর প্রতিটি কাজের সঙ্গে উদয়চাঁদ জড়িত আছেন। যদি স্মাগলিং করবার অপরাধে মহেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তাব কবা হয় তাহলে উদযচাঁদকে ধরতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মহেন্দ্রনাথ বললেন : উদয়, আমি অনেকদিন থেকে আন্দাজ করে অনুমান কবছিলুম যে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছো। দিল্লীর কর্তাদের কাছে বেনামী চিঠি কে লিখেছে আমি জানি, তুমি। কারণ তুমি চেয়েছিলে যে স্মাগলিং-এর তদন্ত হলে তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে। তারপর অতুল যখন দ্বীপে এলো তখন তুমি উল্লসিত হয়েছিলে। কারণ তুমি জানতে যে অতুল তার কর্তব্যকে হেলা করবে না। আমি জানি অতুল কী ধরনের ছেলে। তার কাছে বাবা-মা আত্মীয়স্বজনের চাইতে দেশের জন্যে কর্তব্য অনেক উঁচুতে। শুধু তাই নয়, অতুলের সঙ্গে জেলেডিঙির নাবিকদের গোপনে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা তুমিই করেছিলে। কারণ জেলেডিঙির নাবিকদের হাত করবার জন্যে তুমি কলকাতা থেকে বিদেশী মুদ্রা এই দ্বীপে স্মাগল করে এনেছিলে। উদ্দেশ্য ছিলো টাকা দিয়ে তুমি ওদের

বশ কববে কিন্তু সেদিন তোমাব মনস্কামনা পূবণ হয নি। কাবণ তাবাপদ তোমাব প্ল্যান ভেস্তে দিযেছিলো। আর মালাকে মাধবীব বোন বলে পবিচয দিচ্ছো। তাব এই দাবী যে সত্যি তাব কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। আব তুমি যে ব্রিটিশ পুলিশেব ইনটেলিজেন্সেব বিপোর্টেব কথা বলছো সেইটে যে জাল নয তাব কোন প্রমাণ নেই। আজ দীর্ঘদিন বাদে যদি তুমি বাজাবে বলে বেড়াও যে আমি ছিলুম দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক - আমি পার্টিব এবং পার্টিব কমবেডদেব বিরুদ্ধে তাদেব কার্যকলাপেব অনেক গোপনীয খবব দিযেছি একথা কেউ বিশ্বাস কববে না। আব ঐ যে পুলিশেব গোপনীয ফাইলেব কথা বলছো যে ফাইলেব ভেতব আমাব নোংবা কাজকমেব হিসেব দেযা আছে সেইটে তুমি বাজারে প্রকাশ কবতে পাববে না। প্রকাশ না কববাব কাবণ আছে। আব সে কাবণ হলো ঐ বইটিব ভেতব একজন প্রতাবকেব নাম এবং তাব কীর্তিকলাপেব কথা লেখা আছে। আব সেই প্রতাবককে আমি ইংবেজ পুলিশেব খপ্পব থেকে বক্ষা কবেছিলুম। প্রতাবকেব নাম শুনতে চাও উদযচাঁদ? তবে আজ সবাব সামনে তোমাব আসল পবিচয আমাকে দিতে হবে। আমাব আসল নাম যেমন মহেন্দ্রনাথ নয, তোমাব আসল নামও উদযচাঁদ নয। তোমাব নাম হলো বিজযচাদ। আন্দামানেব এক আইনজীবী উদযচাঁদেব ভাই ছিলে তুমি। ওকী অমন চমকে উঠলে কেন? শোন উদযচাঁদ না বা নাম ধবে তোমাকে ডাকবো, বিজযচাঁদ? বেশ বিজযচাঁদ, তাহলে বিজযচাঁদ আব উদযচাদেব পুবো কাহিনী আমাকে বলতে হবে।

বিজযচাঁদ আব উদযচাঁদ ছিলো যমজ। মুখ দেখে কিংবা কণ্ঠস্বব শুনে কে বিজযচাদ কে উদযচাঁদ বলা মুশকিল ছিলো। প্রাযই লোকে ওদেব দুজনকে চিনতে ভুল কবতো। বিজযচাঁদকে উদযচাঁদ বলা হতো আব উদযচাঁদকে বিজযচাঁদ বলা হতো। তবে উদযচাদ ছিলো সৎ চবিত্রবান, আইন ব্যবসাযী। কিন্তু বিজযচাঁদ ছিলো ঠিক তাব উল্টো, বিপবীত। অসৎ, শঠ, প্রতাবক। লোককে ঠকাবাব অভিযোগে তাব জেল হয। কিন্তু বিজযচাঁদ হঠাৎ একদিন জেলখানা থেকে পালিযে যায। তাবপব পব পব কযেকটি ঘটনা ঘটলো যা উল্লেখ কবা প্রযোজন। বিজযচাদ জেলখানা থেকে পালাবাব পব হঠাৎ একদিন উদযচাঁদেব মৃত্যু হলো। এই মৃত্যু নাযে কেউ কোন মন্তব্য কববাব সুযোগ পায নি। এমনকি উদযচাঁদ যে মাবা গেছে একথা জানবাব কোন সুযোগ কেউ পায নি। কাবণ মৃত্যুব এক ঘন্টাব মধ্যে জেল পলাতক বিজযচাঁদ তাব যমজ ভাই উদযচাদেব পবিচয দিযে প্রকাশ্য বাজাবে ঘোবাফেবা কবতে লাগলো। বাইবেব কেউ বলতে পাবল না যে নকল উদযচাঁদ ঘুবে বেড়াচ্ছে। সে আইন ব্যবসায শুরু কবলো। কিন্তু এ ব্যাপাবে তাব জ্ঞান ছিল কম। তাই নকল উদযচাঁদেব পসাবে ভাটা পড়লো।

এদিকে পুলিশেব কর্তাবা জেল পলাতক বিজযচাঁদেব খোঁজখবব নিতে শুরু কবলো কিন্তু কোথাও তাব কোন সন্ধান পাওযা গেলো না। কিছুদিন পবে নিবাশ হযে পুলিশেব কর্তাবা আমাব শবণাপন্ন হলেন। পুলিশ সুপাব পার্কাব সাহেব আমাকে ডেকে বললেন যে, জেল পলাতক বিজযচাঁদকে খুঁজে বাব করতে হবে। কিন্তু কোথাও আমি বিজযচাঁদেব দেখা পেলুম না। তখন আমাব মনে এক প্রশ্ন জাগলো : এই নির্জন দ্বীপে বিজযচাঁদ কোথাও লুকিযে আছে। সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হযে দেশে ফিবে যাবাব কোন সম্ভাবনা তাব ছিলো না। আমাব মন বলতে লাগলো : বিজযচাঁদ এই দ্বীপে গা ঢাকা দিযে আছে কিংবা কারু ছদ্মবেশ পবে আছে। যমজ ভাই উদযচাঁদেব ছদ্মবেশ পবাই হবে

তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সে যদি উদয়চাঁদের ভেক ধরে থাকে তাহলে আসল উদয়চাঁদ কোথায় গেলো। আমি নকল উদয়চাঁদের প্রতিটি চালচলনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলুম। না সহজে তাকে সন্দেহ করা যায় না। কারণ নকল উদয়চাঁদের প্রতিটি চালচলন, কথাবার্তার ভেতর সন্দেহ করবার মতো কিছুই ছিলো না। একবার আমি ভাবলুম যে আসল উদয়চাঁদ হয়তো লুকিয়ে আছেন। আবার মনে হলো লুকিয়ে আছেন বলা ঠিক হবে না। হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে কিংবা তাকে খুন করা হয়েছে। খুন! কথাটা ভাবতেই আমি চম্‌কে উঠলুম। আচ্ছা উদয়চাঁদ যদি মারা গিয়ে থাকেন কিংবা তাকে খুন করা হয়ে থাকে তাহলে তার লাশ কোথায় গেলো ? এই নির্জন আন্দামান দ্বীপ, জলজঙ্গলে ভর্তি, এখানে কোন মানুষের মৃতদেহ গুম করে রাখা কঠিন কাজ নয়। অনেকদিন পলাতক বিজয়চাঁদের সন্ধান করে আমি যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম তখন হঠাৎ একদিন সমুদ্রের বালিতে মানুষের একটি হাড় দেখতে পেলুম। আসলে হাড়টি ছিলো মানুষের কড়ে আঙ্গুলের হাড়। হয়তো শেয়ালে হাড়টি সমুদ্রের ধারে নিয়ে এসেছিলো। আর সেই হাড়ের ভিতর ছিলো একটি আংটি। আর সেই আংটির ভেতর একটি নাম লেখা ছিলো : ইউ. সি. অর্থাৎ উদয়চাঁদ। কিন্তু সেদিন সেই লেখা পড়তে আমার কোন অসুবিধে হয় নি।

সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে পরিষ্কার হলো। উদয়চাঁদ হয়তো মারা গেছেন কিংবা তাকে খুন করা হয়েছে। তার লাশ নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। শেয়ালে লাশ থেকে হাড়টি সমুদ্রের ধারে নিয়ে এসেছে। আমি বুঝতে পারলুম যে উদয়চাঁদকে খুন করে তার যমজ ভাই আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু আমার সন্দেহর কথা কাউকে বললুম না। কারণ সেদিন তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিলো। কারণ তুমি যখন এসে আমাকে বললে যে ব্রজমাধবকে হত্যার একমাত্র সাক্ষী হলে তুমি, তখন আমি বুঝতে পারলুম যে তোমার মুখ ধামা চাপা দেবার প্রয়োজন আছে। তোমাকে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করবো কিন্তু তোমাকে আমার নোংরা কাজের সহকর্মী করবো। পুলিশ সুপার পার্কার সাহেব আমাকে স্নেহ করতেন। ওঁকে গিয়ে আমার মনের সন্দেহের কথা খুলে বললুম --- । উনি আমার অনুরোধে বললেন : দুর্গা, আমি কেসটি নিয়ে আর তদন্ত করব না। কিন্তু মনে রেখো একদিন তোমাদের দুজনকে আমার দরকার হবে। আজ তোমাদের দুজনকে যে সাহায্য করলুম তার প্রতিদান দিতে হবে। শুধু তোমার কনফিডেনশিয়াল ফাইলে এই ব্যাপারটি বিশেষ সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করে রাখবো।

যুদ্ধের পরবর্তীকালে পার্কার সাহেব আমার সহযোগিতা দাবি করলেন। তুমি জানো আজ আমরা বর্মা থেকে যে আফিঙ স্মাগল করে আনছি তার প্রধান উদ্যোক্তা হলেন পার্কার সাহেব। পার্কার সাহেব ছিলেন অ্যাংলো বর্মীজ। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি বর্মাতে ফিরে যান এবং সেখান থেকে থাইল্যান্ড এবং আন্দামানে নিয়মিতভাবে আফিঙ স্মাগল করতে শুরু করলেন। বর্মা প্রান্ত থেকে আন্দামানে জেলেডিঙি করে আফিঙ স্মাগল করে আনা হয় আর আন্দামান থেকে আফিঙ হেরোনে রূপান্তরিত হয়ে বিদেশে পাচার হয়। আর আন্দামানে স্মাগলিং চক্রের প্রধান এজেন্ট হলুম আমি। তুমি হলে আমার ডান হাত। সেদিন আমি পার্কার সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। কারণ উনি আমার অতীত জীবনের ইতিহাস জানতেন। শুধু তাই নয়। আমার মতো উনিও তোমাকে নকল বলে সন্দেহ করেছিলেন। হ্যাঁ, পার্কার সাহেব আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছেন।

মহেন্দ্রনাথ একটানা কথা বলতে বলতে থামলেন। তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তাঁর মুখের হাসির রেখা দেখে মনে হলো তিনি যেন দাবার চালে উদয়চাঁদকে পরাজিত করেছেন।

উদয়চাঁদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহেন্দ্রনাথের কথাগুলো শুনছিলো। তার কাহিনী বলবার সময় সে কোন প্রতিবাদ করে নি কিন্তু কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে বলে উঠলো, --- তুমি মিথ্যে কথা বলছো দুর্গাপ্রসাদ। আমি নকল উদয়চাঁদ নই। আমি আমাব ভাই বিজয়চাঁদের কোন খবর রাখিনে।

আবার মহেন্দ্রনাথ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন : অস্বীকাব করে কোন লাভ হবে না। ঐ যে কালো বইটি তোমার হাতে আছে সেই বইতে পার্কার সাহেব এই কাহিনী লিখে গেছেন। আজ তুমি যদি আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করবার জন্যে ঐ বইটি সরকার কিংবা জনসাধারণেব কাছে পেশ করো তাহলে সবাই শুধু আমার নোংবা কাজকর্মেব আভাস পাবে না, সবাই জানতে পাববে যে উদয়চাঁদকে হত্যা করে বিজয়চাঁদ তাব ভাই-এর অভিনয় কবছে। না উদয়চাঁদ, তুমি মূর্খের মতো কাজ করো না। নিজের কলঙ্কের কথা বাজাবে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলো না।

উদয়চাঁদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তাব মুখ দেখে মনে হলো যে তার নিজের অন্তরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। সে কী স্বীকার করবে যে আসল উদয়চাঁদ নয়, জেল পলাতক বিজয়চাঁদ!

মহেন্দ্রনাথ আবার দৃঢ় গলায় বললেন : তোমার পবিচয় অস্বীকাব করবার উপায় নেই। সত্যি কথা বলো।

উদয়চাঁদ এবার বেশ মরীযা হয়ে বললো : মিথ্যে কথা বলছো। উদয়চাঁদকে আমি খুন করিনি তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। হার্ট ফেলিওর।

মহেন্দ্রনাথ আনন্দে ডগমগ হয়ে হাততালি দিলেন। প্রায় চীৎকাব করে বললেন , চমৎকার, চমৎকার, বিজয়চাঁদ, হ্যাঁ, আমিও তোমাকে বিজয়চাঁদ বলে ডাকবো। যাক আমি ভুল লোকেব সঙ্গে পার্টনারশিপ করিনি। আমি বিশ্বাসঘাতক, আর তুমি প্রতারক। তবে বিজয়চাঁদ তোমার নিজের মুখোশ তুমি নিজেই খুলেছ। আজ তুমি যদি নিজেব মুখে স্বীকার না করতে তাহলে আমি কখনই তোমাব সত্যিকারের পবিচয় পেতুম না। জানতে পারতুম না যে তুমি বিজযচাঁদ নও।

উদয়চাঁদ স্তম্ভিত হয়ে মহেন্দ্রনাথের মুখেব দিকে তাকালো। তার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিকটা ভয়, আতঙ্ক এবং খানিকটা বিস্ময ছিলো। কী বলতে চাইছে মহেন্দ্রনাথ ?

তুমি কী বলছো মহেন্দ্র? আমি তোমাব কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

মহেন্দ্রনাথ এবার গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন। বললেন : উদযচাঁদ, লুকোচুবি প্রতাবণার খেলায় তুমি এখনও শিশু। তুমি যে আসল উদয়চাঁদ নও, একথা আমি দীর্ঘকাল জানতে পাবিনি। তবে আমাব মনে একটা দৃঢ় সন্দেহ ছিলো। আজ সেই সন্দেহের যাচাই কবলুম। তোমার কাছে একটা কাল্পনিক কাহিনী বললুম। কড়ে আঙ্গুলের কথা, আংটিব গল্প. . কিন্তু বিজযচাঁদ আমার এসব কাহিনী মনগড়ানো। শুধু তোমার কাছ থেকে আসল কথা জেনে নেবার জন্যে আমাকে একটা গল্প ফাঁদতে হয়েছিলো। যাক তুমি তোমাব দোষ স্বীকার করেছ। । স্বীকার করেছ তুমি আসল উদয়চাঁদ নও। তুমি হচ্ছো পলাতক বিজয়চাঁদ। ভাইকে খুন কবে. . .না না অস্বীকার কববাব চেষ্টা কবো না -- কাবণ

আজ কেউ তোমার অস্বীকারকে বিশ্বাস করবে না। তুমি উদয়চাঁদের অভিনয় করছো। এবার বলো তোমার এই মালা মেয়েটি সত্যি না জাল।

মালা-বাতাসী সবাই নির্বাক হয়ে মহেন্দ্রনাথ, উদয়চাঁদের কথা শুনছিলো। মালার মনে হলো সে যেন সিনেমায় ছবি দেখছে। একের পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে......

মালা ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলো : না, না আমি মাধবীর বোন। আর আমি জানি আপনি কে? আপনি হলেন দুর্গাপ্রসাদ।

তোমার কথা অস্বীকাব করবো না। আমার নাম হলো দুর্গাপ্রসাদ। যাক এবার তোমার বন্ধুকে বলো ঐ কালো বইটি ফেরত দিতে। আমার বইটির প্রয়োজন আছে।

না আমি কখনই তোমাকে বইটি ফেরত দেবো না।

তুমি কী চাও বিজযচাঁদ ? আমার সম্পত্তি না তোমার জীবন ফেরত পেতে চাও -- মহেন্দ্রনাথের গলাব সুর ক্রমেই দৃঢ় এবং রূঢ় হচ্ছিলো।

উদয়চাঁদ হাসলো। বললো : আমাকে জীবনের ভয় দেখিও না। বরং তোমাকে সর্তক হযে কাজ কবতে হবে। মহেন্দ্রনাথ, বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পায় তখন সে মানুযেব ঘাড় মটকাতে ভয় পায না.....। তোমার ছেলে তারাপদ রক্তেব স্বাদ পেয়েছে। আজ সে তোমাকে খুন করতে ভয় পাবে না।

তাবাপদ! মহেন্দ্রনাথ এবার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন। বিজয়চাঁদ মনে রেখো তারাপদ আমারই ছেলে। আর আমি যে তাব বাপ সে কথা সে সমাজেব কাছে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু সে কোনদিনই প্রমাণ করতে পাববে না যে আমি হলুম দুর্গাপ্রসাদ। কাবণ ঐ যে কালো বই তোমাব হাতে আছে সে বইটি তেমোকে ফেবত দিতে হবে। আমি চাইনে যে আমাব জীবনের কথা অতুল কিংবা তাবাপদ জানতে পারুক।

উদয়চাঁদ হাসলো। বললো: জীবনে আমাব মতো তুমিও অনেক ভুল করেছ। তোমাব ছেলে অতুল কিংবা তারাপদর হাত থেকে তুমি কখনই রেহাই পাবে না... । কারণ আমি জানি যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার ছেলে তারাপদ এখানে আসবে.... .

মানে ? বিস্মিত, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহেন্দ্রনাথ।

মানে অতি সহজ। এই মেয়েটি কে জানো ? বাতাসী --- জেল ওয়ার্ডার গণেশেব শালীব মেয়ে। আজ তাবাপদও বাতাসীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ তারও এই বইটিব দবকাব। সে জানে যে এই বইয়ের মালিক হলো বাতাসী। তাবাপদ যদি বাতাসীকে বাড়িতে না পায তাহলে সে বুঝতে পারবে যে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তারাপদ বাতাসীর সন্ধানে এই গুদামঘবে আসবে। তখন সে দেখতে পাবে যে তার বাবা মহেন্দ্রনাথ কিংবা বলতে পারো দুর্গাপ্রসাদ বাতাসীকে তাব বাড়ি থেকে ছিনিয়ে এনেছে। এর ফল কী হবে তুমি জানো মহেন্দ্রনাথ। তোমার জীবন বিপন্ন হবে। যাক তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে......

মহেন্দ্রনাথ উদয়চাঁদকে বাধা দিলেন। বললেন : বইটি তোমাকে ফেবত দিতে হবে বিজয়চাঁদ।

উদয়চাঁদ হাসলো। বললো, বই? না এই বই-এর প্রয়োজন আমার আছে। মহেন্দ্রনাথ এবং উদয়চাঁদের কথায় বাধা পড়লো। পেছন থেকে তারাপদর গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

ঐ বইটির দরকার আমারও আছে। সবাই তাকিয়ে দেখলো যে তারাপদ অন্ধকার ভেদ করে

তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চুলগুলো তাব এলোমেলো. জলে সমস্ত শবীব চুপসে গেছে। আজ তারাপদকে দেখলেই যেন ভয় করে।

তারাপদকে দেখে বাতাসী তার কাছে ছুটে যাবাব চেষ্টা কবলো। কিন্তু উদযচাঁদ বাধা দিলো। বললো : তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমি জানি যতোক্ষণ তুমি আমাব কাছে আছো ততোক্ষণ তারাপদ আমাব কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

উদয়চাঁদ এবার তাবাপদর দিকে তাকিয়ে বললো : তাবা, আজ তোমার এই বই-এর প্রয়োজন নেই। কারণ এই বই-এর ভেতর আছে তোমাব বাবাব জীবন ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাস দিয়ে তোমার কী হবে ? তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমার বাবা কে ? তাব নাম দুর্গাপ্রসাদ। আর উনি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাব কথা বিশ্বাস না হয ওঁর মুখ থেকে শোন - উনি তোমাব জন্মদাতা কিনা ?

তারাপদ উদয়চাঁদের কথায় কান দিলো না আবাব দৃঢ় কণ্ঠে বললো : বইটি আমার দরকার। ঐ বই আমাকে দাও।

উদযচাঁদেব মুখে আবার শয়তানেব হাসি ফুটে উঠলো। এবার সে কিছুটা ব্যঙ্গের সুবে বললো, চমৎকার! যে বাপ তোমাকে এতোদিন সমাজেব কাছে অপবিচিত কবে বেখেছে, তোমাকে ছেলের মর্যাদা দেয় নি, আজ তুমি তাব জীবন রক্ষা কববার চেষ্টা করছো।

তারাপদ এবার বাতাসী এবং বইটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কবলো। কিন্তু পারলো না। পকেট থেকে একটি বিভালবার বেব করে উদয়চাঁদ বললো : আমাব কাছে আসবাব চেষ্টা কবো না। তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে গুলী ছুঁড়তে হবে। আমাব শুধু দুটো গুলী প্রযোজন। একটা তোমাব জন্যে আর একটা বাতাসীর জন্যে......

তারাপদ থমকে দাঁড়লো। বুঝতে পারলো যে আজ তার চাইতে বাতাসীব জীবন বেশী বিপন্ন হয়েছে।

না তুমি আমার কাছে এগোবার চেষ্টা করো না। দুর্গাপ্রসাদ, তোমার ছেলেকে সাবধান করে দাও. . . । আগুন নিয়ে খেলা না করে . . . ।

মহেন্দ্রনাথ চীৎকার করে বললেন : ঐ বই নিয়ে তুমি এখান থেকে বেরুতে পারবে না।

তাহলে আমাকে জোর করে এখান থেকে বেরুতে হবে. তোমরা আমাকে আটকাবার চেষ্টা করো না। বিপদ হবে....উদয়চাঁদ বাতাসীকে তার সামনে বেখে অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে যাবাব চেষ্টা করলো।

তারাপদ উদযচাঁদের পথ আগলে ধবলো।

জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না উদযচাঁদ। মানুয খুন করতে তারাপদ ভয পায না......

তুমি আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা কবো না ... .

তারাপদ উদয়চাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করলো। উদয়চাঁদ সরে গেলো। তারাপদর লক্ষ্য ব্যর্থ হলো। উদয়চাঁদ এবার রিভলবার থেকে তারপদকে লক্ষ্য করে পব পর দুটি গুলী ছুঁড়লো। কিন্তু গুলী দুটো তারাপদর গায়ে লাগলো না। বাতাসী তারাপদর বিপদ দেখে তাব সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। দুটো গুলীই বাতাসীর গায়ে লাগলো। বাতাসী মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

মহেন্দ্রনাথ, তারাপদ চীৎকার করে উঠলো। মালা ভয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো--- উদয়চাঁদ আবার পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। কারণ অতুল --- টম পিটারস — আরো ডজন খানেক পুলিশ চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো।

উদয়চাঁদ তুমি আমাকে একবার ফাঁকি দিয়েছ। দুবার ফাঁকি দিতে পারবে না। । পালাবার চেষ্টা করো না.......

হঠাৎ অতুল দেখতে পেলো যে বাতাসীর দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে--- রক্তে তাব সমস্ত দেহ ভরে গেছে।

বাতাসী ! অতুল এবং তারাপদ একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো।

সাহেব, বাতাসীর গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না। তারাপদ বাতাসীর হাত ধরলো। বাতাসী জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো।

তারা, শোন. ..বাতাসীর কথা জড়িয়ে গেলো।

কী ?

তারা, তুই আমাকে জলের হাঙর থেকে বাঁচিয়েছিলি কিন্তু আজ ডাঙার হাঙর থেকে বাঁচাতে পারলিনে ----

অতুল বাতাসীর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর বাতাসীর হাত দুটো নিজের হাতে নিলো।

সাহেব, তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছো . .... ।

কী ?

সাহেব, আমি দেখতে পাচ্ছি --- ঘন অন্ধকার...সাহেব ..সাহেব ঐ দ্যাখো সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। মস্তবড়ো ঢেউ উঠেছে। আর ঐ ঢেউর পেছনে কে আছেন জানো ? আমার বাবা --- ঐ তো আমি আমার বাবার নৌকো দেখতে পাচ্ছি। বাবা, আমি বাতাসী. .আমি আসছি তোমার কাছে। বাবা বাবা...। একটি তীব্র আর্তনাদ করে বাতাসীর কণ্ঠস্বব নিস্তব্ধ হলো। তার হাত দুটি অতুলেব হাত থেকে গড়িয়ে পড়লো। বাতাসীর জীবন শেষ হয়ে গেছে।

পালাবার চেষ্টা করো না --- উদযচাঁদ । তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে। দেখতে পাচ্ছো আমার দলবল চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসীকে খুনের দায়ে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।

উদয়চাঁদ তাব বিপদ বুঝতে পারলো। না পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে পালাবার উপায় নেই। তাকে হার স্বীকাব কবতে হলো।

বাপ, আর দুই ছেলে চমৎকার অভিনয করছো। বিশ্বাসঘাতক, স্মাগলার --- দুর্গাপ্রসাদ। তোমার দুই ছেলে আজ তোমার জীবন বক্ষা কবলো। দুনিয়ার কেউ তোমার কলঙ্কের কথা জানতে পারলো না --- উদয়চাঁদের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের রেশ ছিলো।

উদয়চাঁদ, আইনের চোখে বাপ ছেলে বলে কোন জিনিস নেই। যে দোষী তাকে সাজা পেতে হবে। তোমার হাতে যে বইটি আছে ঐ বই আমার দরকার। কাবণ মহেন্দ্রনাথ কে, কী তার পরিচয়,

আর তোমার সঙ্গে কী তার সম্পর্ক সেইটে প্রমাণ করবার জন্যে আমার ঐ বই-এর দরকার। অতুল উদয়চাঁদের হাত থেকে পুলিশের কনফিডেনশিয়াল বইটি ছিনিয়ে নিলো।

তোমাকে আমি রেহাই দিতে পারিনে --- তারাপদ। তুমি রামকুমারকে খুন করেছ। আজ খুনের অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম। অতুলের কথায় আদেশের সুব ছিলো। টম, ওদের সবাইকে থানায় নিয়ে যাও।

আমাকে তুমি গ্রেপ্তার করতে পারো না অতুল। তুমি যেমন তোমার কর্তব্য পালন করেছ, আমাকে তেমনি আজ কর্তব্য পালন করতে হবে --- তারাপদ কথা বলে মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকালো।

জবাব দিলো উদয়চাঁদ। ব্যঙ্গের সুরে বললো : নিশ্চয়, নিশ্চয়, তারাপদ তাব কর্তব্য পালন করবে। সবাইকে বলবে তার জন্মদাতা কে ? আর সেই পরিচয় যখন সমাজ জানতে পাববে তখন সবাই বলবে : বাপ স্মাগলার আর এক ছেলে খুনী। আব ওদের দুজনকে বাঁচাবাব চেষ্টা করছে আব এক ছেলে। পুলিশ কর্মচারী। চমৎকার! বাপ ভাইকে বাঁচাবার খুব ভালো বন্দোবস্ত করেছ অতুল।

অতুল চীৎকার করে উঠলো। বললো : তুমি আমার নামে কোন অভিযোগ দেবার চেষ্টা করো না। উদয়চাঁদ , মহেন্দ্রনাথ স্মাগলার, তারাপদ আর তুমি হলে খুনী। দোষী তার সাজা পাবে.. ...

তারপ'র মহেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললো : তাবাপদ আমার ভাই। একথা কী সত্যি ?

মহেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আজ তাঁর অস্বীকার করবার উপায় ছিলো না যে তারাপদ তাঁর সন্তান নয়। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের কথা মুখে আটকে গেলো। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁব মুখ বিবর্ণ হলো। বুকের মধ্যে হাত দিয়ে মহেন্দ্রনাথ মাটিতে বসে পড়লেন। অতুল এবং তারাপদ ছুটে গিয়ে মহেন্দ্রনাথকে ধরলো।

অতুল আমাকে তুমি গ্রেপ্তার কবতে পারবে না। কারণ আজ আমি সবার ধবা ছোঁয়াব বাইরে-- আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অতুল। এ নিয়ে পব পর তিনবাব আমাব হার্ট অ্যাটাক হলো। মরবার আগে আমি শুধু একটি কথা বলে যেতে চাই। তারাপদ তোমাব ভাই। তোমাব বৈমাত্রেয় ভাই। না তার মাকে আমি স্ত্রীর সম্মান দিতে পারিনি। তবু আজ মববার আগে আমি সমাজের কাছে তারাপদকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিতে চাই।

এই বলে মহেন্দ্রনাথ অতুল এবং তারাপদর হাত দুটি চেপে ধবলেন। বললেন , এ জগৎ থেকে চলে যাবাব আগে নিজের চরিত্রের দুর্বলতার কথা স্বীকার কববো। জীবনে উন্নতি লাভের প্রলোভনে আমি নোংরা পথ অবলম্বন করেছিলুম। প্রথম জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আর সে কাজ যদি না করতুম তাহলে আজ আমাকে স্মাগলিং এব কাজ কবতে হতো না। যাবা আমার অতীত জীবনের কথা জানতো তারাই আমাকে ভয় দেখিয়ে স্মাগলিং এর পথে টেনে এনেছে। জীবনের অপরাহ্নে আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে একদিন করতে হতো। ভগবান আমার প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত কবে দিয়েছেন। আমাব উপযুক্ত সাজা উনি দিয়েছেন। তোমাকে আর একটা কথা বলতে চাই অতুল। রামকুমারকে তাবাপদ খুন করেনি। আমার নির্দেশে জ্যাকসন তাকে হত্যা করেছিলো।

তারপর তারাপদর হাত দুটি চেপে ধরে বললেন : আমাকে তুমি মাপ করো তাবাপদ। আজ

বাপ হয়ে তোমার কাছে মাপ চাইছি। তোমার জীবনকে আমি সার্থক করতে পারলুম না, এইটে আমার মস্তো বড়ো ক্ষোভ রয়ে গেলো। আজ আমার ভুলের জন্যে একটি নিরীহ মেয়ে তার প্রাণ দিলো। তারাপদ আমার অনুরোধ তুমি সৎপথে চলবে। মনে রেখো অন্যায়ের শাস্তি সুনিশ্চিত।

এবার মহেন্দ্রনাথ ছবিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন : খুনীকে তুমি ক্ষমা করবে কিনা জানিনে। যদি করো তাহলে মরবার আগে শান্তি পাবো। আমার এবং তারাপদর জীবনে কলঙ্কের ছাপ আছে বটে তবে অতুল নিষ্কলঙ্ক। আমাব অনুবোধ রইলো — ওকে তুমি বিয়ে করো। আমার শঠতার জন্যে তোমার বাবা জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন। তবু তুমি অতুলকে ভুল বুঝো না।

মালা, — কখনও ভাবিনি যে জীবনে আবার মাধবীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো। হ্যাঁ, আমি নিজে ইংরেজ পুলিশেব কাছে পার্টির গোপন খবর বিক্রি করে তোমার বোনের নামে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছিলুম। আমার অন্যায়ের জন্যে ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তারপর উদয়চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : অতুল, দেখো এই শয়তান যেন ঠিক সাজা পায়... ।

মহেন্দ্রনাথেব কথা আটকে গেলো। হঠাৎ তিনি বিষম খেয়ে উঠলেন। অতুল দেখতে পেলো যে মহেন্দ্রনাথ মারা গেছেন।

বাইবে চারিদিকে ঘন অন্ধকাবের সমুদ্র। কিছুই দেখা যায় না। শুধু দূর থেকে ভেসে আসে বাঁশীব শব্দের মতো শেয়ালের আর্তনাদ।

নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘবে এবং আন্দামান দ্বীপের বুকে।

—